# ما هي السلفية؟

تأليف : فضيلة الشيخ الدكتور

**عبد الله بن عبد الرحيم البخاري**

عضو هيئة التدريس في كلية الحديث الشريف

بالجامعة الإسلامية

ترجمة : عبد الحميد الفيضي المدني

# সালাফী ও সালাফিয়াত পরিচিতি

(একটি লেকচার)

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম আল-বুখারী
শিক্ষক, হাদীস বিভাগ, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদ ঃ
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

## সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১
প্রথম পয়েন্ট ঃ
'সালাফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ ৬
দ্বিতীয় পয়েন্ট ঃ
পরিভাষায় 'সালাফ' কারা? ১০
তৃতীয় পয়েন্ট ঃ
'সালাফে সালেহ'এর কতিপয় শরয়ী প্রতিনাম ১৬
চতুর্থ পয়েন্ট ঃ
সালাফিয়াতের অনুসরণ করা ও তার সাথে সম্বন্ধ জোড়ার বিধান ২৪
সলফদের সাথে সম্পর্ক জোড়া ৩৬
পঞ্চম পয়েন্ট ঃ
সালাফ ও সালাফিয়াতের অনুসরণ করার মাহাত্ম্য ৪০
ষষ্ঠ পয়েন্ট ঃ
সালাফী মানহাজের (মতাদর্শের) চিহ্ন ও পথ-নির্দেশিকা ৫৪
সপ্তম পয়েন্ট ঃ
উপক্রমণিকা ৭০
পরিশিষ্ট ঃ সালাফী হওয়ার গুরুত্ব ৭৬
সলফদের কোন্ কথা ও আমল আমাদের জন্য দলীল? ৮১
বর্তমানে সালাফী কারা? ৮৭
সালাফী নীতিমালা ৮৭
ইসলামী রাষ্ট্র রচনায় সালাফী নীতি ৯২
সালাফী দাওয়াত পদ্ধতি ৯৪
সালাফী মুরাব্বী, সংস্কারক বা আলেম-মুআল্লিম ৯৯
সালাফী বা আহলে হাদীস পরিচয় দেওয়া কি শরীয়ত-বিরোধী? ১০৮
সালাফী বা আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ ও ভুল ধারণা এবং তার নিরসন ১১৭

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}. أما بعد: فإنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخيرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّار.

অতঃপর মহান আল্লাহর প্রশংসার সাথে শুরু করি এবং তাঁর সকল কল্যাণের উপর তাঁর স্তুতি বর্ণনা করি। যেহেতু এমন কোন কল্যাণ নেই, যা তাঁর সাহায্য ছাড়া লাভ করা যায়। আর আমার এবং আপনাদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুগ্রহ ও নিয়ামতের অন্যতম বিষয় এই যে, তিনি আমাদের জন্য এই বর্কতময় শহর মক্কা মুকার্রামায় এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। যেখানে আল্লাহর গৃহসমূহের একটি গৃহে সমবেত হয়ে আমরা আল্লাহর যিক্র করার সুযোগ লাভ করেছি।

অতএব আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে

# ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

জীবনে চলার পথে একটি জীবন-পদ্ধতি চাই। আর সেটা হওয়া চাই বিশুদ্ধ ইসলাম। আর সেটা হল সালাফিয়াত বা সালাফী জীবন-পদ্ধতি। এ পথ ও পদ্ধতিই হল সঠিক ও শুদ্ধ। এটাই হল মহান আল্লাহর সরল পথ। এটাই মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাবর্গ ﷺ-এর পথ। এ পথের পথিকরাই হল ইহকালে সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পরকালে মুক্তিপ্রাপ্ত। এটাই হল ৭৩ দলের মধ্যে একমাত্র পরিত্রাণ লাভকারী দল। এটাই হল ইসলামের মূল স্রোতধারা।

এই দলটির পরিচয় হয়তো সকলের জানা নাও থাকতে পারে। অথবা জানার মধ্যে কোন গোলমাল থাকতে পারে, তাই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পাঠকের খিদমতে বক্ষমাণ পুস্তিকাটির মূল আরবী হল মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের প্রণয়ন। অনুবাদ আমার এবং এর শেষে সংযোজিত পরিশিষ্ট আমার। আশা করি পাঠক উপকৃত হবেন এবং সালাফিয়াত সম্বন্ধে তাঁর অনেক সন্দেহ ও বিরোধী মনোভাবের অবসান ঘটবে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্যিকারার্থে 'সালাফী' হওয়ার তওফীক দিন। আমীন।

বিনীত---

*আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী*

২১/২/৪১, ২০/১০/১৯

তাদের দলভুক্ত করেন, যারা কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং তার মধ্যে সর্বোত্তম কথার অনুসরণ করে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা দুআ কবুলকারী।[১]

ব্রাদারানে ইসলাম!

মুহাম্মাদ ﷺ রসূল হয়ে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে মানুষ অজ্ঞতা ও অন্ধতায় ছিল। ছিল শির্ক, যুলম ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টির সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ-কে রসূলগণের আগমন বন্ধ থাকার পর বাঁকা মিল্লতকে সোজা করার লক্ষ্যে প্রেরণ করলেন। যাতে তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া সত্য উপাস্য নেই) বলে এবং সফলতা লাভ করে। সুতরাং তাঁর সাথে হক আগমন করল এবং বাতিল বিলীন হল। তাঁর সাথে হিদায়াত আগমন করল, আগমন করল জীবন, আগমন করল ন্যায়পরায়ণতা। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে শির্ককে নিশ্চিহ্ন করলেন। আল্লাহ (জাল্লা ফী উলাহ) তাঁকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য করুণা স্বরূপ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করলেন। প্রেরণ করলেন তাঁর প্রতি বিশ্বাসীর জন্য সুসংবাদদাতারূপে এবং যে তাঁর অবাধ্য হয় ও তাঁর আদর্শে বাধা সৃষ্টি করে তার জন্য সতর্ককারীরূপে। তিনি তাঁর মাধ্যমে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করলেন।

আল্লাহ (জাল্লা ফী উলাহ) বলেছেন,

(১) এই লেকচারটি মক্কা মুকার্রামা (শার্রাফাহাল্লাহ) এর আযীযিয়াহ সেকশনের জামে' ফকীহ মসজিদে রোজ বৃহস্পতিবার ১০ম শা'বান ১৪৩১ হিজরীতে পেশ করা হয়। যা সেখানকার 'আস-সাবীল' মসজিদে অনুষ্ঠিত সংস্কারক ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) অধিবেশনের সক্রিয়তার একটি অংশ হিসাবে কার্যক্রমভুক্ত করা হয়।

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } (١٦) سورة المائدة

"হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! আমার রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে, সে তার অনেক অংশ তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু (প্রকাশ না ক'রে) উপেক্ষা ক'রে থাকে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ (জ্যোতির্ময় কুরআন) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে (কুফরীর) অন্ধকার হতে বার ক'রে (ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" (মায়িদাহ ঃ ১৫- ১৬)

মুফাস্সিরগণের ইমাম, ইমাম হাফেয আবূ জা'ফর বিন জারীর ত্বাবারী তাঁর তফসীরে (৬/১৬১) উক্ত আয়াতের আলোচনায় বলেছেন, 'নূর মানে মুহাম্মাদ ﷺ, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ হক আলোকিত করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী করেছেন, শির্ককে নিশ্চিহ্ন করেছেন। সুতরাং তিনি তার জন্য নূর (আলো), যে তাঁর মাধ্যমে আলোকিত হতে চায়, যার দ্বারা হক স্পষ্ট করতে চায়।'

ইমাম বুখারী 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আত্বা' বিন য়্যাসার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ-এর সাক্ষাতে বললাম, 'তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! তিনি

কুরআনে বর্ণিত কিছু গুণে তাওরাতেও গুণান্বিত। (যেমন,) "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" (আহ্যাব ঃ ৪৫) এবং নিরক্ষর (আরব)দের জন্য নিরাপত্তারূপে। তুমি আমার দাস ও রসূল। আমি তোমার নাম রেখেছি 'আল-মুতাওয়াক্কিল' (আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল)। তিনি রূঢ় ও কঠোর নন। হাটে-বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও নন। তিনি মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না। বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা ক'রে দেন। আল্লাহ তাঁর কখনোই তিরোধান ঘটাবেন না, যতক্ষণ না তিনি তাঁর দ্বারা বাঁকা (কাফের) মিল্লাতকে সোজা করেছেন তথা তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তাঁর দ্বারা বহু অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও বদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছেন। *(বুখারী ২১২৫, ৪৮৩৮নং)*

ইমাম তিরমিযী 'জামে' ও 'শামায়েল' গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনে মাজাহ 'সুনান' গ্রন্থে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আনাস ﷺ বলেছেন, যখন সেই দিন এল, যে দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় প্রবেশ করলেন, তখন তার সব কিছু আলোকিত হয়ে উঠল। অতঃপর যখন সেই দিন এসে উপস্থিত হল, যে দিনে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তার সব কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর (দাফনকার্য সেরে) আমাদের (ধুলাময়) হাত না ঝাড়তেই আমরা আমাদের হৃদয়কে ভিন্নরূপে পেলাম!'[২]

এই অভিব্যক্তি, রসূলগণের সর্দার ﷺ-কে হারিয়ে ফেলার অন্তর্জালা

([১]) তিরমিযী ৩৬১৮, শামায়েল ৩৭৫, ইবনে মাজাহ ১৬৩১, আহমাদ ১৩৩১২, ইবনে হিব্বান, ইহসান ৬৬৩৪নং, হাকেম ৩/৫৭, আল্লামা আলবানী সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ (১৩২২নং)এ এবং তাঁর আরো অন্য গ্রন্থসমূহে হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন।

এবং তাঁদের সেই কঠিন সন্ধিক্ষণ সম্বন্ধে অভিব্যক্তি ও মনের ভাব প্রকাশ এমনই ছিল যে, তাঁর চির বিদায় এবং অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার দুঃখে নিজেদেরকে ভিন্ন মানুষ ভাবতে লাগলেন।[৩]

ইমাম বুখারী 'সহীহ' (৩৫৮৪নং)এ জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ জুমআর দিন একটি বৃক্ষের উপর অথবা খেজুর বৃক্ষের একটি কান্ডের উপর খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়াতেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা অথবা পুরুষ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্য কি একটি মিম্বর বানিয়ে দেব?' নবী ﷺ বললেন, "তোমাদের ইচ্ছে হলে দিতে পারো।" অতঃপর তাঁরা একটি কাঠের মিম্বর বানিয়ে দিলেন। যখন জুমআর দিন এল, নবী ﷺ মিম্বরে বসলেন, তখন কান্ডটি শিশুর মতো চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল। নবী ﷺ মিম্বর থেকে নেমে এসে ওটাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু কান্ডটি শিশুর মতো আরো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বর্ণনাকারী বলেন, 'কান্ডটি এ জন্য কাঁদছিল, যেহেতু সে খুতবাকালে নিজ কাছে থেকে যিক্‌র শুনতে পেত।'

ইমাম হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) যখন উক্ত হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন, 'ওহে মুসলিমগণ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাতের আগ্রহে কাঠ গুনগুনিয়ে কেঁদে ওঠে! সুতরাং তোমরা এ কথার বেশি হকদার যে, তোমরা তাঁর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে।'[৪]

এই ভূমিকার পর এবার মূল বক্তব্যের দিকে যাই, যার শিরোনাম

([৩]) আল্লামা আলবানীর টীকা দ্রঃ সংক্ষিপ্ত শামায়েল মুহাম্মাদিয়াহ ১৯৭পৃঃ
([৪]) সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৪/৫৭০, সংক্ষিপ্ত তারীখে দিমাশ্‌ক ১/১৮৪

আপনারা শুনেছেন, 'সালাফিয়াত কী?'

এই স্থানে যখন বিষয়টির সকল দিক নিয়ে আলোচনা করার জন্য সময় পর্যাপ্ত নয়, তখন এর কয়েকটি পয়েন্ট নির্বাচন ক'রে আলোচনা শুরু করছি।

প্রথম পয়েন্ট ঃ 'সালাফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ

দ্বিতীয় পয়েন্ট ঃ পরিভাষায় 'সালাফ' কারা?

তৃতীয় পয়েন্ট ঃ 'সালাফে সালেহ'এর কতিপয় প্রতিনাম।

চতুর্থ পয়েন্ট ঃ সালাফিয়াতের অনুসরণ করা ও তার সাথে সম্বন্ধ জোড়ার বিধান

পঞ্চম পয়েন্ট ঃ সালাফ ও সালাফিয়াতের অনুসরণ করার মাহাত্ম্য

ষষ্ঠ পয়েন্ট ঃ সালাফী মানহাজের (মতাদর্শের) চিহ্ন ও পথ-নির্দেশিকা

সপ্তম পয়েন্ট ঃ উপক্রমণিকা, আর তাতে থাকবে আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত।

## প্রথম পয়েন্ট ঃ
## 'সালাফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ

সীন-লাম-ফা একটি ধাতু, যা আগে যাওয়া বা অগ্রণী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে।[৫]

তাই এই সালাফ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল ঃ

যে আগে গেছে বা অগ্রণী হয়েছে। এটি 'সালেফ' শব্দের বহুবচন। আর তার বহুবচন হয় আসলাফ, সুলূফ ও সুল্লাফ।

(৫) মু'জামু মাক্বায়িসিল লুগাহ, ইবনে ফারেস ৩/৯৫

আত্মীয় বা অন্য কিছুর আপনার প্রত্যেক পূর্ববর্তী ও অগ্রণীর জন্য উক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ থেকেই মহান আল্লাহর বাণী,

{فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ} (٥٦) سورة الزخرف

"পরবর্তীদের জন্য আমি ওদেরকে অতীত নমুনা ও দৃষ্টান্ত ক'রে রাখলাম।" (যুখরুফ ঃ ৫৬)

ইমাম বাগবী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে (৭/২১৮তে) উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেছেন, 'সালাফ হল বিগত বাপ-দাদাগণ। সুতরাং আমি তাদেরকে পূর্ববর্তী বা অতীত করলাম, যাতে পরবর্তীগণ তাদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

এই (গত হওয়ার) অর্থেই মহান আল্লাহর বাণী,

{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّـهَ كَـانَ غَفُـورًا رَّحِيمًـا}

(٢٣) سورة النساء

"(হারাম করা হয়েছে) দুই ভগিনীকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা গত হয়ে গেছে, তা (ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (নিসা ঃ ২৩)

অর্থাৎ, তোমাদের যে কর্ম গত হয়ে গেছে, তা ধর্তব্য নয়।

বলা বাহুল্য, ব্যতিক্রান্ত হল পাপটা, কর্মের বৈধতা নয়।

বলা হয়, অমুকের সম্মানীয় সলফ আছে। অর্থাৎ, অগ্রবর্তী বাপ-দাদা আছে।[৬]

অবশ্য হাফেয ইবনুল আষীর ও আল্লামা ইবনে মনযূর (সালাফের অর্থে) বয়স ও মর্যাদায় অগ্রবর্তী বা অগ্রণী হওয়ার ব্যাপারকে নির্দিষ্ট করেছেন।

(৬) (রাগেব আসফাহানী, মুফরাদাত ৪২০পৃঃ)

ইবনে মনযূর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'অনুরূপ সলফ হল, বাপদাদা ও আত্মীয়দের মধ্য থেকে যারা বয়স ও মর্যাদায় আপনার ঊর্ধ্বে, যারা আপনার অগ্রবর্তী হয়েছে (বা আপনার আগে গুজরে গেছে)। এই কারণে তাবেঈনদের পুরোভাগের প্রাথমিক দলকে 'সলফে সালেহ' বলে নামকরণ করা হয়েছে।[৭]

এই অর্থের প্রতি নির্দেশ করে বুখারী-মুসলিমের একটি হাদীস, যাতে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা কন্যা ফাতেমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এলে নবী ﷺ তাকে দেখে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, 'আমার কন্যার শুভাগমন হোক।' অতঃপর তিনি তাকে নিজের ডান অথবা বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তাকে কানে কানে গোপনে কিছু বললেন। ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জোরেশোরে কাঁদতে আরম্ভ করল। সুতরাং তিনি তার অস্থিরতা দেখে পুনর্বার তাকে কানে কানে কিছু বললেন। ফলে (এবার) সে হাসতে লাগল। (আয়েশা বলেন,) অতঃপর আমি ফাতেমাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মাঝে (তাদেরকে বাদ দিয়ে) তোমাকে গোপনে কিছু বলার জন্য বেছে নেওয়া সত্ত্বেও তুমি কাঁদছ?' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উঠে গেলেন, তখন আমি তাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বললেন?' সে বলল, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলে আমি ফাতেমাকে বললাম, 'তোমার প্রতি আমার অধিকার রয়েছে। তাই আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, তুমি আমাকে বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলেছিলেন?' সে বলল, 'এখন বলতে কোন অসুবিধা নেই।' আল্লাহর রসূল ﷺ প্রথমবারে কানাকানি করার সময় আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, "জিব্রাঈল عليه السلام প্রত্যেক বছর একবার ক'রে কুরআন শোনান। কিন্তু এখন তিনি দু'বার শুনালেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি যে, আমার মৃত্যু সন্নিকটে। সুতরাং তুমি (হে ফাতেমা!) আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো।

((فَإِنِّه نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ)).

কেননা, আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী।" সুতরাং আমি (এ কথা শুনে) কেঁদে ফেললাম, যা তুমি দেখলে। অতঃপর তিনি আমার অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার কানে কানে বললেন, "হে ফাতেমা! তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, মু'মিনদের নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে?" সুতরাং (এমন সুসংবাদ শুনে) আমি হাসলাম, যা তুমি দেখলে।' *(বুখারী ৬২৮৫, শব্দাবলী মুসলিমের ৬৪৬৭নং)*

হাফেয নাওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১৬/৭)এ নবী ﷺ-এর উক্তি

((فَإِنِّه نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ)).

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'সালাফ ঃ অগ্রগামী। এর অর্থ হল ঃ আমি তোমার পূর্বে গমনকারী, তুমি পরে আমার কাছে আগমন করবে।'

এ হল 'সলফ'এর আভিধানিক অর্থ।

---

(৭) লিসানুল আরাব ৯/১৫৯, ইবনুল আষীরের বক্তব্য দেখুন ঃ আন্-নিহায়াহ ২/৩৯০

## দ্বিতীয় পয়েন্ট ঃ

# পরিভাষায় 'সালাফ' কারা?

পূর্বে উক্ত হয়েছে, সলফের অর্থ হল, সেই ব্যক্তি, যে বয়স ও মর্যাদায় আপনার অগ্রগামী হয়েছে। এক্ষণে আমরা এই শব্দের পারিভাষিক অর্থ পেশ করব।

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন,

{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١٠٠) سورة التوبة

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা।" (তাওবাহ ঃ ১০০)

সহীহায়নে[৮] ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ)).

"সর্বোত্তম যুগ হল আমার (সাহাবীদের) শতাব্দী। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) শতাব্দী। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবে-তাবেয়ীনদের) শতাব্দী। অতঃপর এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যাদের একজনের কসমের আগে সাক্ষি হবে, আবার সাক্ষির আগে কসম হবে।" (শব্দাবলী বুখারীর)

সহীহ মুসলিম (২৫৩৬নং)এ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ লোকেরা সর্বশ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি বললেন, "আমি যে শতাব্দীতে আছি (তার লোকেরা)। অতঃপর দ্বিতীয়, অতঃপর তৃতীয়।"

এ বিষয়ে একাধিক হাদীস রয়েছে। বলা বাহুল্য, সূরা তাওবার উল্লিখিত আয়াত এবং উপর্যুক্ত হাদীস সাহাবাগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর তাঁরাই ছিলেন উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

আর এ কথায় কোন সন্দেহ ও সংশয় নেই যে, তাঁরাই হলেন মর্যাদা, ইল্ম ও ঈমানে আমাদের অগ্রগামী 'সলফ'।

### * কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

আর তা হল এই যে, ইবনে মাসঊদ, আয়েশা ও অন্যান্যের হাদীসে যে সময়কালের নির্দিষ্টীকরণ এসেছে, তা কি সলফের পারিভাষিক অর্থ নির্ধারণে যথেষ্ট?

অন্য কথায়, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যিনি উক্ত বর্কতময় সময়কালে জীবনধারণ করেছেন, তিনিই কি অনুসরণীয় সলফে সালেহ গণ্য হবেন?

### * উত্তর ঃ

মোটেই না। যেহেতু সময়ের অগ্রগামিতা সলফ নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং এর সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আরোপ আবশ্যক।

---

(৮) বুখারী ২৯৫২, মুসলিম ২৫৩৩নং

আর তা হল এই যে, তাঁর (আকীদাহ ও আমল) কিতাব, সুন্নাহ ও সাহাবা ﷺ-গণের বুঝ অনুযায়ী হবে।

বলা বাহুল্য, আমরা দেখতে পাই, সুন্নাহর ইমামগণ উক্ত পরিভাষায় শর্তারোপ ক'রে বলেন, 'সলফে সালেহ।'

এর মাধ্যমে সলফে ত্বালেহ (মন্দ) মানুষ বের হয়ে যায়, যারা সম-সাময়িককালে জীবনধারণ করেছে, কিন্তু সাহাবাগণের বুঝ, কর্মপদ্ধতি ও মতাদর্শের অনুসারী ছিল না।

কথায় আছে, 'বাস্তব উত্তম সাক্ষী।' ক্বাদারিয়্যাহ ফির্কা সাহাবাগণের একটি জামাআত থাকাকালে প্রকাশ লাভ করেছে। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-এর হাদীস ও তাঁর উক্ত ফির্কা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা সুপ্রসিদ্ধ। আর তা সহীহ মুসলিমের (ভূমিকার পর) প্রথম হাদীস।

তদনুরূপ বিদ্রোহী খাওয়ারিজ ফির্কা আলী ও অন্যান্য সাহাবাগণ ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করেছে। উক্ত ফির্কা আবির্ভূত হয়েছিল সাহাবাগণের সামনে। যাদের সাথে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ প্রসিদ্ধ মুনাযারা (তর্কালোচনা) করেছিলেন, যা হাকেম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং অন্যান্যগণ[৯] সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

খাওয়ারিজরা যে ভ্রষ্টতায় ছিল, তার প্রমাণ দিয়ে ইবনে আব্বাস ﷺ তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা লক্ষ্য কর, তোমাদের দলে তাঁদের (অর্থাৎ সাহাবাদের) কোন একজনও নেই।'

আর সেটাই ছিল তাদের ভ্রষ্টতা বর্ণনার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ।

---

([৯]) মুস্তাদরাক ২/ ১৫০, আহমাদ ৬৫৬নং, বাইহাক্বীর কুবরা ৮/ ১৭৯, আহমাদের ইসনাদকে ইমাম ইবনে কাষীর 'আল-বিদায়াহ অন্-নিহায়াহ' গ্রন্থে 'সহীহ' বলেছেন। দ্রঃ ইরওয়া ২৪৫৯নং

বুঝা গেল, সময়ের অগ্রগামিতা কোন মানুষের 'সলফে সালেহ' হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় ( ১/ ১৬)তে আলী বিন শাক্বীক্ব (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন মুবারককে লোকেদের সামনে বলতে শুনেছি, 'আম্র বিন সাবেতের হাদীস বর্জন কর। কারণ সে সলফকে গালি দিত।

আমি বলি, এখানে 'সলফ' বলতে উদ্দেশ্য কেবল সাহাবাগণ ﷺ, অন্য কেউ নন।

পরিভাষায় সালাফিয়াহর অর্থ একাধিক উলামা বর্ণনা করেছেন।

যেমন আহলুস সুন্নাহর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহু ওয়া রাযিয়া আনহু) তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তিকা 'উসূলুস সুন্নাহ'তে বলেছেন, 'আমাদের নিকট সুন্নাহর মৌলিক নীতি হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণ যে বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং তাঁদের অনুগমন করা।'

আল্লামাহ সাফারীনী (রাহিমাহুল্লাহ) 'লাওয়ামিউল আনওয়ার' ( ১/২০)এ বলেছেন, 'সলফদের মযহাব বলতে উদ্দেশ্য হল, 'যে আদর্শের উপর সাহাবায়ে কিরাম ﷺ, নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারী প্রধান প্রধান তাবেঈনগণ, তাঁদের অনুসারী তাবে' তাবেঈনগণ, দ্বীনের সেই ইমামগণ, যাঁদের ইমাম হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষি দেওয়া হয়েছে, দ্বীনে তাঁদের বিশাল মর্যাদা বিদিত হয়েছে এবং তাঁদের বাণীকে সলফ থেকে খলফগণের বর্ণনা-সূত্রে মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছে।

তারা নয়, যাদেরকে বিদআতী আখ্যায়িত করা হয়েছে অথবা যারা অসন্তোষজনক খেতাব নিয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছে। যেমন খাওয়ারিজ, রাওয়াফিয, ক্বাদারিয়্যাহ, মুরজিআহ, জাবারিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ,

মু'তাযিলাহ, কার্রামিয়্যাহ প্রভৃতি।'

আমাদের (উস্তায) শায়খ আল্লামা মুহাম্মাদ আমান (রাহিমাহুল্লাহু ওয়া গাফারা লাহ) তাঁর বিশাল গ্রন্থ 'আস-সিফাতুল ইলাহিয়্যাহ ফী য়াওইল কিতাবি অস্-সুন্নাহ' (৫৭পৃঃ)তে বলেছেন, 'যখন সালাফ শব্দ বলা হয়, তখন পরিভাষায় আমাদের উদ্দেশ্য হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণ, যাঁরা তাঁর যুগে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে এই দ্বীনকে তার মুখ্য ও গৌণ সকল বিষয়ে তরতাজা রূপে সরাসরি গ্রহণ করেছেন। যেমন এই পরিভাষায় প্রবিষ্ট হবেন তাবেঈনগণ, যাঁরা দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই তাঁদের ইলমের উত্তরসূরি হয়েছেন। যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষ্য ও প্রশংসার অন্তরভুক্ত, যাতে তিনি তাঁদেরকে 'শ্রেষ্ঠ মানব' বলে অভিহিত করেছেন। (এরপর লেখক উপর্যুক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।) যেমন পরিভাষায় শামিল তাবে' তাবেঈনগণও।

'সালাফ' একটি পারিভাষাগত শব্দ। আর এই পরিভাষা তখন প্রকাশ ও প্রসিদ্ধি লাভ করল, যখন দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহে কালামিয়্যাহ ফির্কাগুলির মাঝে মতভেদ ও কলহ প্রকাশ ও চলমান হল এবং সকলেই সালাফের প্রতি সম্পর্ক জোড়ার প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। (সবাই নিজেকে সালাফী বলে দাবী করতে লাগল।) প্রচার করতে লাগল যে, যে মতাদর্শে সে বিশ্বাসী আছে, সেটাই হল সেই মতাদর্শ, যার উপর সাহাবাগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে এমন কিছু মৌলনীতি, মূলসূত্র বা নিয়ম-কায়েদা প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন, যার চিহ্ন হবে সুস্পষ্ট এবং সালাফী অভিমুখে সুদৃঢ়। যাতে যে সকল ব্যক্তি তাঁদের অনুগমন করতে চায় এবং তাঁদের পদ্ধতি অনুসারে পথ চলতে চায়, তাদের নিকট বিষয়টি তালগোল পেকে না যায়।'

অন্যস্থলে তিনি বলেছেন, 'বিগত আলোচনায় স্পষ্ট হল যে, সালাফিয়াহর ব্যবহারিক অর্থ একটি পরিভাষায় পরিণত হয়েছে, যা সেই তরীকাকে বলা হয়, যা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের অগ্রণী দল (সাহাবা)দের এবং তাঁদের, যাঁরা ইল্ম অর্জনে, তার বোঝার ক্ষেত্রে, তার প্রতি দাওয়াতী প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের অনুগমন করেন। সুতরাং তার অর্থ কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা বোঝা আবশ্যক যে, তা হল মানব-জীবন চলা-অবধি চলমান অর্থ। আর এটাও বোঝা আবশ্যক যে, 'ফির্কাহ নাজিয়াহ' (পরকালে পরিত্রাণ লাভকারী দল) কেবল হাদীস ও সুন্নাহ উলামাদের মাঝে সীমাবদ্ধ এবং তাঁরাই হলেন এই মানহাজ (মতাদর্শ)এর অধিকারী। যে ফির্কাহ কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে, যা নবী ﷺ-এর হাদীস থেকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেছেন,

« لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى مَنصُورِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّه ».

"আমার উম্মতের মধ্যে এক দল চিরকাল হক (সত্যের) উপর সাহায্যপ্রাপ্ত (বিজয়ী) থাকবে, আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত) আসা পর্যন্ত, যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।"

আমি (লেখক) বলি, (শায়খ রাহিমাহুল্লাহ) যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তা বুখারী-মুসলিমে মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক বর্ণিত।

বলা বাহুল্য, বিগত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, সালাফের পারিভাষিক অর্থ হল, সাহাবা ও তাবেঈনগণ এবং তাঁরাও, যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুগমন করবেন, তাঁদের তরীকায় চলমান থাকবেন এবং তাঁদের পদাঙ্কানুসরণ করবেন।

## তৃতীয় পয়েন্ট ঃ
## ‘সালাফে সালেহ’এর কতিপয় শরয়ী প্রতিনাম

একাধিক আহলে ইল্‌মের বাণী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা সলফদের অন্য আরো নাম ব্যবহার করেছেন, যা উক্ত মহৎ নামেরই অর্থ নির্দেশ করে। অবশ্য তাতে এ কথা বোঝা সঠিক নয় যে, সেগুলির আপোসে মত-পার্থক্য আছে। বরং অর্থের দিক থেকে সকল নামই পরিপূর্ণভাবে অভিন্ন। আর সে সকল নামের উৎপত্তি এমন স্পষ্ট উক্তিসমূহ থেকে হয়েছে, যা তার প্রতি নির্দেশ বহন করে।

সুতরাং ‘সালাফ’ এর নামসমূহের কতিপয় নাম হল ঃ

- আহলুস সুন্নাতি ওয়াল-জামাআহ
- আহলুল হাদীস
- আহলুল আষার
- ফির্কাহ নাজিয়াহ
- তায়েফাহ মানসূরাহ
- গুরাবা

### * আহলুস সুন্নাতি ওয়াল-জামাআহ

এর ব্যাপারে ইমাম সুফিয়ান সওরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘যখন তোমার কাছে প্রতীচ্য দেশে কোন একজন এবং প্রাচ্যের দেশে অন্য একজন সাহেবুস সুন্নাহ (সুন্নাহপন্থী) ব্যক্তি সম্বন্ধে খবর পৌঁছে, তাহলে তাদের নিকট সালাম পাঠাও এবং তাদের জন্য দুআ কর। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ কতই না অল্প!’[১০]

শায়খুল ইসলাম আহমাদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়্যাহ হার্রানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “বিদআত যেমন বিচ্ছিন্নতার সাথে সংযুক্ত, তেমনই সুন্নাহ জামাআহর সাথে সংযুক্ত। তাই বলা হয়, ‘আহলুস সুন্নাতি ওয়াল-জামাআহ, যেমন বলা হয়, ‘আহলুল বিদআতি ওয়া-ফুরক্বাহ।”[১১]

তিনি অন্য এক জায়গায় আহলুস সুন্নাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘যারা আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাত এবং (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণ এবং যেসব লোক সরল অন্তরে তাঁদের অনুগামী হয়েছেন, তাঁরা যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন, তা সুদৃঢ়ভাবে ধারণকারী।’[১২]

তিনি আরো বলেছেন, ‘আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের মযহাব পুরনো মযহাব। যা আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদকে আল্লাহর সৃষ্টি করার পূর্বেই পরিচিত ছিল। যেহেতু তা হল সেই সাহাবার মযহাব, যাঁরা তা তাঁদের নবীর নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। যে ব্যক্তি এ মযহাবের বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে আহলে সুন্নাহর নিকট ‘বিদআতী’ গণ্য হবে।[১৩]

---

(১০) শারহু উসূলি ই’তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ, লালকাঈ ৫০নং
(১১) আল-ইস্তিক্বামাহ ১/৪২
(১২) মাজমূউ ফাতাওয়া ৩/৩৭৫
(১৩) মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ ২/৬০১, মাজমূউ ফাতাওয়া ২৪/২৪১

## * আহলুল হাদীস (আহলে হাদীস) বা আহলুল আষার (আহলে আষার)

এ নামও (পূর্ববর্তী) উলামাগণের উক্তিতে বর্তমান ছিল---যেমন আমি বলেছি। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম আহমাদ, বুখারী প্রমুখের উক্তিতে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'সলফ, আহলে হাদীস, সুন্নাহ ও জামাআহর মযহাব হল-----।'[১৪]

অতঃপর তিনি তাঁদের মযহাব উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে আহলে হাদীস, সুন্নাহ ও জামাআহ' নামে অভিহিত করেছেন।

হাফেয ইমাম আবূ হাতেম রাযী বলেছেন, 'আহলে বিদআহ (বিদআতী)দের লক্ষণ হল, আহলে আষারের নিন্দা করা।'[১৫]

খত্বীব (রাহিমাহুল্লাহ) 'শারাফু আসহাবিল হাদীস' (৭৩পৃঃ)তে সহীহ সূত্রে আহমাদ বিন সিনান আল-ক্বাত্ত্বান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদআতী নেই, যে আহলে হাদীসকে ঘৃণা করে না। যেহেতু যখনই কোন ব্যক্তি বিদআতী হয়, তখনই হাদীসের মিষ্টতা তার হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।'

এই নামকরণের কারণ বর্ণনায় হাফেয লালকাঈ বলেছেন, 'অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যখন কোন মযহাবের বিশ্বাসী হয়, তখন যে উক্তি সে নতুন উদ্ভাবন করেছে, তার প্রতি নিজের সম্পর্ক জুড়ে নেয় এবং নিজের রায়ের উপরই নির্ভরশীল হয়। কিন্তু আসহাবুল হাদীসের উক্তি-ওয়ালা হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাঁরা তাঁরই প্রতি নিজেদের সম্পর্ক জুড়ে থাকেন, তাঁরই ইল্‌মের উপর নির্ভরশীল হন, তাঁরই ইল্‌মের দলীল গ্রহণ ক'রে থাকেন, তাঁরই ইল্‌মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁরই ইলমের রায়ের অনুসরণ করেন, এ নিয়েই তাঁরা গর্ববোধ করেন, তাঁরই নৈকট্য লাভ ক'রে তাঁরা তাঁর সুন্নাহর দুশমনদের উপর আক্রমণ হানেন। সুতরাং উল্লেখযোগ্য মর্যাদায় তাঁদের সমতুল্য কে হবে এবং গর্বের ময়দানে ও নামের উচ্চতায় কে তাঁদের মোকাবিলা করবে? যেহেতু তাঁদের নাম কিতাব ও সুন্নাহর অর্থ থেকে সংগৃহীত। এ নাম কিতাব ও সুন্নাহতে পরিব্যপ্ত। যেহেতু তাঁরাই কিতাব ও সুন্নাহকে বাস্তবায়ন করেন। অথবা তাঁরা উভয়কে গ্রহণ করার ব্যাপারে পৃথক বৈশিষ্ট্য রাখেন। সুতরাং তাঁরা আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত 'হাদীস'-এর সাথে সম্পর্ক জোড়ার মাঝেই ঘোরাঘুরি (গমনাগমন) করেন। হাদীসের কথা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ} (٢٣) سورة الزمر

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম 'হাদীস' (বাণী) সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ।" (যুমার ঃ ২৩)

আর তা হল কুরআন। সুতরাং তাঁরা কুরআনের ধারক ও বাহক, তাঁরাই কুরআন-ওয়ালা এবং তার ক্বারী ও হাফেয (পাঠক ও স্মৃতিস্থকারী)।

আবার তাঁরাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের প্রতি সম্পর্ক জোড়েন। সুতরাং তাঁরাই তার বর্ণনাকারী ও বহনকারী। অতএব নিঃসন্দেহে (হাদীসের) উভয় অর্থ তাঁদের মাঝে পাওয়ার ফলে তাঁরাই এ নামের

---

(১৪) মাজমূউ ফাতাওয়া ৪/৯৫

(১৫) আকীদাতুস সালাফ আসহাবিল হাদীস, স্বাবূনী ১০৫পৃঃ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ, লালকাঈ ১/১৭৯

হকদার হন। যেহেতু আমরা প্রত্যক্ষ করছি, লোকেরা কিতাব ও সুন্নাহ তাঁদের নিকট থেকেই সংগ্রহ করছে এবং তাঁদেরই শুদ্ধীকরণের উপর সকল মানুষ ভরসা রাখছে---।'[১৬]

শায়খুল ইসলাম বলেছেন, 'আহলে হাদীস বলতে আমাদের উদ্দেশ্য তাঁরা নন, যাঁরা কেবল হাদীস শ্রবণ, লিখন ও বর্ণনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেন। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যিনি বেশি যত্নের সাথে হাদীস হিফ্য করবেন, চিনবেন, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকভাবে বুঝবেন এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকভাবে অনুসরণ করবেন। অনুরূপ আহলে কুরআনও (সেই ব্যক্তি)।'[১৭]

## * ফির্কাহ নাজিয়াহ ও তায়েফাহ মানসূরাহ

এই নামকরণ এসেছে প্রসিদ্ধ হাদীস, ফির্কাবন্দীর হাদীসে,

((إنّ بَنِي إسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ على إحْدَى وسَبْعِينَ فِرْقَـةً وإنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ على ثِنْتَيْنِ وسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّها فِي النَّارِ إلاَّ واحِدَةً وهِيَ الجَماعَةُ)).

"নিশ্চয় বানী ইসরাঈল ৭১ ফির্কায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭২ ফির্কায়; এদের মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলিই হবে জাহান্নামী। আর ঐ ফির্কাটি হল (আহলে) জামাআত।"[১৮]

---

([১৬]) শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ১/২৩-২৪

([১৭]) মাজমূউ ফাতাওয়া ৪/৯৫, আরো দ্রঃ লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারীনী ১/৬৪

([১৮]) ইবনে মাজাহ ৩৯৯৩, সিঃ সহীহাহ ২০৪, ১৪৯২নং, হাদীসটির পরিপূর্ণ তাহক্বীক ভাই আহমাদ সরদারের মাস্টার্স থীসিস 'আল-মাবাহিযুল আক্বাদিয়্যাহ ফী হাদীসি ইফতিরাক্বিল উম্মাহ' দ্রষ্টব্য। এটি মদীনা ইউনাভার্সিটির ইলমী গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত। (এর অন্য বর্ণনায় ৭৩ ফির্কার কথা আছে।)

হাদিসটি প্রসিদ্ধ ও সহীহ-শুদ্ধ। যাঁরা এটিকে দুর্বল প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের কথা ভিন্ন।

অনুরূপ পূর্বে উল্লিখিত মুআবিয়া ﷺ-এর হাদীসে এসেছে,

« لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى مَنصُورِينَ عَلَى الْحَقِّ.....».

"আমার উম্মতের মধ্যে একটি তায়েফাহ (দল) চিরকাল হক (সত্যের) উপর (মানসূর) সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে---।"

হাফেয লালকাঈ বলেন,[১৯] 'সুতরাং তা হল তায়েফাহ মানসূরাহ (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) ও ফির্কাহ নাজিয়াহ (পরিত্রাণ লাভকারী দল), পথপ্রাপ্ত গোষ্ঠী, সুন্নাহকে সুদৃঢ়তার সাথে ধারণকারী ন্যায়পরায়ণ জামাআত। পাঠক---আল্লাহ আপনার হিফাযত করুন! প্রণিধান করুন এই উচ্চ পর্যায়ের মহৎ গুণাবলীতে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) 'আল-আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বিয়াহ' পুস্তিকার ভূমিকায় বলেছেন, 'অতঃপর এ হল ফির্কাহ নাজিয়াহ, কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত (মানসূরাহ) সাহায্যপ্রাপ্ত আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর বিশ্বাস।'

আমাদের শায়খদের শায়খ আল্লামা হাফেয হাকামী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর উপকারী গ্রন্থ 'মাআরিজুল ক্বাবূল' (১/১৯)এ বলেছেন, 'সত্যবাদী সত্যায়িতের খবরে এসেছে যে, ফির্কাহ নাজিয়াহ হল, যারা তিনি ও তাঁর সাহাবা যে মতাদর্শের উপর ছিলেন, তার অনুরূপ মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'

---

([১৯]) শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ অলজামাঅহ ১/২৪

## * গুরাবা

(গারীবের বহুবচন গুরাবা। গারীব বলা হয় কোন বিরল, উদ্ভট, বহিরাগত বিদেশী অজানা-অচেনা মানুষকে। ---অনুবাদক)

কোন সুন্নীর জন্য সহীহ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ গুরাবার হাদীস অবিদিত নয়।

« بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ».

"নিশ্চয় ইসলাম (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে শুরুতে আগমন করেছে এবং অনুরূপ অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়েই ভবিষ্যতে প্রত্যাগমন করবে, যেমন শুরুতে আগমন করেছিল। সুতরাং সুসংবাদ ঐ (প্রবাসীর মতো) 'গুরাবা' লোকেদের জন্য।"[২০]

ইমাম সুফিয়ান সওরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আহলে সুন্নাহর জন্য কল্যাণকামী হও। কারণ তাঁরা হলেন গুরাবা।'[২১]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) 'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থে গুরাবার হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'মুসলিমদের মাঝে মু'মিনগণ গুরাবা। মু'মিনদের মাঝে আহলে ইল্মগণ গুরাবা। তাঁদের মধ্যে আহলে সুন্নাহ, যাঁরা সুন্নাহকে খেয়ালখুশি ও বিদআত থেকে পৃথক করেন, তাঁরা গুরাবা। সুন্নাহর দিকে আহবানকারিগণ এবং বিরোধীদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণকারিগণ তাঁদের মধ্যে বেশি গুরাবা। কিন্তু তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ-ওয়ালা। সুতরাং তাঁদের মধ্যে গুরবাত (গুরাবার অবস্থা) নেই। আসলে তাঁদের গুরবাত হল সেই সংখ্যগুরুদের মাঝে, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ} (١١٦) الأنعام

"আর যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত ক'রে দেবে। (আন্আম ঃ ১১৬)

সুতরাং তারাই হল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর দ্বীনের ক্ষেত্রে গুরাবা। আর তাদের গুরবাত হল নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক সৃষ্টিকারী। যদিও তারা (মানব সমাজে) পরিচিত উল্লেখযোগ্য---।'

## * প্রকৃত গুরবাত

প্রকৃত গুরবাত হল, এই সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ-ওয়ালা ও তাঁর রসূলের সুন্নাত-ওয়ালাদের গুরবাত। এ হল সেই গুরবাত, যার গুরাবাদের প্রশংসা করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর আনীত দ্বীনের বিষয়ে অবহিত করেছেন যে, গারীব (প্রবাসীর মতো অজানা-অচেনা) অবস্থায় তার সূচনা হয়েছে। আর তা ঐভাবেই ফিরে যাবে, যেভাবে তার সূচনা হয়েছে। তার অবলম্বীরা হবে গুরাবা। অবশ্য এই গুরবাত এমন হতে পারে যে, কোন স্থানে থাকবে, কোন স্থানে থাকবে না। কোন কালে থাকবে, কোন কালে থাকবে না, কোন জাতির মধ্যে থাকবে, কোন জাতির মধ্যে থাকবে না। কিন্তু এই শ্রেণীর গুরাবাগণ প্রকৃত আল্লাহ-ওয়ালা। যেহেতু তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশ্রয় নেয় না, তাঁর রসূল ছাড়া অন্যের সাথে সম্পর্ক জোড়ে না এবং তাঁর আনীত বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর দিকে আহ্বানও করে না।

নবী ﷺ যে গুরাবাদের ঈর্ষা প্রকাশ করেছেন, তাদের কিছু গুণাবলী হল, লোকেরা যখন সুন্নাহর ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে, তখন তারা সুন্নাহকে মজবুত ক'রে ধারণ করে। লোকেরা যা (বিদআত) উদ্ভাবন করে, তারা তা বর্জন করে; যদিও সেটা তাদের নিকট ভালো বলে পরিচিত।

---

(২০) সহীহ মুসলিম ৩৮৯নং, এ মর্মে আরো বহু হাদীস আছে, যথাস্থানে তা দ্রষ্টব্য।
(২১) শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ, লালকাঈ ১/৪৯নং/৯৪

তাওহীদ বাস্তবায়ন করা; যদিও অধিকাংশ লোকে তা করতে অস্বীকার করে।

তারাই হল প্রকৃতপ্রস্তাবে হাতের মুঠোয় অঙ্গার ধারণকারী। অথচ অধিকাংশ মানুষ বরং সকল মানুষই তাদেরকে ভর্ৎসনা করে। এই জগৎসংসারে তাদের গুরবাত (বা বিরলতা)র কারণে সকলেই তাদেরকে বিরলপন্থী, বিদআতী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জন-মানব থেকে বিচ্ছিন্ন গণ্য ক'রে থাকে। বরং সেই প্রকৃত ইসলাম, যার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবা ﷺগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তা তার প্রাথমিক প্রকাশকাল অপেক্ষা বর্তমানে বেশি বিরল হয়ে গেছে। যদিও তার প্রকাশ্য নিদর্শন ও রেখাচিহ্ন সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। বলা বাহুল্য, প্রকৃত ইসলাম অনেক বিরল। আর তার অবলম্বীরা মনুষ্যসমাজে সবচেয়ে বেশি গুরাবা।'

## চতুর্থ পয়েন্ট ঃ
## সালাফিয়াতের অনুসরণ করা ও তার সাথে সম্বন্ধ জোড়ার বিধান

এ ব্যাপারে বলি, প্রত্যেক মুসলিম ফরয-নফল নামাযের সময় ক্বিবলার দিকে মুখ ক'রে থাকে। আর নিশ্চয় তাতে জরুরী ভিত্তিতে সূরা ফাতেহা পাঠ ক'রে থাকে। যেহেতু এটা হল নামাযের অন্যতম রুকন (স্তম্ভ)। তাতে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণী,

{اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ}

"আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।"

অর্থাৎ, নামাযী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ক'রে থাকে, তিনি যেন তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু কী সে সরল পথ, যা আমরা আল্লাহর নিকট তার প্রাপ্তি কামনা করি?

উত্তর ঃ এর অর্থে আহলুল ইল্মগণের বক্তব্য প্রায় কাছাকাছি। আপনার জন্য ইমাম আবুল আলিয়াহ আর-রিয়াহী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সারসংক্ষেপ পেশ করেছেন।

ইমাম ইবনে জারীর তাঁর তফসীর গ্রন্থে হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হামযাহ বিন মুগীরাহ বলেছেন, একদা আমি আবুল আলিয়াহকে মহান আল্লাহ বাণী,

{اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ}

"আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।"

এর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, '(সরল পথ হল) রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর পরে তাঁর দুই সাহাবী আবূ বাক্র ও উমার।'

অতঃপর আমি হাসানের নিকট এসে এ কথা বলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার মত কী?' তিনি বললেন, 'সত্য বলেছেন ও উপদেশ দিয়েছেন।

(প্রিয় পাঠক!) আপনি কি চান, আল্লাহ আপনাকে 'সরল পথ' দেখান? তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ এবং তাঁর সাহাবাগণের সুন্নাহ অবলম্বন করুন। তাঁর সাহাবাগণের তরীকায় চলুন। যাঁদের মস্তকে রয়েছেন খুলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের মস্তকে রয়েছেন আবূ বাক্র ও উমার ﷺ।

ইমাম ইবনে কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থ 'যাম্মুত তা'বীল' (৩৮পৃঃ)তে বলেন, 'যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁর পথে চলমান ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহর সরল পথে চলমান হবে। তাই আমাদের জন্য আবশ্যক, তাঁর অনুসরণ

করা। সেখানে থামা, যেখানে তিনি থেমেছেন। সেই বিষয়ে নীরব থাকা, যে বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন।'

শায়খুল ইসলাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) 'বাদাইউল ফাওয়াইদ' গ্রন্থে (২/৪০এ) বলেন, 'বিশ নং মাসআলাহ ঃ স্বিরাতে মুস্তাক্বীম (সরল পথ) কী? আমরা এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করব। যেহেতু এ ব্যাপারে লোকেদের বক্তব্য ভিন্ন-ভিন্ন। আর তার প্রকৃতত্ব একটি জিনিস, আর তা হল ঃ

আল্লাহর পথ, যা তিনি রসূলগণ প্রমুখাৎ নিজ বান্দাদের জন্য স্থাপন করেছেন। সেই পথকে তিনি বান্দাদের জন্য নিজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পথ করেছেন। সুতরাং সেই পথ ছাড়া তাঁর কাছে পৌঁছনোর কোন ভিন্ন পথ নেই। বরং সেই পথ ছাড়া সকল পথ বন্ধ।[২২]

আর তা হল একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং একমাত্র তাঁর রসূলেরই অনুসরণ করা। সুতরাং তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না এবং তাঁর রসূলের অনুসরণে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। বলা বাহুল্য, খাঁটিভাবে তওহীদ অবলম্বন করতে হবে এবং খাঁটিভাবে রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করতে হবে।

সংক্ষেপে উল্লিখিত বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবা ﷺগণের পথ অবলম্বন করার বিধান কী?

উত্তর হল, ওয়াজেব, অপরিহার্য।

এ বিধানের ভূরিভূরি দলীল-প্রমাণ কিতাব ও সুন্নাহতে রয়েছে, প্রণিধান করলে (প্রাপ্ত হবেন)।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর অনন্য গ্রন্থ (ই'লামুল

(২২) (সেই পথ ছাড়া অন্য কোন পথই তাঁর কাছে পৌঁছেনি। যেহেতু এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দু পর্যন্ত কেবল একটাই সরল রেখা টানা সম্ভব।---অনুবাদক)

মুওয়াক্কিঈন ৪/১২৩-১৫৯)এ সলফ ও সাহাবাগণের অনুসরণ ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে একটি উপকারী অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। আমরা (সেখান হতে পাঠকের খিদমতে) কিছু দলীল পেশ করব।

এক ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (١٥) سورة لقمان

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার অংশী (শির্ক) করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস কর এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করব।" *(লুক্বমান ঃ ১৫)*

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ঃ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,[২৩] 'এ হল সূক্ষ্ম ফিক্হ (সমঝ), যা ধৈর্যশীলগণ ব্যতীত অন্য কেউ প্রাপ্ত হন না। তিনি বলেছেন, 'সমস্ত সাহাবাগণই মহান আল্লাহর অভিমুখী ছিলেন। তাই তাঁদের পথ অবলম্বন করা ওয়াজেব। আর তাঁদের উক্তি, কর্ম এবং বিশ্বাস তাঁদের বৃহত্তম পথেরই অন্তর্ভুক্ত।

আর তাঁরা যে আল্লাহ-অভিমুখী, তার প্রমাণ হল, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে ইসলামের জন্য হিদায়াত করেছেন। পরন্তু তিনি বলেছেন,

(২৩) ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/১৩০

{وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ} (١٣) سورة الشورى

"যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি হিদায়াত করেন।" *(শূরা ঃ ১৩)*

দুই ঃ মহান আল্লাহর বাণী,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّـهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (١٠٨) سورة يوسف

"তুমি বল, 'এটাই আমার পথ। আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করি সজ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারিগণও। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (ইউসুফ ঃ ১০৮)

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ঃ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,[২৪] 'আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা অবহিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করেছে, সে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে সজ্ঞানে দাওয়াত দেয়, তার অনুসরণ করা ওয়াজেব হয়ে যায়। যেহেতু মহান আল্লাহ জ্বিনদের কথা উদ্ধৃত করেছেন এবং তা পছন্দ করেছেন, সেখানে তিনি বলেছেন,

{يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ} (٣١) سورة الأحقاف

"হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।" (আহক্বাফ ঃ ৩১)

আর যেহেতু যে ব্যক্তি সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সে আসলে হক জেনে তার দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহর আহকামের দিকে আহ্বান করাই হল আল্লাহর দিকে আহ্বান করা।

(২৪) ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/ ১৩০- ১৩১

যেহেতু তা হল তিনি যা আদেশ ও নিষেধ করেছেন, তাতে তাঁর আনুগত্য করার দিকে আহ্বান। তাহলে সাহাবা ﷺগণ রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করেছেন। তাই তাঁরা যখন আল্লাহর দিকে আহ্বান করবেন, তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজেব হবে।'

তিন ঃ মহান আল্লাহর বাণী,

{وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (١٠١) سورة آل عمران

"যে আল্লাহকে অবলম্বন করবে, সে অবশ্যই সরল পথ পাবে।" (আলে ইমরান ঃ ১০১)

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ঃ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,[২৫] 'উক্ত আয়াত থেকে দলীল এইভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁকে অবলম্বনকারীদের ব্যাপারে খবর দিয়েছেন যে, তারা হকপথ প্রাপ্ত। সুতরাং আমরা বলি, সাহাবা ﷺগণ আল্লাহকে অবলম্বনকারী, বিধায় তাঁরা সরল পথপ্রাপ্ত। অতএব তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজেব।'

চার ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (١١٥) سورة النساء

"আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মু'মিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!"

(২৫) ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/ ১৩৪

(নিসা ঃ ১১৫)

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ঃ

ইমাম ইবনে কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,[২৬] 'সুতরাং যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, সে আখেরাতে সলফগণের সাথী হবে এবং তাঁরা যে জান্নাত ও সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতি সেও লাভ করবে, তার উচিত, সরল মনে তাঁদের অনুসরণ করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ গ্রহণ করবে, সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উক্ত বাণীর ব্যাপকতায় প্রবেশ করবে।' অতঃপর তিনি সূরা নিসার এই আয়াত উল্লেখ করেছেন।

তিনি উক্ত গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে বলেছেন, 'দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সলফের অনুসরণ করা ওয়াজেব, তার বর্ণনা। তাঁদের মযহাব অবলম্বন করা এবং তাঁদের পথের পথিক হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ। কিতাব, সুন্নাহ ও ইমামগণের উক্তি থেকে তার বিবরণ।'[২৭]

অতঃপর উক্ত অধ্যায়ে দলীল উল্লেখ ক'রতে গিয়ে বলেছেন, 'কিতাব থেকে দলীল হল---' তারপর তিনি সূরা নিসার উক্ত আয়াত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, 'সুতরাং তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির হুমকি দিয়েছেন, যারা তাঁদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে তাঁদের অনুসারীদেরকে তিনি সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন,

{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ

(২৬) 'যাম্মুত তা'বীল' ৭পৃঃ

(২৭) 'যাম্মুত তা'বীল' ২৬পৃঃ

رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١٠٠) سورة التوبة

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা।" (তাওবাহ ঃ ১০০)

বলা বাহুল্য, নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারীদেরকে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে প্রতিশ্রুতি তিনি তাঁদেরকে দিয়েছেন, আর তা হল তাঁর সন্তুষ্টি, তাঁর জান্নাত ও মহা সাফল্য।

পাঁচ ঃ ইরবায বিন সারিয়াহর প্রসিদ্ধ হাদীসে নবী ﷺ-এর বাণী,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة )).

"সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।"

হাদীসটিকে সুনান-প্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন। আর সেটা সহীহ হাদীস।[২৮]

(২৮) আবু দাউদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২-৪৩নং, আহমাদ ৪/ ১২৬, ইবনে হিব্বান (ইহসান) ৫নং প্রমুখ, তিরমিযী বলেছেন, 'হাসান-

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ঃ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,[২৯] 'সুতরাং (নবী ﷺ) নিজের সুন্নাহর সাথে তাঁর খলীফাগণের সুন্নাহকে সংযুক্ত করেছেন এবং তার অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন; যেমন নিজের সুন্নাহকে অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। পরন্তু তার অনুসরণ করার ব্যাপারে অধিক তাকীদ করেছেন। এমনকি তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন! আর তাঁদের সুন্নাহ বলতে তাঁদের দেওয়া ফতোয়া এবং উম্মতের জন্য তাঁদের চালুকৃত রীতিও শামিল।'

ইমাম ইবনে কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,[৩০]

'সুতরাং তিনি তাঁর খলীফাগণের সুন্নাহকে ধারণ করার আদেশ দিয়েছেন, যেমন নিজের সুন্নাহকে ধারণ করার আদেশ দিয়েছেন। সেই সাথে অবহিত করেছেন যে, নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ বিদআত ও ভ্রষ্টতা। আর তা হল সেই কর্ম, যাতে না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করা হয়েছে, আর না-ই তাঁর সাহাবাগণের সুন্নাহর অনুসরণ করা হয়েছে।'

## আলোচ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উদ্ধৃতি

এক ঃ ইমাম উষমান বিন সাঈদ দারেমী তাঁর বিশাল কিতাব 'আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ' (২০৯-২১০নং, ১০৬-১০৭পৃঃ)তে মহান আল্লাহর দর্শন সম্বন্ধে জাহমীদের উক্তি 'আমরা এই আষার (সাহাবীর উক্তি ও আমল) গ্রহণ করি না এবং তা দলীলও মনে করি না'---এর খন্ডন করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি বললাম, ঠিক আছে, আর আল্লাহর কিতাবও গ্রহণ করো না। কী মনে কর তোমরা, যদি তোমরা আষার গ্রহণ না কর? তোমরা কি সন্দেহ কর যে, তা সলফ থেকে বর্ণিত, তাঁদের নিকট থেকে আগত, তাঁদের মাঝে বহুল প্রচলিত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁরা তাঁদের উলামা ও ফুক্বাহার নিকট থেকে উত্তরাধিকারী হয়ে আসছেন?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

আমরা বললাম, 'যথেষ্ট। তোমাদের স্বীকারোক্তি যে, সে আষারসমূহ প্রসিদ্ধ ও বর্ণিত, যা উলামা ও ফুক্বাহাগণ গ্রহণ করেছেন। এটা তোমাদের বিপক্ষে প্রমাণ, যা আমাদের উক্ত দাবীর সপক্ষে প্রমাণ। সুতরাং তোমরা তাঁদের নিকট থেকে তোমাদের দাবীর সপক্ষে অনুরূপ প্রমাণ উপস্থিত কর, যার মাধ্যমে তোমরা সমস্ত আষারকে মিথ্যাজ্ঞান করছ। তোমরা এ ব্যাপারে কোন খবর বা আষার উপস্থিত করতে সক্ষম হবে না। অথচ তোমরা---ইন শাআল্লাহ---অবশ্যই জেনেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের সুন্নাহসমূহ, তাঁদের ফায়সালা-মীমাংসা ও বিচারাদি এই আষার ও সনদসমূহ ছাড়া প্রাপ্তিলাভ হবে না। যদিও তাতে মতবিরোধ বর্তমান। আষারই হল সুন্নাহ লাভের উপায়। এটাই হল সেই পদ্ধতি, যা মুসলিমরা মান্য ক'রে চলেছে। তা হল তাদের দ্বীনে মহান আল্লাহর কিতাবের পর তাদের ইমাম। সেখান হতেই তারা ইল্ম উদ্ধৃত করে, তার সাহায্যেই বিচার-ফায়সালা করে, তারই মাধ্যমে তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তারই উপরে তারা নির্ভর করে, তা দিয়েই তারা সৌন্দর্যমন্ডিত হয়, তাদের দ্বিতীয়জন প্রথমজনের নিকট থেকে তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত

---

সহীহ।' ইবনে হিব্বান 'সহীহ' বলেছেন। আবু নুআইম বলেছেন, 'শামী বর্ণনাকারীদের সহীহর অন্তর্ভুক্ত উত্তম হাদীস।' (জামিউল উলূমি ওয়াল-হিকাম ২/৪১০৯) আলবানী 'সহীহ' বলেছেন। দ্রঃ মিশকাত ১৬৫, ইরওয়া ২৪৫৫নং

(২৯) ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/১৪০

(৩০) 'যাম্মুত তা'বীল' ২৬পৃঃ

ব্যক্তিকে তা পৌঁছে দেয়, তা তারা প্রমাণ রূপে ব্যবহার করে, তা শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাঝে সওয়াব কামনা করে, তারা তার নাম দেয়, সুনান ও আষার, ফিক্হ ও ইল্ম। তার সন্ধানে তারা পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সফর করে, তারই মাধ্যমে তারা আল্লাহর হালালকে হালাল এবং তাঁর হারামকে হারাম গণ্য করে। তারই মাধ্যমে হক ও বাতিল এবং সুন্নাত ও বিদআতের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে। কুরআনের তফসীর, তার অর্থ ও আহকাম প্রমাণে তাকে দলীলরূপে ব্যবহার করে। তারই মাধ্যমে হিদায়াত থেকে ভ্রষ্ট ব্যক্তির ভ্রষ্টতা জানতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি তা হতে বিমুখ হয়, সে আসলে সলফের কথা, কর্ম ও আদর্শ থেকে বিমুখ হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছা পোষণ করে। যার ফলে নিজের খেয়াল-খুশীকে তার দ্বীনরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহর কিতাবকে নিজ রায় দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থে গ্রহণ করে।

সুতরাং যদি তোমরা মু'মিনদের দলভুক্ত হও এবং তাদের সলফদের মতাদর্শের অনুসারী হও, তাহলে ইল্মকে তাঁদের আষার থেকে গ্রহণ কর। তার পথে হিদায়াত গ্রহণ কর। আর এই আষারসমূহকে ইমামরূপে মানতে সন্তুষ্ট হও, যেমন জাতি তাকে নিজেদের জন্য ইমামরূপে মানতে সন্তুষ্ট। শপথ ক'রে বলছি, আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে তোমরা তাঁদের থেকে বেশি জ্ঞান রাখো না, তাঁদের মতো সমান জ্ঞানও নেই তোমাদের। আর বর্ণিত আষারসমূহের অনুসরণ ব্যতীত তাঁদের অনুগমন অসম্ভব। অতএব যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে না, সে ব্যক্তি আসলে মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করতে চায়। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا}

(١١٥) سورة النساء

"যে ব্যক্তি ---- মু'মিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!" *(নিসাঃ ১১৫)*

দুই ঃ ইমাম ইবনে কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থ 'যাম্মুত তা'বীল' (৩৩পৃঃ)তে বলেন, 'সলফ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম)দের অনুসরণ করা যে ওয়াজেব, তা কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমার দলীলে প্রমাণিত। যুক্তিও তাই নির্দেশ করে। যেহেতু সলফগণ হয় সঠিক হবেন, না হয় বেঠিক হবেন। এ দুয়ের অন্যথা নয়। সুতরাং তাঁরা সঠিক হলে তাঁদের অনুসরণ ওয়াজেব। কারণ সঠিকতার অনুসরণ করা ওয়াজেব এবং আকীদা ও বিশ্বাসে ভুলে পড়া হারাম।

পক্ষান্তরে যদি তাঁরা সঠিক হন, তাহলে তাঁরাই হলেন 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' (সরল পথের) অনুসারী এবং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণকারী 'স্বিরাত্বে জাহীম' (জাহান্নামের পথের) দিকে পরিচালক শয়তানের পথের অনুসারী। অথচ আল্লাহ তাঁর পথকেই অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন এবং তা ছাড়া অন্য পথের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٥٣) سورة الأنعام

"নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও।" (আন্আম ঃ ১৫৩)

পরন্তু যদি কোন ধারণাকারী এই ধারণা করে যে, তাঁরা বেঠিক,

তাহলে সে গোটা ইসলামের সত্যতায় আঘাতকারী হবে। যেহেতু যদি এ ব্যাপারে তাঁদের ভুল করা সম্ভাব্য হয়, তাহলে এ ছাড়া গোটা ইসলামের অন্য বিষয়েও তাঁদের ভুল সম্ভাব্য হয়ে যাবে। আর তখন উচিত হবে, তাঁরা যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা বর্ণনা না করা, তাঁরা নবী ﷺ-এর যে মু'জেযাসমূহ বর্ণনা করেছেন, তা প্রামাণ্য ধারণা না করা। তা হলে তো বর্ণনাই বাতিল হয়ে যাবে এবং শরীয়তও লয়প্রাপ্ত হবে! আর কোন মুসলিমের জন্য এমন কথা বলা ও বিশ্বাস করা বৈধ নয়।'

যেমনটি বলেছি, দলীল আছে ভূরিভূরি।

## সলফদের সাথে সম্পর্ক জোড়া

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ আপনাকে তওফীক দিন। জানলেন যে, বিগত সলফ তথা মু'মিনদের পথ অনুসরণ করা ওয়াজেব। আর এরই উপর ভিত্তি ক'রে বলা যায়, তাঁদের সাথে সম্পর্ক জোড়া (এবং নিজেকে 'সালাফী' বলা) আপনার জন্য মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,[৩১] 'যে ব্যক্তি সলফের মযহাব প্রকাশ করে, তাঁদের সাথে সম্পর্ক জোড়ে এবং তাঁদের প্রতি সম্পৃক্ত হয়, তাহলে তাতে তার কোন দোষ হয় না। বরং তার নিকট থেকে সেটা গ্রহণ করা ওয়াজেব। যেহেতু সলফের মযহাব হক বৈ নয়।'

সুপ্রিয় পাঠক! আপনি যদি ইমামগণের উপদেশ-অনুদেশাবলী নিয়ে ভেবে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন, তাঁরা সলফে সালেহর পথ

(৩১) মাজমূউ ফাতাওয়া ৪/ ১৪৯

অবলম্বন ও অনুসরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

কিছু উপদেশ নিম্নরূপ ঃ-

১। শামবাসীদের ইমাম, ইমাম আওযায়ী বলেছেন, 'সুন্নাহর উপর নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখো। (সলফ) গোষ্ঠী যেখানে থেমেছেন, সেখানে থেমে যাও। তুমি তাই বল, যা তাঁরা বলেছেন। তুমি সেই জিনিস থেকে নিজেকে বিরত রাখো, যে জিনিস থেকে তাঁরা নিজেদেরকে বিরত রেখেছেন। তুমি তোমার সলফে সালেহর পথের পথিক হও। যেহেতু তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, যেমন তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিল।'[৩২]

২। তিনি আরো বলেছেন, 'তুমি সলফদের আষার অবলম্বন ক'রে থেকো, যদিও লোকেরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে। আর ব্যক্তিগত রায়সমূহ থেকে দূরে থেকো, যদিও তোমার জন্য উক্তিকে সুশোভিত করা হয়। যেহেতু বিষয় যখন স্পষ্ট হওয়ার তখন স্পষ্ট হবে। আর সে বিষয়ে তখন তুমি সরল পথে চলমান থাকবে।'[৩৩]

৩। ইমাম ইসমাঈল স্বাবূনী বলেছেন, '(আসহাবুল হাদীস) নবী ﷺ-এর অনুসরণ করে এবং তাঁর সাহাবাবর্গের অনুগমন করে, যাঁরা তারকারাজির মতো।---তারা সলফে সালেহীনের অনুগামী দ্বীনের ইমামগণ ও মুসলিমদের উলামাগণের অনুসরণ করে এবং সেই সুদৃঢ় দ্বীন ও স্পষ্ট হক মজবুত সহকারে ধারণ করে, যা তাঁরা মজবুত সহকারে ধারণ ক'রে ছিলেন।'[৩৪]

৪। ইমাম বার্বাহারী বলেন, 'যে ভিত্তির উপর জামাআতের প্রতিষ্ঠা, তা হল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবাগণ। তাঁরাই হলেন আহলুস সুন্নাহ

(৩২) আশ্-শারীআহ, আজুরী ৫৮-পৃঃ প্রমুখ
(৩৩) ঐ, আরো দ্রঃ শারাফু আসহাবিল হাদীস, খাত্বীব ৭পৃঃ সহীহ
(৩৪) আক্বীদাতুস সালাফ আসহাবিল হাদীস ৮২পৃঃ)

ওয়াল-জামাআহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদের নিকট থেকে (ইল্‌ম) গ্রহণ করবে না, সে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে, সে বিদআত করবে। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।'[৩৫]

এ মর্মে আমাদের শায়খ আল্লামা যায়দ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহু ওয়া রাআ'হ)র একটি সুন্দর ও শক্তিশালী উক্তি উদ্ধৃত ক'রে ইতি টানব। উক্তিটি আসলে একজনের সুদীর্ঘ প্রশ্নের উত্তরে কথিত। তার প্রশ্নের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, 'কিছু লোকে বলে, কেন আমরা "সালাফী" উপাধি গ্রহণ করব? কেন রাসূল (মুহাম্মাদ) ﷺ-এর দিকে সম্পর্ক জুড়ে "মুহাম্মাদী" বলা হবে না?'

এ প্রশ্নের উত্তরে হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমরা তাকে বলব, যে ব্যক্তি সলফে সালেহর মযহাব প্রকাশ করে এবং তার দিকে সম্পর্ক জুড়ে (নিজেকে সালাফী বলে), তার বিরুদ্ধে তোমার আপত্তি তোলা অন্যায়। এই আপত্তিতে তোমার উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ হল, হয় তোমার বীভৎস অজ্ঞতা। সঠিক সালাফিয়াত ও সালাফী, কিতাব ও সুন্নাহর ধারক ও বাহক, যাঁরা নবী ﷺ-এর সাহাবা এবং যাঁরা তাঁদের পথের পথিক, ইল্‌ম ও দাওয়াতের ইমাম, যাঁরা শ্রেষ্ঠ শতাব্দীগুলিতে জীবনধারণ করেছেন এবং যাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে তোমার অজ্ঞতা।

আর তা না হয় তুমি দ্বীন শিক্ষার্থীদের মাঝে সংশয় সৃষ্টি করতে চাইছ যে, সালাফিয়াত একটি দল বা সংগঠন, যার প্রতিষ্ঠাতা হল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব। সুতরাং তার থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তার সাথে সম্পর্ক জোড়া বৈধ নয়।

সত্য এই যে, যে ব্যক্তি সালাফ বা সালাফিয়াতের দিকে নিজের

---

([৩৫]) শারহুস সুন্নাহ ৬৫পৃঃ

সম্পর্ক জোড়ে, তার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা কারো জন্য বৈধ নয়। অতএব যে বলবে, 'আমি সালাফী এবং আমার আকীদাহ সালাফিয়াহ', তার নিন্দা করা ঠিক নয়। বরং রাব্বানী উলামা ও তাঁদের ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ মতানুসারে তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা (মেনে নেওয়া) ওয়াজেব। আর তা এই কারণে যে, সলফদের মযহাব হক বৈ নয়। আর সালাফ শব্দের প্রতি সম্বদ্ধ 'সালাফিয়াত' এমন নামকরণ, যা মুসলিম উম্মাহ থেকে ক্ষণকালের জন্যও বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বরং সালাফিয়াত হল মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ। এর বিপরীত হল, বিদআতী সংগঠনসমূহের সাথে সম্পর্ক জোড়া; যেমন ইখওয়ানী দল ও তবলীগী ফির্কাহ এবং তাদের সমর্থক দল। যাদের (পরিচিতি) ও মতাদর্শের বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

বাকী থাকল সালাফী আকীদাহ ও তাতে বিশ্বাসী সালাফীগণের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীর উক্তি, 'মুহাম্মাদী' বলা হয় না কেন?'

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, 'এ হল তার পক্ষ থেকে মানুষের মাঝে সংশয় সৃষ্টি ও গোলমাল পাকানোর অপচেষ্টা, যা পূর্বোক্ত আপত্তির শ্রেণীভুক্ত। যেহেতু উম্মাহর সকলের জন্য বলা হয়, "উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যাহ"। অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ﷺ তার নবী। সে উম্মত আবার দুই ভাগে বিভক্ত;

(এক) উম্মতে দাওয়াহ (যাদেরকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি)

(দুই) উম্মতে ইজাবাহ (যাদেরকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, আর তারা তা গ্রহণ করেছে)।

এই উম্মতে ইজাবাহ আবার ৭৩ দলে বিভক্ত। যাদের একটি দল ছাড়া বাকীরা জাহান্নামী। আর সে দলটি হল, যেটি সেই মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত, যার উপর নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবা ﷺগণ প্রতিষ্ঠিত

ছিলেন। বলা বাহুল্য, নবী ﷺ-এর সাহাবাগণই হলেন সলফ। অতঃপর তাঁদের পর যাঁরা এসেছেন, তাঁদের তরীকা অবলম্বন করেছেন এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, তাঁদেরকেও তাঁদের সাথে মিলিত করা হবে এবং বলা হবে, 'তাঁরা সালাফী এবং তাঁদের আকীদাহ সালাফিয়্যাহ।'[৩৬]

অবশেষে হে প্রিয়! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি সুন্নাহর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন কর। তাতে তুমি অগণিত সংখ্যক স্পষ্ট উক্তি প্রাপ্ত হবে, যা তোমাকে সেই অসিয়তের ব্যাপারে স্থির-নিশ্চিত করবে, যা আমি সলফের পথ অবলম্বন করা এবং তা হতে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করার লক্ষ্যে উল্লেখ করেছি। আর আল্লাহই তওফীকদাতা।

## পঞ্চম পয়েন্ট ঃ
## সালাফ ও সালাফিয়াতের অনুসরণ করার মাহাত্ম্য

যে মুসলিম প্রকৃত সালাফিয়্যাহর অনুসারী হবে, অর্থাৎ সলফের মানহাজের সত্যিকার ও সত্যনিষ্ঠ অনুগামী হবে, তার সকল প্রকার কল্যাণ লাভ হবে। লাভ করবে বিশাল সওয়াব ও মহা পুরস্কার। যেহেতু সে আসলে অবলম্বন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশিত পথ।

নিম্নে এর কিছু মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বিবৃত হল ঃ-

১। সালাফিয়াত অবলম্বনকারী ইলাহী নির্দেশের অনুসারী। আর এ কাজে সে আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

যেহেতু ইবাদত হল, প্রত্যেক সেই প্রকাশ্য ও গুপ্ত কথা ও কাজের ব্যাপক নাম, যা আল্লাহ ভালোবাসেন ও যাতে তিনি তুষ্ট হন।

এই ভিত্তিতে বলা যায়, সলফে সালেহর অনুসরণ করা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে যে সকল নির্দেশিকা আমাদের চোখে (ইতিপূর্বে) পার হয়ে গেছে, তার অনুসরণ যে ব্যক্তি করবে, সে আসলে আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী হবে। আর যে আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী হবে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন। যেহেতু সে তাঁর শরীয়তের অনুবর্তী।

২। সালাফিয়াত অবলম্বনকারী হিদায়াত (সুপথ) পাবে এবং ভ্রষ্টতা ও বক্রতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।

এ বিষয়টিও স্পষ্ট। জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বিদায়ী হজ্জে নবী ﷺ বলেছেন,

((وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ)).

"অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ ক'রে থাকো, তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল আল্লাহর কিতাব।"[৩৭]

আমি বলি, আল্লাহর কিতাবে কী আছে?

তাতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সলফে সালেহর অনুসরণের আদেশ। যেমন তার প্রমাণসমূহ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

একই শ্রেণীর আরো প্রমাণ হল, আল্লাহর এই বাণী,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

---

(৩৬) আল-আজবিবাতুল আষারিয়্যাহ আনিল মাসাইলিল মানহাজিয়্যাহ ৭৭-৭৯পৃঃ

(৩৭) সহীহ মুসলিম ৩০০৯নং

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (٢١) سورة الأحزاب

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (আহ্যাব ঃ ২১)

ইমাম ইবনে কাষীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম ও অবস্থাসমূহে তাঁকে নিজের আদর্শ মানার ব্যাপারে এই আয়াতটি বিশাল মৌলনীতি। এই জন্য মহান আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন, যাতে তারা খন্দক যুদ্ধের দিন নবী ﷺ-কে তাঁর ধৈর্যধারণে, ধৈর্য ধারণের প্রতিযোগিতায়, (শত্রুর বিরুদ্ধে) সদা প্রস্তুত থাকাতে, তাঁর জিহাদ ও সংগ্রামে এবং নিজ প্রতিপালকের নিকট থেকে বিপদমুক্তির অপেক্ষায় নিজেদের আদর্শ বানায় (এবং তাঁর অনুসরণ করে)।'[৩৮]

৩। সালাফিয়াত অবলম্বনকারী নিন্দিত মতানৈক্য ও বিচ্ছিন্নতায় পতিত হওয়া থেকে সুরক্ষিত।

যেহেতু দুই অহী (কুরআন ও হাদীস)এর বাণী---সুপ্রিয় পাঠক---আমাদেরকে হকের উপর, হকের সাথে ও হকের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} (١٠٣) سورة آل عمران

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আলে ইমরান ঃ ১০৩)

তিনি আরো বলেছেন,

---

([৩৮]) তফসীর ইবনে কাষীর ৩/ ৪৭৫

{وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (٣٢) سورة الروم

"অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মত সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে; প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত। (রূম ঃ ৩১-৩২)

পূর্বোক্ত ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ-এর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً)).

"(স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে।"

এ কথা শুনে যেন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! বাঁচার পথ কী? পরিত্রাণের উপায় কী?' উত্তরে তিনি বললেন,

(( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الْخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ.....))

"তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে।---"

হাদীসটির কিয়দংশ 'এই বর্কতময় দাওয়াতের লক্ষণ ও চিহ্ন' নিয়ে আলোচনা পর্বে বিইযনিল্লাহ উল্লিখিত হবে।

ইমাম বাগবী 'শারহুস সুন্নাহ' (১/২০৬)তে উক্ত ইরবায ﷺ-এর হাদীসের টীকায় বলেছেন, 'এতে বিদআত ও খেয়ালখুশির বহিঃপ্রকাশ ঘটার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। তাই তিনি তাঁর সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অবলম্বন করতে, ঐকান্তিকভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার সাথে তা আঁকড়ে ধরতে এবং তার পরীপন্থী নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।'

৪। শয়তানের পথরাজি থেকে নিষ্কৃতি।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন নাস্‌র আল-মিরওয়াযী 'সুন্নাহ' গ্রন্থের (৯পৃঃ)তে বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ} (١٥٣) سورة الأنعام

"নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।" (আন্‌আম ঃ ১৫৩)

সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, তাঁর পথ হল একক ও সরল। আরও পথ আছে অনেক। যে ব্যক্তি সে পথরাজির অনুসরণ করবে, তা তাকে তাঁর সরল পথ থেকে বাধাপ্রাপ্ত করবে। অতঃপর নবী ﷺ আমাদের জন্য তাঁর সুন্নাহ দিয়ে তা বিবৃত করেছেন।'

এর পর তিনি সনদসহ আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। যা ইমাম আহমাদ প্রমুখের গ্রন্থেও আছে। আর তা সহীহ হাদীস।

(আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন,)

خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّـهِ ثُـمَّ خَـطَّ خُطُوطًـا عَـنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ قَالَ يَزِيدُ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَـى كُـلِّ سَـبِيلٍ مِنْهَـا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَـرَأَ: (وَأَنَّ هـذَا صِـرَاطِيْ مُـسْتَقِيْمًا فَـاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُـوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ).

রসূল ﷺ আমাদের জন্য স্বহস্তে একটি রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "এটি আল্লাহর সরল পথ।" অতঃপর ঐ রেখার ডানে ও বামে কতকগুলি রেখা টেনে বললেন, "এগুলি বিভিন্ন পথ। এই পথগুলির প্রত্যেটির উপর একটি করে শয়তান আছে; যে ঐ পথের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে।" অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করলেন---যার অর্থ, "নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে।" *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত)*

অতঃপর তিনি উক্ত হাদীসের কতিপয় সূত্র উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন, 'সুতরাং আল্লাহ অতঃপর তাঁর রসূল ﷺ আমাদেরকে নব রচিত কর্মাবলী এবং মনের খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে সতর্ক করেছেন, যা আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর নবীর তরীকা অনুসরণ করা থেকে বাধাপ্রাপ্ত করে।'

উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি নবুঅতের আদর্শের অনুবর্তী হবে, সে ব্যক্তি শয়তানের পথসমূহের এবং তার ভ্রষ্টকারী রাস্তাসমূহের ফাঁদে ফেঁসে যাওয়া হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি মু'মিনদের পথ এড়িয়ে চলবে, সে ব্যক্তি শয়তানের রশিতে আবদ্ধ হয়ে যাবে। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম 'আল-ফাওয়াইদ' গ্রন্থে (৪৭পৃঃ)তে বলেছেন, 'যখন লোকেরা কিতাব ও সুন্নাহকে জীবন-সংবিধান বানানো হতে এবং উভয়ের কাছে বিচার-ফায়সালা নিতে বিমুখ হল, তা যথেষ্ট নয়---এই ধারণা করল এবং রায়, কিয়াস, ইস্তিহসান (ভালো মনে ক'রে করা কর্ম) ও বুযুর্গদের উক্তির দিকে ফিরে গেল, তখন এর ফলে তাদের প্রকৃতিতে বিকৃতি, তাদের হৃদয়ে অন্ধকার, তাদের বুঝে

আবিলতা এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধিতে বিলুপ্তি প্রকাশ পেল। তাদের মাঝে এ সকল বিপত্তি ব্যাপক আকার ধারণ করল। তাদের ওপর এমন আধিপত্য লাভ করল যে, তারই মাঝে ছোট বড় হল এবং বড় বুড়ো হল। যার ফলে তারা সেগুলিকে আপত্তিকর মনেই করল না।

অতঃপর তাদের ওপর এল অন্য এক সাম্রাজ্য। যাতে সুন্নাহর জায়গায় বিদআত বিবেক-বুদ্ধির জায়গায় মনমানি, বুদ্ধিমত্তার জায়গায় খেয়ালখুশি, হিদায়াতের জায়গায় ভ্রষ্টতা, সৎকর্মের জায়গায় অসৎকর্ম, জ্ঞানের জায়গায় অজ্ঞতা, ইখলাসের জায়গায় রিয়া (লোকপ্রদর্শন), হকের জায়গায় বাতিল, সত্যের জায়গায় মিথ্যা, উপদেশের জায়গায় চাটুকারিতা এবং ন্যায়ের জায়গায় অন্যায় দখল গ্রহণ করল। অনিবার্যরূপে এ সকল বিষয়ের জন্য সাম্রাজ্য ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠালাভ করল এবং তার অধিবাসীরাই হল বিখ্যাত। অথচ ইতিপূর্বে উক্ত সকল বিষয় ছিল তার বিপরীতের জায়গায়। আর তার অধিবাসীরাই ছিল বিখ্যাত।

সুতরাং যখন তুমি দেখবে যে, উক্ত সকল বিষয়ের সাম্রাজ্য আগত হয়েছে, তার পতাকা স্থাপিত হয়েছে এবং তার সৈন্যদল সওয়ারী গ্রহণ করেছে, তখন (তোমার জন্য) আল্লাহর কসম---মাটির উপরের অংশের চাইতে ভিতরের অংশই শ্রেষ্ঠ (বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া ভালো), সমভূমি চাইতে পর্বত-চূড়াই শ্রেষ্ঠ এবং মানুষের সংসর্গে থাকার চাইতে হিংস্র প্রাণীদের সংসর্গে থাকাটাই বেশি নিরাপদ।'

৫। সালাফিয়াত অবলম্বকারীর জন্য রয়েছে তার অনুগামীরও সওয়াব।

যেহেতু ইমাম মুসলিম জারীর বিন আব্দুল্লাহ কর্তৃক হাদীস বর্ণিত করেছেন,

((مَنْ سَنَّ فِي الإسلامِ سنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيءٌ)).

"যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে তার নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।" *(সহীহ মুসলিম ২৩৯৮নং)*

এই হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ এ কথারই দলীল যে, সে ব্যক্তি বিশাল সওয়াবের অধিকারী হবে, যে ব্যক্তি নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাবর্গ ﷺ-এর আদর্শ এবং উম্মতের সলফে সালেহর আদর্শকে জীবিত করবে। লোকেদের মাঝে তা প্রচার করবে এবং অন্যেরা তার অনুসরণ করবে। সে তার সওয়াব পাবে, যে তার উপর আমল করবে এবং তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।

হাফেয নাওয়াবী শারহু মুসলিম গ্রন্থে (৭/১০৪)এ বলেছেন, 'এই হাদীসে কল্যাণময় কর্ম শুরু করা এবং ভালো রীতি চালু করায় উৎসাহ প্রদান রয়েছে। আর অসার ও জঘন্য কর্ম উদ্ভাবন করার ব্যাপারে সতর্কীকরণ রয়েছে।

৬। সালাফিয়াত অবলম্বনকারী ইহ-পরকালে সুখী।

এই সুখের কারণ হল, সালাফী মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর নির্দেশ পালনকারী। পক্ষান্তরে নির্দেশ থেকে বিমুখ ব্যক্তি সুখী নয়। তার ব্যাপারে ধমক দিয়ে বলা হয়েছে,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}

(١٢٤) سورة طـه

"যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে

সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।” (ত্বা-হা ঃ ১২৪)

তাহলে সালাফিয়াত অবলম্বনকারী বিমুখ অথবা অনুসারী?

সালাফিয়াত অবলম্বনকারী অনুসারী, বিমুখ নয়। যেহেতু সে নিজ প্রতিপালককে স্মরণকারী, তাঁর নবী ﷺ-কে অনুসরণকারী। সুতরাং সে হল স্থায়ী নিয়ামত ও ব্যাপক সওয়াবের জন্য প্রতিশ্রুত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١٣) سورة النساء

“এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে স্থান দান করবেন; যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা সাফল্য।” (নিসা ঃ ১৩)

তিনি আরো বলেছেন,

{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩) سورة النساء

“যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।” (নিসা ঃ ৫৯)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) ‘আর-রিসালাতুত তাবূকিয়্যাহ’ (পুস্তিকার ৭৫-৭৬পৃষ্ঠায়) উক্ত আয়াতের পাদটীকায় বলেছেন, ‘এ বাণী এই কথার দলীল যে, আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর রসূল ﷺ-এর আনুগত্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বিচারক মান্য করা হল বিলম্বে ও অবিলম্বের সুখ লাভের হেতু। যে ব্যক্তি বিশ্ব-সংসার ও তার মাঝে সংঘটিত মন্দসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে জানতে পারবে যে, প্রত্যেক মন্দের কারণ হল, রসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করা এবং তাঁর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া। পক্ষান্তরে ইহকালের প্রত্যেক কল্যাণের কারণ হল, নবী ﷺ-এর আনুগত্য। অনুরূপ পরকালের অকল্যাণসমূহ, তার কষ্টরাজি ও শাস্তিসমূহের মৌলিক কারণ হল নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ।

বলা বাহুল্য, দুনিয়া ও আখেরাতের অকল্যাণের মূল উৎস হল নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ এবং তার সন্নিবিষ্ট পরিণতি।

সুতরাং মানুষ যদি রসূল ﷺ-এর যথাযথরূপে আনুগত্য করত, তাহলে পৃথিবীতে কোন মন্দ ও অকল্যাণই সংঘটিত হতো না। এটা যেরূপ সাধারণ অমঙ্গল ও পৃথিবীতে আপতিত বিপদাপদের ক্ষেত্রে সর্ববিদিত, অনুরূপই তা বান্দার নিজ দেহ-মনে যে অমঙ্গল, কষ্ট ও দুঃখ-দুশ্চিন্তা আপতিত হয়, তার ক্ষেত্রেও। এ সকল কিছুর কারণ হল রসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ। আর যেহেতু তাঁর আনুগত্য সেই দুর্গ, যাতে প্রবেশকারী নিরাপত্তা লাভ করে এবং সেই গুহা, যাতে আশ্রয়প্রার্থী পরিত্রাণ লাভ করে, সেহেতু জানা গেল যে, দুনিয়া ও আখেরাতের অমঙ্গলের একমাত্র কারণ হল নবী ﷺ-এর আনীত বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং সে বিষয় থেকে বাইরে অবস্থান করা। এ হল এ কথারই অকাট্য প্রমাণ যে, নবী ﷺ-এর আনীত বিষয়কে ইল্ম হিসাবে জ্ঞান রাখা এবং আমল হিসাবে পরিণত করা ছাড়া বান্দার কোন পরিত্রাণ ও কোন সুখ নেই।’

## * একটি সতর্কতা

এ স্থলে সতর্ক মানুষকে একটি সতর্কবার্তা ও উপদেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আর উপদেশ মু'মিনের জন্য উপকারী।

যারা নিজেদেরকে 'সালাফী' বলে দাবী করে, তাদের প্রত্যেকেই যে নিজের দাবীতে সত্যবাদী হবে, তা নয়। আর সুপ্রিয় পাঠক! এ কথা কঠিনীকরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। কক্ষনো নয় আল্লাহর কসম! বরং উক্ত দাবীর সপক্ষে দলীল থাকা আবশ্যক। আমল থেকে প্রমাণ থাকা জরুরী, যা এই বিশাল মর্যাদাপূর্ণ (সালাফী) শব্দটি সার্থক বোঝা যায়। সরল রাজপথের একনিষ্ঠ পথিক হিসাবে প্রমাণ থাকা আবশ্যক। নচেৎ আমরা এমন অনেকের ব্যাপারে পড়ি ও শুনি, যারা এই সালাফিয়্যাহর সাথে মিথ্যার আশ্রয় ও ছদ্মবেশ নিয়ে নিজেদের সম্পর্ক জোড়ে, অথচ তারা তরীকা ও মানহাজে (পদ্ধতি ও আদর্শে) এবং মৌলিক ও গৌণ বিষয়ে তার বিপরীত! (এরা 'চোরের নৌকায় সাধুর নিশান' ব্যবহার করে।)

একটি অবাক কান্ড এই যে, কিছু রটনাকারী এই মর্যাদাপূর্ণ নামের সাথে কতিপয় বিভ্রান্তিকর বিকৃত নাম প্রয়োগ ক'রে থাকে। যেমন ঃ জিহাদী সালাফী, ইলমী সালাফী, দাওয়াত ও কিতালের সালাফী জামাআত ইত্যাদি। যার মাঝে রয়েছে খেয়ালখুশীর পূজারী ও বিদআতীদের পদচিহ্নের হুবহু অনুগমন।

ইমাম হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'হে আদম-সন্তান! তুমি তার কথায় ধোঁকা খেয়ো না, যে বলে, "মানুষ যাকে ভালোবাসে, (কিয়ামতে) সে তার সঙ্গী হবে।"[৩৯]

---

([৩৯]) এটি বুখারী-মুসলিমের হাদীসের একটি অংশ। কিন্তু কিছু লোক এটিকে তাদের দলীল ধারণা করে। অথচ সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম, বরং খোঁজ নিয়ে দেখলে---তাঁর আকীদারও বিরোধী। আর এটাই হল ইমাম হাসান (রাহিমাহুল্লাহ)র উদ্দেশ্য।

নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি যে জাতিকে ভালোবাসবে, সে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তুমি কক্ষনোই পুণ্যবানদের সাথে মিলিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করবে, তাঁদের তরীকার অনুগামী হবে, তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী তোমার সকাল-সন্ধ্যা হবে, এই আগ্রহে যে, তুমি তাঁদের দলভুক্ত হবে। সুতরাং তুমি তাঁদের পথের পথিক হবে, তাঁদের তরীকা গ্রহণ করবে; যদিও আমলে তুমি পিছিয়ে থাকো। যেহেতু মূল বিষয়টি হল, সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা।

তুমি কি ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ও সর্বনাশী খেয়ালখুশীর পূজারীদের অবস্থা লক্ষ্য করনি, যারা তাদের নবীদেরকে ভালোবাসে? ইয়াহুদী-খ্রিস্টান এবং অনুরূপ খেয়ালখুশীর পূজারীরা কি তাদের নবীদের ভালোবাসার দাবী করে না? অথচ তারা তাঁদের সাথী হতে পারবে না। যেহেতু তারা তাঁদের কথা ও কাজে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে। তারা তাঁদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে চলে থাকে। সুতরাং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।'[৪০]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যখন ভালোবাসার দাবীদার বেশি হতে লাগল, তখন দাবীর সত্যতার সপক্ষে প্রমাণ চাওয়া হল। নচেৎ লোকেদেরকে যদি নিজ নিজ দাবী অনুযায়ী প্রদান করা হয়, তাহলে তো নিশ্চিন্ত ব্যক্তি দুশ্চিন্তাগ্রস্তের অন্তর্জালা হওয়ার কথা দাবী করবে।

বলা বাহুল্য, আপাতদৃষ্টিতে (ভালোবাসার) দাবীদার ভিন্ন ভিন্ন রূপ

---

([৪০]) শারহু মুসনাদি সুলাযিয়াতিল ইমাম আহমাদ ১/৬১৭

নিয়েছে। তাই বলা হল, 'প্রমাণ ছাড়া এ দাবী গ্রহণযোগ্য নয়।'

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ} (৩১) سورة آل عمران

"বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ কর।" (আলে ইমরান ঃ ৩১)

তখন সারা সৃষ্টি পিছিয়ে গেল! কেবল অবিচল থাকল কথা, কর্ম ও চরিত্রে প্রিয় হাবীব ﷺ-এর অনুসারিগণ।[৪১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) 'স্বাওনুল মানত্বিক্ব' (গ্রন্থের ১৫৮পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবুল মুযাফ্ফার সামআনী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আমরা অনুসরণ করতে আদিষ্ট ও আহূত হয়েছি এবং বিদআত হতে আমাদেরকে নিষেধ ও তিরস্কার করা হয়েছে। সুতরাং আহলুস সুন্নাহর প্রতীক হল, সলফে সালেহর অনুসরণ করা এবং প্রত্যেক নব উদ্ভূত ও বিদআতকে বর্জন করা।'

সুতরাং যারা (নিজেদের পরিচিতির কোন) প্রতীক (বা নিশান) তুলে ধরে, তাদের প্রত্যেকেই যে সত্যবাদী, তা নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আহলে হাদীস বলতে আমাদের উদ্দেশ্য তাঁরা নন, যাঁরা কেবল হাদীস শ্রবণ, লিখন ও বর্ণনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেন। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যিনি বেশি যত্নের সাথে হাদীস হিফ্য করবেন, চিনবেন, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকভাবে বুঝবেন এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকভাবে অনুসরণ করবেন।'[৪২]

---

([৪১]) মাদারিজুস সালিকীন ৩/৮

([৪২]) মাজমূউ ফাতাওয়া ৪/৯৫, আরো দ্রঃ লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারীনী ১/৬৪

## * প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য

(প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।) সম্ভবতঃ আপনারা জানেন, এই বর্কতময় শহর (মক্কা মুকার্রামা) শার্রাফাহাল্লাহতে ১৪০০ হিজরীর প্রারম্ভে কী ঘটেছিল? একটি বিদ্রোহী ফির্কা আল্লাহর ঘর পবিত্র মাসজিদুল কা'বার 'হারাম'কে কয়েক দিনের জন্য হালাল ক'রে নিয়েছিল! এই ফির্কাও মিথ্যা ও অসত্য দাবী ক'রে নিজেদেরকে 'সালাফী' পরিচয় দিয়েছিল!!

এ ব্যাপারে আমাদের শায়খ আল্লামা মুহাম্মাদ আমান (রাহিমাহুল্লাহ) 'আল-জামিআতুল ইসলামিয়্যাহ' পত্রিকায়[৪৩] অনেক কিছু লিখেছিলেন। তখন তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। একটি লেখায় তিনি বলেছিলেন, 'উক্ত ঘটনার পর প্রথম আযানকে ফিতনার সমাপ্তি ঘোষণা গণ্য করা হল, যা ছিল বিষাদ, দুশ্চিন্তা ও দুঃখে পরিপূর্ণ। এ সবের পরিবর্তে জায়গা নিল খুশি ও আনন্দ। আল্লাহর নিয়ামত লাভের খুশি। নির্বোধ জুহাইমানীদের দুষ্কর্মের ফলে আপতিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র মসজিদকে পবিত্র করার সক্ষমতার নিয়ামত।

* এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য

উক্ত শিশু প্রকৃতির নির্বোধেরা নিজেদেরকে 'সালাফী' বলে পরিচয় দিয়েছিল---যেমনটি আমার কাছে খবর পৌঁছেছিল। তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কি সাংঘাতিক! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে।

পক্ষান্তরে এই (সালাফী) নামে নিজেদেরকে পরিচয় দেওয়ার কারণ দুটির মধ্যে একটি হতে পারে ঃ-

---

([৪৩]) সংখ্যা ৪৫, বছর ১২/ ১৪০০হিঃ

১। হয় তারা সালাফিয়্যাহর সঠিক অর্থ জানে না। সে ক্ষেত্রে তাদের এ নাম ব্যবহার করা অজ্ঞতার কারণে হবে। সে অজ্ঞতা জেনেও না জানার ভান ক'রে হতে পারে।

২। না হয় তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রতারণা ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচার। সুতরাং তাদের এই ব্যবহার ছিল উক্ত প্রিয় নামকে বিকৃত করার নিকৃষ্ট ইচ্ছার ফলস্বরূপ। যে নামের অর্থই হল এই উম্মতের প্রথম অগ্রগামী দল এবং যারা তাঁদের পথের পথিক।

সম্মানিত পাঠকের জেনে রাখা দরকার যে, জুহাইমানীরা 'সালাফী' নয়। তারা দাওয়াতের উপযুক্তও নয়। আসলে তারা নকল সালাফী, সালাফিয়্যাতের দাবীদার এবং ইসলামের দাওয়াত দেয় এমন ধারণাকারী। অথচ তারা নিজেরাই মূল ইসলাম থেকেই বহু দূরে, তার দিকে দাওয়াত দেওয়া তো দূরের কথা।'

## ষষ্ঠ পয়েন্ট ঃ

## সালাফী মানহাজের (মতাদর্শের) চিহ্ন ও পথ-নির্দেশিকা

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, সালাফিয়াত হল সরল পথ। যে তার পথিক হয়, সে পরিত্রাণ পায়। আর যে তা বর্জন করে, সে ভ্রষ্ট ও পথচ্যুত হয়। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। এই জন্য এই বর্কতময় মানহাজ ও বর্কতময় দাওয়াতের সুস্পষ্ট বহু বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন রয়েছে। যা সংক্ষেপে নবী ﷺ ও তাঁর পরে তাঁর সাহাবাবর্গের দাওয়াত ও মানহাজের চিহ্ন ও পথ-নির্দেশিকা; এর অন্যথা নয়।

বলা বাহুল্য সেই মানহাজ অথবা সালাফী দাওয়াতের কতিপয় চিহ্ন ও পথ-নির্দেশিকা নিম্নরূপ ঃ-

১। মহান আল্লাহর জন্যই ইবাদত বাস্তবায়ন করা।

২। এককভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যই অনুসরণ বাস্তবায়ন করা।

৩। শরয়ী দলীলসমূহ (কুরআন-হাদীস) বোঝার ক্ষেত্রে সলফে সালেহর বুঝকে অবলম্বন করা এবং এথেকে বের হয়ে না যাওয়া।

৪। বিদআত ও বিদআতী সম্পর্কে সতর্ক হওয়া ও সতর্ক করা।

৫। অতিরঞ্জন ও অবহেলার মাঝে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

৬। হক ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকা।

৭। সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করায় আগ্রহী হওয়া।

৮। বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধকে ছুঁড়ে ফেলা।

৯। উপকারী ইল্‌ম অর্জন করা, তা মানুষের মাঝে প্রচার করা এবং তার দিকে দাওয়াত দেওয়া। আর সেই সাথে এ কাজে আসা কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা।

১০। ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা।

সুপ্রিয় পাঠক! উক্ত সকল আলামতের বহু দলীল আছে। যিনি দুই অহীর বাণী ও নবী ﷺ-এর জীবনচরিত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন, তিনি প্রাপ্ত হবেন।

উক্ত আলামতগুলির সপক্ষে ব্যাপক দলীলসমূহের মধ্যে একটি বিশাল গুরুত্বপূর্ণ হাদীস হল ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ-এর হাদীস। যা ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। তা আবারও পুনরুক্ত হচ্ছে, যেহেতু তা বড় ফলদায়ী।

ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম

উপদেশ দিন।' তিনি বললেন,

((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَـأَمَّر عَلَـيْكُمْ عَبْـدٌ حَبَـشِيٌّ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً ، فَعَلَـيْكُمْ بِـسُنَّتِي وسُـنَّةِ الخُلَفَـاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْـدَثَاتِ الأُمُـورِ ؛ فـإنَّ كلَّ بدعة ضلالة )).

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাউদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২নং)*

আর নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।"

প্রিয় পাঠক! বারাকাল্লাহু ফীক। আমার সাথে প্রণিধান করুন, এই ব্যাপক হাদীসটিতে উক্ত সালাফী মানহাজের আলামত ও পথ-নির্দেশিকা স্পষ্টকারী কত উপকারিতা রয়েছে।

এতে রয়েছে ঃ মহান আল্লাহর তাক্বওয়া (ভয়-ভীতি) অবলম্বন করার অসিয়ত। আর তার পালনে রয়েছে মহান আল্লাহর জন্য ইবাদত (পূর্ণ দাসত্ব) বাস্তবায়ন।

এতে রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অবলম্বন করার অসিয়ত ও আদেশ। যার পালনে রয়েছে এককভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যই অনুসরণ বাস্তবায়ন।

এতে রয়েছে ঃ খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করার অসিয়ত ও আদেশ। যার পালনে রয়েছে সলফে সালেহর বুঝকে অবলম্বন করার পদ্ধতি বাস্তবায়ন।

এতে রয়েছে ঃ বিদআত থেকে সতর্কীকরণ। যার পালনে রয়েছে বিদআত ও বিদআতী সম্পর্কে সতর্ক হওয়া ও সতর্ক করার নির্দেশ বাস্তবায়ন।

এতে আরো রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি সলফের বুঝে সুন্নাহ অবলম্বন করবে, সে মধ্যপন্থা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে। যার প্রকৃতত্ব হল অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞার মাঝামাঝি। দুই বিপরীতধর্মী আচরণের মধ্যস্থলে।

এতে আরো রয়েছে ঃ নিন্দনীয় বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ থেকে সতর্কীকরণ। বলা হয়েছে, "সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে।" আর যে সুন্নাহ অবলম্বন করবে, সে অনেক মতবিরোধ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।

এই নববী নির্দেশনার স্পষ্ট উক্তি ও তার অন্তর্নিহিত উদ্‌ঘাটিত ব্যাখ্যায় যা সন্নিবিষ্ট রয়েছে, তা হল এই যে, হকের মাধ্যমে হকের উপরে হকের জন্য সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে হবে। যেহেতু তিনি বলেছেন, "তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে।"

আর স্পষ্ট বিদিত কথা যে, উপকারী শরয়ী ইল্‌ম ছাড়া উক্ত অর্থসমূহকে আমলী রূপ দেওয়া ও উক্ত আলামতসমূহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'কল্যাণ, সুখ,

সংশুদ্ধি ও পূর্ণতা দুটির মাঝে সীমাবদ্ধ ঃ উপকারী ইল্‌ম ও নেক আমল।'[৪৪]

উক্ত আলামতসমূহের সবগুলির অথবা কিছুর আরো দলীল নিম্নরূপঃ-

১। মহান আল্লাহ তাঁর মজবুত রশি ধারণ করার আদেশ দিতে এবং তা বর্জন করায় সতর্ক করতে গিয়ে বলেছেন,

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ } (١٠٣) سورة آل عمران

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আলে ইমরান ঃ ১০৩)

{مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (٣٢) الروم

"তোমরা বিশুদ্ধ-চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও; তাঁকে ভয় কর। যথাযথভাবে নামায পড় এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মত সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে; প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত।" (রূম ঃ ৩১-৩২)

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٥٣) سورة الأنعام

"নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও।" (আন্‌আম ঃ ১৫৩)

---

([৪৪]) মাজমূউ ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ১৯/ ১৬৯

তিনি আরো বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ } (١٥٩) سورة الأنعام

"অবশ্যই যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনিই তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন।" (আন্‌আম ঃ ১৫৯)

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'তোমরা জানো যে, বিশাল (গুরুত্বপূর্ণ) মৌলনীতি, যা দ্বীনের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত, তা হল পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন, একতা ও পারস্পরিক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা।'

অতঃপর তিনি কতিপয় আয়াত উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন, 'অনুরূপ আরো (কুরআনের) স্পষ্ট উক্তি, যা জামাআত ও ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে আদেশ এবং বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ করতে নিষেধ করে। আর এই মৌলনীতি-ওয়ালা হল আহলুল জামাআহ (জামাআত-ওয়ালা)। যেমন এই নীতি থেকে যারা বের হয়ে যায়, তারা হল আহলুল ফুরক্বাহ (বিচ্ছিন্নতাবাদী)।'[৪৫]

তিনি অন্য এক জায়গায় বলেছেন, 'এই জন্য ফির্কাহ নাজিয়াহর গুণ বর্ণনায় বলা হয়েছে, তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ। আর তারা হল বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট ফির্কাসমূহ বিরলপন্থী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিদআতী ও খেয়ালখুশীর পূজারী। ওদের নির্দিষ্ট ফির্কা

---

([৪৫]) মাজমূউ ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ২৮/৫১

ফির্কাহ নাজিয়াহর নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছতে সক্ষম নয়, তার সমান হওয়া তো দূরের কথা। বরং ওদের নির্দিষ্ট ফির্কা নেহাতই সংখ্যালঘু হতে পারে। আর ঐ সকল ফির্কার প্রতীক বা নিশান হল, কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে দূরে সরে যাওয়া।'[৪৬]

২। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ».

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য ৩টি কাজ পছন্দ করেন এবং ৩টি কাজ অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য এই পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, সকলে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রশি (কুরআন বা দ্বীন)কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং আল্লাহ তোমাদের উপর যাকে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন তার আনুগত্য কর। আর তিনি তোমাদের জন্য ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করাকে অপছন্দ করেন।" *(মুসলিম ৪৫৭৮নং)*

ইমাম আহমাদের বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত শব্দ এসেছে,

((وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ)).

"আর আল্লাহ যাকে তোমাদের রাষ্ট্রনেতা বানিয়েছেন, তার শুভাকাঙ্ক্ষী হও।" *(আহমাদ ৮৭৯৯নং)*

(৪৬) মাজমূউ ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ৩/৩৪৬, ৪৩৫

ইমাম ইবনে আব্দুল বার্র (রাহিমাহুল্লাহ) তামহীদ গ্রন্থে (২১/২৭২)এ উক্ত হাদীসের নিম্নে বলেছেন, 'এতে রয়েছে সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় আল্লাহর রশিকে মজবুত সহকারে ধারণ করার প্রতি উৎসাহদান। এ স্থলে আল্লাহর রশির অর্থে দুটি উক্তি আছে, প্রথম হল ঃ আল্লাহর কিতাব। এবং দ্বিতীয় হল ঃ জামাআত। আর ইমাম (রাষ্ট্রনেতা) ছাড়া জামাআত হয় না। আমার কাছে এর (উভয়) অর্থ অন্তঃপ্রবিষ্ট ও কাছাকাছি। যেহেতু আল্লাহর কিতাব ঐক্যের আদেশ দেয় এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে নিষেধ করে।'

অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/১৩৪)এ 'আল্লাহর রশি'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'তাঁর রশির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাঁর কিতাব, তাঁর দ্বীন, ইসলাম, ইখলাস, তাঁর আদেশ, তাঁর অঙ্গীকার, তাঁর আনুগত্য ও জামাআত। এ সকল ব্যাখ্যা সাহাবা ও তাবেঈন কর্তৃক বর্ণিত। এর প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই শুদ্ধ। যেহেতু কুরআন দ্বীনে ইসলাম অবলম্বন করার আদেশ দেয়। আর তা হল তাঁর অঙ্গীকার, আদেশ ও আনুগত্য। সম্মিলিতভাবে মজবুত সহকারে তা ধারণ করা সম্ভব হবে কেবল জামাআতের মাধ্যমেই। পরন্তু দ্বীনে ইসলামের প্রকৃতত্ব হল আল্লাহর জন্য ইখলাস (একনিষ্ঠ, বিশুদ্ধচিত্ত ও অকপট হওয়া)।'

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসের নিম্নে বলেছেন, 'মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ায় ত্রুটি ঘটার একমাত্র কারণ হল উক্ত তিন আদেশ অথবা তার কিছু লঙ্ঘন করা।'[৪৭]

৩। সূরা ফাতিহায় মহান আল্লাহর বাণী,

(৪৭) আদ্-দুরারুস সানিয়্যাহ ২/ ১৩২

{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}

"আমাদেরকে সরল পথ দেখাও; তাদের পথ --যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ --যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) নয় এবং যারা পথভ্রষ্টও (খ্রিষ্টান) নয়।"

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) ইগাষাতুল লাহফান গ্রন্থে (১/১৩১)এ বলেছেন, 'সেই সরল পথ, যার অনুসরণ করতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে অসিয়ত করেছেন, তা হল সেই পথ, যে পথে ছিলেন নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাবর্গ। আর তা হল ঋজু পথ। সে পথের বাইরের সকল পথ বক্রপথসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য বক্রতা অসামান্য হতে পারে, যা সরল পথ থেকে অনেক দূরে হয়। আর তা সামান্যও হতে পারে। আর উভয়ের মাঝে আছে বহু স্তর, যার সংখ্যা কেবল আল্লাহই জানেন। এ হল বাস্তব জগতের পথের মতো। পথিক কখনো পথচ্যুত হয়ে বহু দূরে চলে যায়। আবার কখনো কম দূরে চলে যায়।

সুতরাং সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা অথবা না থেকে বক্রপথ অবলম্বন করার বিষয়টি জানার নিক্তি হল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাবর্গের পথ। আর সে পথ থেকে বিচ্যুত অবহেলাকারী যালেম অথবা অপব্যাখ্যাকারী মুজতাহিদ অথবা অজ্ঞ অন্ধানুকরণকারী। এদের প্রত্যেকের কর্ম থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তাহলে অবশিষ্ট থাকে কেবল মধ্যপন্থা (সরল পথের অনুসরণ) এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধারণ। আর এটাই হল দ্বীনের কেন্দ্রবিন্দু।'

সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিক সালাফিয়াত সজ্ঞানে ন্যায়নিষ্ঠভাবে অবলম্বন করবে, সে সর্বনাশী ও ভ্রষ্টকারী ফির্কাসমূহের মাঝে (মধ্যপন্থায়) অবস্থান করবে। যেহেতু হক থাকে দুই ভ্রষ্টতার মাঝে।

ইমাম আওযায়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃত এমন কোন আদেশ নেই, যাতে শয়তান দুটি আচরণ দ্বারা বিরোধিতা করে না। দুটির মধ্যে যে কোন একটি কার্যকরী হলে সে অন্যটার পরোয়া করে না। সে দুটি হল ঃ অতিরঞ্জন করা এবং অবজ্ঞা করা।'[৪৮]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃত এমন কোন আদেশ নেই, যাতে শয়তানের দুটি প্ররোচনা থাকে না। হয় অবজ্ঞা ও অবহেলা, না হয় অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি। সুতরাং দুটি পাপের মধ্যে যে কোন একটি দিয়ে বান্দার উপর বিজয়লাভ করলে, তাতে সে কোন পরোয়া করে না।

বলা বাহুল্য, সে বান্দার হৃদয়ে আগত হয়ে তা শুঁকে পরীক্ষা করে, অতঃপর যদি দেখে তাতে শৈথিল্য, আলস্য বা হেলাফেলা রয়েছে, তাহলে সে সেই সুযোগ গ্রহণ ক'রে তার মনে নিরুৎসাহ, ও কর্মবিমুখতা সৃষ্টি করে। কুঁড়েমি, গয়ংগচ্ছ, দীর্ঘসূত্রতা প্রক্ষেপ করে। আর কর্ম না করার নানা ওজর-অজুহাত ও অপব্যাখ্যার দরজা খুলে দেয় এবং তার মনে আশার বাসা তৈরি করে। পরিশেষে বান্দা হয়তো-বা নির্দেশিত কর্ম বিলকুল ত্যাগ ক'রে বসে।

পক্ষান্তরে যদি সে বান্দার হৃদয়ে সতর্কতা, স্ফূর্তি, আগ্রহ, উৎসাহ, স্পৃহা, প্রচেষ্টা ইত্যাদি লক্ষ্য করে, তাহলে সে এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে তাকে অতিরিক্ত চেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করে। সে তাকে বলে, 'এতটুক করা যথেষ্ট নয়। তোমার হিম্মত আরো বেশি। তোমাকে সবার চাইতে বেশি আমল করা উচিত। ওরা ঘুমালে তুমি ঘুমায়ো না, ওরা রোযা ছাড়লে তুমি ছেড়ো না, ওরা শৈথিল্য করলে তুমি করো না,

---

([৪৮]) আল-মাক্বাসিদুল হাসানাহ ২০৫পৃঃ)

ওরা (উযূতে) তিনবার মুখ-হাত ধুলে তুমি সাতবার ধোও, ওরা নামাযের জন্য উযূ করলে তুমি তার জন্য গোসল কর।' ইত্যাদি।

এইভাবে সে নানাবিধ অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি সৃষ্টি করে তার আমলে। ফলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়, কর্মের সীমা লংঘন করে। যেমন প্রথমজনকে এর বিপরীতভাবে আমলে অবজ্ঞা, অবহেলা ও আমল বর্জনে বাধ্য করে। তার উদ্দেশ্য, দুজনেই যেন 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' থেকে সুদূরে চলে যায়। এ যেন তার কাছে না আসে, নিকটবর্তী না হয় এবং ও যেন তা লংঘন করে এবং অতিক্রম করে যায়।

অধিকাংশ মানুষ এই ফিতনায় পতিত। এ থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র সুগভীর ইল্‌ম, সুদৃঢ় ঈমান, শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধশক্তি এবং আমলে মধ্যপন্থা। আর আল্লাহই সাহায্যস্থল।"[৪৯]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর পুস্তিকা 'আল-আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বিয়্যাহ'তে[৫০] আহলে সুন্নাহর মধ্যপন্থার বিবরণে বলেন, 'অনুরূপ সুন্নাহর সকল দরজায় তাঁরা মধ্যপন্থী। যেহেতু তাঁরা আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাত এবং (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণ এবং যেসব লোক সরল অন্তরে তাঁদের অনুগামী হয়েছেন, তাঁরা যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন, তা সুদৃঢ়ভাবে ধারণকারী।'

## সালাফী মানহাজের আরো একটি আলামত

যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা হল হকের উপর নির্বিচল থাকা।

---

([৪৯]) আল-ওয়াবিলুস স্বাইয়িব ২৯-৩০পৃঃ

([৫০]) মাজমূউ ফাতাওয়া ৩/৩৭৫

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (٤٠) سورة الحج

"তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।' আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিষ্টান সংসার-বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ; যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে (তাঁর ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাশক্তিমান, চরম পরাক্রমশালী।" (হাজ্জ ঃ ৪০)

{يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ}

(٢٧) سورة إبراهيم

"যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণী দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন।" (ইব্রাহীম ঃ ২৭)

হুযাইফা ﷺ বলেছেন, 'প্রকৃত ভ্রষ্টতা হল, তুমি সেটাকে ভালো জানছ, যেটাকে আপত্তিকর জানতে এবং সেটাকে আপত্তিকর জানছ, যেটাকে ভালো জানতে! সাবধান! মহান আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে রঙ বদল করা (বহুরূপী হওয়া) থেকে দূরে থেকো। যেহেতু আল্লাহর দ্বীন

এক।’[৫১]

প্রিয় পাঠকমন্ডলী! আল্লাহ আপনাদের হিফাযত করুন। সম্ভবতঃ আপনাদের মনে পড়ে আহলুস সুন্নাহর ইমাম আহমাদের অবস্থান। যাঁকে মহান আল্লাহর পথে নির্যাতন করা হয়েছে। কিন্তু তিনি অটল থেকেছেন। তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আরয়াহ,) আল্লাহর পথে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তবুও তিনি হক কথা বলা থেকে পিছপা হননি।

আর ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)এর উপরেও আল্লাহর পথে নির্যাতন করা হয়েছে, তিনিও অবিচল থেকেছেন। (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আরয়াহ।)

বলা বাহুল্য, হকের উপর অটল থাকা এই মানহাজের একটি আলামত। আর তাঁদেরও আলামত, যাঁরা এ মানহাজে সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞ।

আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি তাঁদের জীবন-কথা পাঠ করবে এবং সলফে সালেহর জীবন-চরিত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তার নিকট উক্ত বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আপনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন সাহ্ল রামলী (রাহিমাহুল্লাহ)র জীবন-কথা পড়ে দেখুন। এই আদর্শ ইমাম (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আরয়াহ)এর উপরে ভীষণভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে।

হাফেয যাহাবী ‘আস্-সিয়ার’ গ্রন্থে তাঁর জীবন-কথায় উল্লেখ করেছেন, হাফেয আবূ যার্র বলেছেন, ‘বানী উবাইদ তাঁকে কারারুদ্ধ

---

([৫১]) আবুল কাসেম বাগাবী ‘আল-জা’দিয়াত ২/৩২০২নং, বাইহাক্বীর কুবরা ১০/৪২, লালকাঈ ‘শারহু উসূলি ই’তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ১/১২০নং, হারেষ বিন আবু উসামাহ ‘আল-মুসনাদ’ ১/৪৭০নং

করে এবং সুন্নাহর ব্যাপারে তাঁকে শূলবিদ্ধ করে। আমি শুনেছি, দারাক্বুত্বনী তাঁর কথা উল্লেখ ক’রে কেঁদেছেন ও বলেছেন, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদের যখন চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি বলছিলেন,

{كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا}

“এটা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল।”

আমি বলি, তাঁর বারবার উক্ত আয়াতখন্ড পাঠ করা এ কথার দলীল যে, তিনি আল্লাহর ফায়সালা ও তকদীরে বিশ্বাসী (ও সন্তুষ্ট) ছিলেন।

ইবনুল আকফানী তাঁর দেহের চামড়া ছাড়ানোর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলেছেন, তাঁর দেহের চামড়া যে ছাড়িয়েছে, সে ছিল একজন ইয়াহুদী। এই ইয়াহুদী কসাইও তাঁর এই কষ্টে কষ্ট পেয়ে তাঁর প্রতি সদয় হয়েছিল এবং দয়া করেই তাঁর হৃৎপিন্ডে খঞ্জরাঘাত ক’রে তাঁকে হত্যা করেছিল।

তিনি বলেন, সুতরাং তাঁর দেহের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তাতে জাব (গম-যবের কাঁচকি বা বিচালিচূর্ণ) ভর্তি ক’রে শূলে চড়ানো হয়েছিল!’[৫২]

তাঁকে শূলবিদ্ধ করা হয়েছিল সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার দোষে! যে জিনিসের জন্য তিনি ধৈর্যধারণ করতে পেরেছেন, কে পারবে তাঁর মতো? (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।)

ইমাম আবুল মুযাফ্ফার সামআনী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘আহলে হাদীস যে হকপন্থী, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, তুমি যদি তাঁদের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন কর, যা তাঁদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত,

---

([৫২]) সিয়ারু আ’লামিন নুবালা’ ১৬/১৪৮

প্রাচীন থেকে নব্য পর্যন্ত, তাঁদের দেশ ও কাল ভিন্ন-ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের মাঝে দেশের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের প্রত্যেকের ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করা সত্ত্বেও, তাঁদের লিখিত গ্রন্থসমূহ যদি অধ্যয়ন কর, তাহলে দেখবে, তাঁদের আকীদার বিবরণ-পদ্ধতি এক, ধরন অভিন্ন। তাঁরা তাতে একই পন্থায় চলমান থাকেন, তার থেকে চ্যুত হন না এবং ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন না। তাতে তাঁদের বক্তব্য এক। তাঁদের কর্ম এক। তুমি তাঁদের মাঝে না কোন প্রকারের মতানৈক্য দেখতে পাবে, আর না সামান্য পরিমাণও কোন বিষয়ে বিভক্তি। বরং যদি তুমি তাঁদের জবানি ও তাঁদের সলফ থেকে উদ্ধৃত সকল বক্তব্য একত্রিত কর, তাহলে দেখতে পাবে, তার সবটাই যেন একই হৃদয় থেকে আগত হয়েছে। একই জিহবা থেকে নিঃসৃত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, হকের সপক্ষে এর থেকে স্পষ্ট কোন দলীল থাকতে পারে কি?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} (٨٢) سورة النساء

"তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? এ (কুরআন) যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে (অবতীর্ণ) হত, তাহলে নিশ্চয় তারা তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা পেত।" *(নিসা ঃ ৮২)*

তিনি আরো বলেছেন,

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} (١٠٣) سورة آل عمران

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (দ্বীন বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে।" (আলে ইমরান ঃ ১০৩)[৫৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তুমি দেখবে আহলুল কালাম (ফির্কা)র লোকেরা সবার চাইতে বেশি এক কথা থেকে অন্য কথায় ফিরে যায়। এক জায়গায় কোন কথা নিশ্চিতরূপে বলে অতঃপর অন্য জায়গায় তার বিপরীত কথা নিশ্চিতরূপে বলে এবং তার বক্তাকে কাফের আখ্যায়িত করে। আর এ হল নিশ্চিত বিশ্বাস না থাকার দলীল। যেহেতু ঈমান হল তাই, যা কাইসার বলেছিলেন, যখন আবূ সুফিয়ানকে নবী ﷺ-এর সাথে ইসলামে দীক্ষিত মুসলিমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তাদের মধ্যে কেউ কি দ্বীনে প্রবেশ করার পর তা অপছন্দ ক'রে (মুর্তাদ হয়ে) ফিরে যায়?' আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন, 'না।' বাদশা বলেছিলেন, 'অনুরূপ ঈমান। যখন তার প্রফুল্লতা হৃদয়ের সাথে মিশে যায়, তখন কেউ তা অপছন্দ করে না।' (বুখারী ৭নং)

এই জন্য কিছু সলফ উমার বিন আব্দুল আযীয বা অন্য কেউ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের দ্বীনকে তর্ক-বিতর্কের লক্ষ্যবস্তু বানাবে, তার দল-বদল বেশি হবে।'

পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীস, তাঁদের উলামা অথবা নেক জনসাধারণের ব্যাপারে কেউ জানে না যে, তিনি নিজ উক্তি অথবা আকীদা থেকে রুজু করেছেন। বরং এ বিষয়ে সকল মানুষের চাইতে

---

([৫৩]) তাঁর এ কথাগুলিকে তাঁর নিকট থেকে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ 'স্বওনুল মান্তিক্ব ওয়াল-কালাম' (১৬৫পৃষ্ঠা)তে উদ্ধৃত করেছেন।

তাঁরাই বেশি ধৈর্যধারণ ক'রে থাকেন; যদিও তাঁদেরকে নানা কষ্ট দিয়ে পরীক্ষায় ফেলা হয় এবং বিভিন্ন ফিতনায় ফেলে নিপীড়িত করা হয়। আর এ হল পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও তাঁদের অনুগামিগণের অবস্থা; যেমন আসহাবুল উখদূদ এবং অনুরূপ আরো অন্যান্যদের অবস্থা। যেমন এই উম্মতের সলফ সাহাবা, তাবেঈন ও ইমামগণের অবস্থা।

মোটের উপর কথা, আহলুল কালাম ও ফালসাফা-ওয়ালা (দার্শনিক)দের চাইতে আহলুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহর অবিচলতা ও স্থিরতা অনেক গুণে বেশি।'[৫৪]

## সপ্তম পয়েন্ট ঃ
## উপক্রমণিকা

আর এতে থাকবে আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাতকারী বক্তব্য।

প্রিয় পাঠকমন্ডলী! সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা চক্রে গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রতিবেদন আমাদের দৃষ্টিতে গত হয়েছে। যে মানুষ নিজের পরিত্রাণ ও মুক্তির ব্যাপারে আগ্রহী, তার জন্য আবশ্যক, প্রাচীন বিষয় উম্মতের সলফে সালেহর তরীকা মজবুত সহকারে ধারণ ক'রে থাকার যে নির্দেশসমূহ জানা হল, তা পালন করা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (١١٠) سورة الكهف

"সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।" (কাহফ ঃ ১১০)

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (٢١) سورة الأحزاب

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (আহ্যাব ঃ ২১)

ইতিপূর্বে ইমামগণ থেকে সলফে সালেহর তরীকা অবলম্বনের প্রতি উৎসাহদান, উদ্বুদ্বকরণ ও আদেশ দানের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লিখিত হয়েছে, এ স্থলে আমি অতিরিক্ত আরো কিছু আলোময় ও উজ্জ্বলকারী বাণী উল্লেখ করব। যা দিয়ে উপদেশ দেব। আর উপদেশ মু'মিনদেরকে উপকৃত করে। তা হল নিম্নরূপ ঃ-

১। উমার বিন আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ)র একজন গভর্নর তাঁকে খেয়ালখুশি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার উত্তরে লিখেছিলেন, 'অতঃপর বলি যে, আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, তুমি আল্লাহ-ভীতি রাখবে, তাঁর ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, তাঁর রীতি ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করবে এবং তাঁর পরবর্তীকালে যেখানে তাঁর সুন্নত প্রচলিত রয়েছে এবং তা সকলের জন্য যথেষ্ট, সেখানে নব উদ্ভাবনকারীরা যা উদ্ভাবন করেছে, তা বর্জন করবে।

সুতরাং তুমি সুন্নাহ অবলম্বন কর। কারণ আল্লাহর হুকুমে তা তোমার জন্য বাঁচার অসীলা।

জেনে রেখো, লোকে তখনই বিদআত রচনা করে, যখন তার পূর্বে কোন এমন বিষয় অতীত হয়ে যায়, যা তার দলীল ও উপদেশ হয়।

---

([৫৪]) মাজমূউ ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ৪/৫০

পরন্তু সুন্নাহ তিনি বিধিবদ্ধ করেছেন, যিনি জেনেছেন তার বিপরীত যে ত্রুটি, পদস্খলন, বোকামি ও অতিরিক্ত গভীর ভাবনার বিষয় থাকে। সুতরাং তুমি তোমার নিজের জন্য তাই নিয়ে তুষ্ট হও, যা নিয়ে (পূর্ববর্তী) সম্প্রদায় নিজেদের জন্য তুষ্ট ছিলেন। যেহেতু তাঁরাই অগ্রণী এবং তাঁরা সজ্ঞানে (থামার জায়গায়) থেমেছেন, সফল বা সমীক্ষক দৃষ্টির সাথে বিরত হয়েছেন। নিশ্চিতরূপে তাঁরাই রহস্য উদ্‌ঘাটনে বেশি সক্ষম ছিলেন। আর তাতে কোন মাহাত্ম্য থাকলে তাঁরাই তার বেশি হকদার ছিলেন। অতএব যদি তাই হিদায়াত হয়, যার উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত আছ, তাহলে সে ব্যাপারে তোমরা তাঁদের অগ্রগামী হয়েছ। (অথচ তা অসম্ভব।) আর যদি বল যে, যা নব উদ্ভাবিত হয়েছে, তা তাঁদের পর, তাহলে আসলে তা উদ্ভাবন করেছে কেবল সেই লোক, যে তাঁদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করেছে এবং তাঁদের অপেক্ষা নিজেকে প্রিয় মনে করেছে। পরন্তু তাঁরা সে বিষয়ে যে কথা বলেছেন, তা যথেষ্ট। তার যে বিবরণ তাঁরা দিয়েছেন, তা সন্তোষজনক। তাঁদের নিম্নের ব্যক্তি শিথিলপন্থী এবং তাঁদের ঊর্ধ্বের ব্যক্তি সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী। বহু সম্প্রদায় তাঁদের নিম্নে থেকে শিথিল হয়ে গেছে এবং অন্য বহু লোক তাঁদের উপরে উঠতে চেয়ে অতিরঞ্জন করেছে। আর তাঁরা এরই মাঝামাঝিতে সরল হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত।'[৫৫]

২। ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুসলিম যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমাদের উলামাগণের মধ্যে যাঁরা বিগত হয়েছেন, তাঁরা বলতেন, সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আর ইল্‌মকে শীঘ্রই তুলে নেওয়া হবে। বলা বাহুল্য, ইল্‌ম অবশিষ্ট থাকলে দ্বীন ও দুনিয়া কায়েম থাকবে। আর ইল্‌ম চলে গেলে সব কিছুই চলে যাবে।'[৫৬]

৩। ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ) সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'তাঁর সুন্নাহর অবলম্বনে রয়েছে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা এবং ব্যাপক মর্যাদা। তার দীপমালা নির্বাপিত হয় না। তার দলীল ও হুজ্জত খন্ডন ও ব্যর্থ করা যায় না। যে তা অবলম্বন করে, সে রক্ষা পায় এবং যে তার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে অনুতপ্ত হয়। যেহেতু তা হল সুরক্ষিত দুর্গ এবং মজবুত স্তম্ভ। যার মর্যাদা স্পষ্ট এবং রশি সুদৃঢ়। যে তা মজবুত সহকারে ধারণ করে, সে নেতৃত্ব লাভ করে এবং যে তার বিরুদ্ধাচরণ কামনা করে, সে ধ্বংস হয়ে যায়। তার প্রতি সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ বিলম্বে সৌভাগ্যবান হয় এবং সৃষ্টির মাঝে অবিলম্বে ঈর্ষিত হয়।[৫৭]

৪। ইমাম ইবনে কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) যাম্মুল মুওয়াসবিসীন (গ্রন্থের ৪১পৃষ্ঠা)য় বলেছেন, 'সুন্নাহর অনুসরণে রয়েছে শরীয়ত সমর্থনের বর্কত, মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি, মর্যাদার উন্নতি, হৃদয়ের প্রশান্তি, দেহের স্থিরতা, শয়তানের লাঞ্ছনা এবং সরল পথের অনুসরণ।'

৫। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আল্লাহর (নৈকট্য লাভের) সবচেয়ে নিকটবর্তী অসীলা হল সুন্নাহ অবলম্বন করা, প্রকাশ্যে ও গোপনে তার সাথে অবস্থান করা, আল্লাহর প্রতি সর্বদা মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা এবং কথায় ও কাজে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা। এই তিন অসীলা ছাড়া কেউই আল্লাহর নৈকট্য

---

([৫৫]) আজুরীর আশ্‌-শারীআহ ৪৮পৃঃ, ইবনে ওয়াযযাহর আল-বিদাউ ওয়ান-নাহয়্যু আনহা ৭৪নং, সনদ সহীহ। অনুরূপ আছে আবূ নুআইমের হিল্‌য়্যা (৫/৩৩৮)তে। আরো দ্রঃ শাত্বেবীর আল-ই'তিস্বাম ১/৫০

([৫৬]) সুনান দারেমী ১/৪৪, সনদ সহীহ

([৫৭]) আল-ইহসান ১/১০২

লাভে ধন্য হয়নি। আর এই তিনটি অসীলা থেকে অথবা তার একটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া কেউ তাঁর নৈকট্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি।'[৫৮]

৬। ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'কুরআনের তফসীরে, হাদীসের অর্থে এবং হালাল-হারামের মন্তব্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইল্ম হল তাই, যা সাহাবা, তাবেঈন, তাবা-তাবেঈন এবং ইসলামের অনুসরণীয় প্রসিদ্ধ সর্বশেষ ইমামগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যাঁদের নাম আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

বলা বাহুল্য, এ মর্মে তাঁদের নিকট থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা বোঝা, অনুধাবন করা এবং ফিকহী জ্ঞান লাভ করার সাথে তার সংরক্ষণ করা হল সকল ইল্মের সেরা ইল্ম। আর তাঁদের পরবর্তীকালে (ইল্মের মধ্যে) যে প্রশস্ততা প্রকাশ পেয়েছে, তার অধিকাংশে কোন মঙ্গল নেই। অবশ্য যদি তা তাঁদের বক্তব্য সম্পর্কিত কোন ব্যাখ্যা হয়, তাহলে তার কথা ভিন্ন। নচেৎ যা তাঁদের বক্তব্যের পরিপন্থী, তার অধিকাংশ বাতিল অথবা তাতে কোন উপকার নেই। তাঁদের পরবর্তীদের বক্তব্যে এমন কোন হকই পাওয়া যায় না, যা তাঁদের বক্তব্যে সংক্ষিপ্ত শব্দে ও বাক্যে পাওয়া যায় না। আর তাঁদের পরবর্তীদের বক্তব্যে এমন কোন বাতিলও পাওয়া যায় না, যা তাঁদের বক্তব্যে তার বাতিল হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায় না। যে বোঝে ও চিন্তা-গবেষণা করে (সে তা অবশ্যই পেয়ে যায়)। পরন্তু তাঁদের বক্তব্যে পাওয়া যায় চমৎকার অর্থ ও সূক্ষ্ম আপত্তি, যার প্রতি তাঁদের পরবর্তীরা পৌঁছতে পারে না এবং সে বিষয়ে তাদের অবগতিও নেই। তাই যে ব্যক্তি তাঁদের বক্তব্য থেকে ইল্ম গ্রহণ করে না, তার উক্ত সকল কল্যাণ হাতছাড়া হয়। এর সাথে সে তাঁদের পরবর্তীদের

([৫৮]) আল-ফাওয়াইদ ১০৮পৃঃ

অনুসরণ ক'রে অনেক বাতিলে এসে আপতিত হয়।

অবশ্য যে ব্যক্তি তাঁদের বক্তব্যসমূহ একত্রিত করার ইচ্ছা করবে, তার প্রয়োজন হবে সে সব বক্তব্যের শুদ্ধ-অশুদ্ধ জানার। আর তা সম্ভব হবে 'আল-জারহু ওয়াত্-তা'দীল' এবং 'আল-ইলাল' ইল্ম অর্জনের মাধ্যমে। সুতরাং যে ব্যক্তির উক্ত ইল্ম সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না, সে যা উদ্ধৃত করছে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে না এবং তার নিকট হক-বাতিলের মাঝে তালগোল পেকে যাবে।

বর্তমান যুগে অনুসরণীয় সলফদের বক্তব্য লেখা ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক ও আবূ উবাইদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাঁদের পরবর্তীকালে যা ঘটেছে, তার ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যেহেতু তাঁদের পরে বহু (বিদআত ও ফিতনার) ঘটনা ঘটেছে।'[৫৯]

সুতরাং আল্লাহর কাছেই তাঁর সুন্দর নামাবলী ও সুউচ্চ গুণাবলীর অসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে সেই কাজের তওফীক দেন, যা তিনি ভালোবাসেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। আমরা যেখানেই থাকি, সেখানেই যেন আমাদেরকে বর্কতপ্রাপ্ত রাখেন। আমাদেরকে ইসলাম ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ফিতনা থেকে মুক্ত অবস্থায় আমাদের মৃত্যুদান করেন এবং তাঁর নেক বান্দাগণের সাথে আমাদেরকে মিলিত করেন। নিশ্চয় তিনি অতি বড় দানশীল মহানুভব, সর্বশ্রোতা ও আহবানে সাড়াদানকারী।

وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

সমাপ্ত

([৫৯]) ফায়লু ইলমিস সালাফি আলা ইলমিল খালাফ ৪০-৪২পৃঃ

পরিশিষ্ট

# সালাফী হওয়ার গুরুত্ব

আমরা সলফদের মর্যাদা এবং আমলে ও দাওয়াতে তাঁদের অনুসরণ ক'রে সালাফী হওয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে ইতিপূর্বে জ্ঞাত হয়েছি। তবুও সংক্ষেপে আরো একবার স্মরণ ক'রে নেওয়া উত্তম বলে মনে হয়। তাই আবারও পাঠকের প্রণিধান আকর্ষণ করছি।

১। সরল মনে তাঁদের অনুসরণকারিদের প্রশংসা করেছেন মহান আল্লাহ। (তাওবাহ ঃ ১০০)

২। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী, সত্যাশ্রয়ী। আর মহান আল্লাহ তাঁদের সঙ্গে থাকতে বলেছেন। (ঐ ঃ ১১৯)

৩। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে মধ্যপন্থী এবং মানুষের জন্য সাক্ষী বানিয়েছেন। (বাক্বারাহ ঃ ১৪৩)

৪। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে মনোনীত ও নির্বাচিত ক'রে তাঁর রসূল ﷺ-এর সহচর বানিয়েছেন। যাতে রসূল ﷺ তাঁদের উপর সাক্ষী হন এবং তাঁরাও মানুষের উপর সাক্ষী হন। (হাজ্জ ঃ ৭৮)

৫। মহান আল্লাহ তাঁদের ঈমানকে হক ও বাতিল এবং সুপথ প্রাপ্তি ও বিরুদ্ধাচরণের নিক্তি বানিয়েছেন। (বাক্বারাহ ঃ ১৩৬- ১৩৭)

৬। তাঁদের পথ ছেড়ে যারা অন্য পথ অবলম্বন করবে, তারা ভ্রষ্ট। মহান আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন। (নিসা ঃ ১১৫) বুঝা গেল, তাঁদের পথ অবলম্বন করা ওয়াজেব।

৭। তাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে থেকে কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানলাভে ধন্য হয়েছে। আর তাঁদের পরবর্তীরা শিখেছে, তাঁদের নিকট থেকে। সুতরাং অনুসরণে তাঁরাই প্রাধান্য পান। *(জুমআহ ঃ ২-৩)*

৮। তাঁরাই সুপথপ্রাপ্ত। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তা তাঁদের হৃদয়ে সুশোভিত করেছেন। আর কুফরী (অবিশ্বাস), পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তাঁদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। আর বলেছেন, তঁরাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (হুজুরাত ঃ ৭)

৯। তাঁরাই সুপথপ্রাপ্ত, তাঁরাই সেই সরল পথের নিয়ামতপ্রাপ্ত পথিক, যে পথ আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শহীদান ও সালিহীনের পথ। *(ফাতিহা, নিসা ঃ ৬৯)*

১০। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষ্যমতে তাঁর পর তাঁদের যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। *(বুখারী ২৬৫১, মুসলিম ৬৬৩৮নং)*

১১। তাঁদের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

« النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِى فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةٌ لأُمَّتِى فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِى أَتَى أُمَّتِى مَا يُوعَدُونَ ».

"নক্ষত্রমন্ডলী আকাশের জন্য নিরাপত্তা। নক্ষত্রমন্ডলী ধ্বংস হলে আকাশে তার প্রতিশ্রুত জিনিস এসে যাবে। আর আমি আমার সাহাবার জন্য নিরাপত্তা। আমি চলে গেলে আমার সাহাবার কাছে প্রতিশ্রুত জিনিস এসে যাবে। অনুরূপ আমার সাহাবাবর্গ আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা। সুতরাং আমার সাহাবাবর্গ বিদায় নিলে আমার উম্মতের মাঝে প্রতিশ্রুত জিনিস এসে পড়বে।" *(আহমাদ ১৯৫৬৬, মুসলিম ৬৬২৯নং)*

১২। মহানবী ﷺ মতভেদের সময় তাঁর ও তাঁর সাহাবা তথা খুলাফায়ে রাশেদীনের পথ অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। *(আবু দাঊদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২নং)*

১৩। মহানবী ﷺ সাক্ষ্য দিয়েছেন, প্রত্যেক নবীর সহযোগী ও সঙ্গী হয়। (মুসলিম ১৮৮নং) আর তাঁরা তাঁর সহচর ও সহযোগী, যাঁরা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করতেন এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করতেন।

১৪। মহানবী ﷺ বলেছেন, তাঁর উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এবং তাঁর ও তাঁর আদর্শ গ্রহণকারী দলকে পরিত্রাণপ্রাপ্ত একমাত্র দল বলে ঘোষণা করেছেন। *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

১৫। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের মাঝে বললেন, "অদূর ভবিষ্যতে ফিতনা হবে।" তাঁরা বললেন, 'তাহলে আমাদের কী হবে হে আল্লাহর রসূল! আমরা কী করব?' তিনি বললেন,

((تَرْجِعُونَ إِلَى أَمْرِكُمُ الأَوَّل)).

"তোমরা তোমাদের প্রাথমিক বিষয়ের দিকে ফিরে যাবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ৩২৩৩নং, ত্বাহাবীর শারহু মুশকিলিল আষার ৩/১৪০, সিঃ সহীহাহ ৩১৬৫নং)*

১৬। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ বান্দাগণের অন্তরসমূহে দৃষ্টিপাত করলেন, তাতে তিনি মুহাম্মাদের অন্তরকে বান্দাগণের অন্তরসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পেলেন। সুতরাং তিনি তাঁকে নিজের জন্য (বন্ধু) নির্বাচন করলেন এবং তাঁর দূত হিসাবে প্রেরণ করলেন। অতঃপর পুনরায় তিনি মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য সকল বান্দাগণের অন্তরসমূহে দৃষ্টিপাত করলেন, তাতে তিনি মুহাম্মাদের সাহাবাদের অন্তরসমূহকে বান্দাগণের অন্তরসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পেলেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে তাঁর নিজ নবীর মন্ত্রী বানালেন, যাঁরা তাঁর দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করবেন। সুতরাং মুসলিম (সাহাবা)গণ যেটাকে ভালো মনে করেন, সেটা আল্লাহর নিকট ভালো। আর তাঁরা যেটা মন্দ মনে করেন, সেটা আল্লাহর নিকট মন্দ।' *(আহমাদ ৩৬০০, শারহুস সুন্নাহ বাগাবী ১/২১৪-২১৫)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ আরো বলেন, 'সাবধান! তোমাদের কেউ যেন নিজ দ্বীনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির এমন অন্ধ অনুকরণ না করে যে, সে ঈমানের কাজ করলে সেও করবে, নচেৎ সে কুফরী করলে সেও করবে। বরং যদি তোমাদের অন্ধ অনুকরণ করা জরুরীই হয়, তাহলে তোমরা পরলোকগত মানুষের (নবী ও সাহাবাদের) অনুকরণ কর। কারণ জীবিত ব্যক্তির ব্যাপারে ফিতনার নিরাপত্তা নেই।' *(লালকাঈ ১/৯৩, ১৩০নং, মাজমাউয যাওয়াইদ, হাইষামী ১/১৮০)*

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে আদর্শ বানাতে চায়, সে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাবৃন্দকে নিজের আদর্শ বানায়। কারণ তাঁরা অন্তরের দিক থেকে এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। ইলমে সবচেয়ে সুগভীর ও 'তাকাল্লুফ' (কষ্টকল্পনায়) অতি কম। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তোমরা তাঁদের অধিকার স্বীকার কর। কারণ তাঁরা ছিলেন সরল ও সঠিক পথের পথিক।' *(রাযীন, মিশকাত ১৯৩নং, আল্লামা আলবানীর মতে এটি যয়ীফ, কিন্তু এর অর্থ সহীহ)*

তিনি আরো বলেছেন, 'তোমরা অনুসরণ কর, (বিদআত) উদ্ভাবন করো না। তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তোমরা প্রাচীন বিষয়কে অবলম্বন কর।' (দারেমী ১/৬৯ প্রমুখ)

১৭। আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে আদর্শ বানাতে চায়, সে যেন মৃতদেরকে নিজের আদর্শ বানায়। তাঁরা হলেন

মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবা। তাঁরা এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। হৃদয়ে সবচেয়ে সৎশীল, ইলমে সবচেয়ে সুগভীর ও 'তাকাল্লুফ' (কষ্টকল্পনায়) অতি কম। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য এবং তাঁর দ্বীন বহনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের চরিত্র ও নিয়ম-নীতিতে সাদৃশ্য অবলম্বন কর। যেহেতু তাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচর। তাঁরা ছিলেন সরল সুপথের উপর। *(হিল্‌য়াতুল আউলিয়া ১/৩০৫-৩০৬)*

১৮। হুযাইফা বিন য়্যামান ﷺ বলেছেন, 'এমন ইবাদত, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণ করেননি, তা তোমরা করো না।' *(মাজমূউ ফাতাওয়াল আলবানী ১/৮৯)*

১৯। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যে জিনিস প্রাথমিক পর্যায়ের উম্মাহকে সৎশীল (বা সুযোগ্য) বানিয়েছে, সে জিনিস ছাড়া এই শেষ পর্যায়ের উম্মাহকে সৎশীল (বা সুযোগ্য) বানাতে পারে না।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ১/২৪১ প্রমুখ)*

পর্যায়ের উম্মাহকে সৎশীল (বা সুযোগ্য) বানিয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ। কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহকে সৎশীল (বা সুযোগ্য) বানাবে কিতাব ও সুন্নাহ; যদি তা সলফদের বুঝ অনুযায়ী হয়।

২০। ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'সালাফী আষার ও সাহাবীদের দেওয়া ফতোয়া অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া বৈধ। বরং পরবর্তীদের রায় ও ফতোয়া গ্রহণ করার চাইতে তাঁদের ফতোয়া গ্রহণ করা অধিক সঙ্গত।' *(জাওয়াযুল ফাতওয়া বিল-আষারিস সালাফিয়্যাহ ১/২২১)*

আমাদের প্রতিপালক তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং রসূল ﷺ তাঁদের তারীফ করেছেন, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং জ্ঞানীদের কাছে কোন সন্দেহ নেই যে, সালাফী তরীকাই অবলম্বন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক।

## সলফদের কোন্ কথা ও আমল আমাদের জন্য দলীল?

সলফ তথা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর কথা ও কর্ম আমভাবে দলীল নয়। বরং তাতে শর্ত রয়েছে।

প্রথমতঃ তাঁদের বর্ণিত সে কথা বা আমলের সনদ সহীহ হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ এমন নয় যে, যে কোন একজন সাহাবীর কথা বা আমলকে মেনে নিলেই হবে। যেহেতু হাদীসে এসেছে,

((أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ)).

"আমার সাহাবীগণ তারকারাজির মতো। তাদের যার অনুসরণ করবে, সুপথ পাবে।"

কিন্তু এ হাদীস সহীহ নয়; বরং এটি জাল হাদীস। *(সিঃ যয়ীফাহ ৫৮-৬২নং)*

বিশেষ ক'রে সাহাবীর কথা ও কাজ যদি কুরআন বা হাদীসের বিরোধী হয় অথবা অন্য সাহাবীর কথা বা কাজের বিপরীত হয়, তাহলে আমরা সে ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ ক'রে 'সালাফী' হব কীভাবে?

উদাহরণ স্বরূপ সাহাবী আবূ তালহা রোযা অবস্থায় বরফ খেতেন এবং বলতেন, 'এটা বরকত; এটা খাদ্যও নয়, পানীয়ও নয়!'

মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, '(আবূ তালহার) এই মওকুফ হাদীসটি উক্ত (তারকারাজির মারফূ) হাদীসটি বাতিল হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। যেহেতু তা সহীহ হলে আবূ তালহার অনুসরণ ক'রে যে রমযানে (রোযা অবস্থায়) বরফ খাবে, তার রোযা নষ্ট হবে না। (রাযিয়াল্লাহু আনহু।) আর আমার বিশ্বাস, এ কথা আজ কোন মুসলিম বলবে না।' (ঐ ৬৩নং)

উলামাদের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, কোন সাহাবীর উক্তি বা আমল শরয়ী দলীল কি না?

একদল উলামা মনে করেন, আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রসূল ﷺ-এর হাদীস ছাড়া অন্য কিছু শরয়ী দলীল নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: ١٠]

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন -- ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট।" (শূরা ঃ ১০)

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩]

"যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।" (নিসা ঃ ৫৯)

এখানে তৃতীয় কোন এখতিয়ার (অপশন)এর কথা বলা হয়নি। সুতরাং সাহাবীর উক্তি অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উক্তির মতোই, তা শরয়ী কোন দলীল নয়।

কিন্তু উলামার অন্য দলটি বলেন, নিশ্চয় অন্যান্যের তুলনায় সাহাবাগণের অধিক মর্যাদা আছে এবং সাহাবাগণের উক্তি ও আমল পরবর্তীদের উক্তি ও আমল অপেক্ষা সঠিকতার বেশি কাছাকাছি।

তাছাড়া তৃতীয় অপশন না থাকলেও যেভাবে শরয়ী দলীল হিসাবে ইজমা-কিয়াসকে গ্রহণ করা হয়, সেইভাবে সাহাবীর উক্তি ও আমল শরয়ী দলীল বলে বিবেচিত হবে।

অবশ্য তাতে কিছু শর্তারোপ করা হয়েছে। যেমন সাহাবীকে ইল্‌ম ও ফিকহে সুপরিচিত হতে হবে। নচেৎ এমন বহু বেদুঈন সাহাবী আছেন, যাঁরা ইসলাম গ্রহণের পর মরুবাসে ফিরে গেছেন এবং শরয়ী জ্ঞানের সাথে খুব একটা সম্পর্ক রাখেননি।

এ ছাড়া যেমন উল্লিখিত হয়েছে, সাহাবীর উক্তি বা আমল সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

আমরা সংক্ষেপে এ ব্যাপারে পাঠককে অবহিত করব, যাতে সালাফী হওয়ার মৌলিক বুনিয়াদ সম্পর্কে অল্প হলেও সতর্ক থাকতে পারেন এবং মতভেদের সময় সঠিকটা বেছে নিতে পারেন।

সাহাবীর উক্তি মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত ঃ-

## প্রথম ভাগ

এমন উক্তি, যা রায় বা ইজতিহাদ হতে পারে না। শোনা ও বর্ণনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। যেমন কোন অদৃশ্য বিষয়ক (গায়বী) খবর অথবা কোন ইতিহাস।

এমন উক্তি মারফূ হাদীসের মান পায়। এমন উক্তিকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, এমন উক্তি দ্বারা কোন বাক্যের ব্যাখ্যা করা যায়। যেহেতু এ ক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের অর্থ নিজের ভাষায় বর্ণনা করছেন। বিশেষ ক'রে কোন ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন ঘটতে পারে।

তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, যেন উক্ত সাহাবী ইসরাঈলী বর্ণনা গ্রহণে বা বর্ণনে পরিচিত না হন (যেমন সাহাবী কা'ব আল-আহবার)। *(মুযাক্কিরাতু উসূলিল ফিক্বহ, শানক্বীত্বী ২৫৬পৃঃ)*

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইসরাঈলী বর্ণনার ৩ অবস্থা হতে পারে ঃ-

এক ঃ সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। কুরআন বা সহীহ সুন্নাহতে যে কথার সত্যায়ন বর্তমান।

দুই ঃ মিথ্যা বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। কুরআন বা সহীহ সুন্নাহতে যে কথার মিথ্যায়ন বর্তমান।

তিন ঃ যা সত্য বলে বিশ্বাস করা যাবে না এবং মিথ্যাও বলা যাবে না।

কুরআন বা সহীহ সুন্নাহতে যে কথার সত্যায়ন বা মিথ্যায়ন কিছুই বর্তমান নেই। *(আয়ওয়াউল বায়ান ৪/২৩৮)*

## দ্বিতীয় ভাগ

সাহাবীর এমন উক্তি বা আমল, যা তাঁর নিজস্ব রায় বা ইজতিহাদ হতে পারে।

এমন উক্তি বা আমলের কয়েক অবস্থা হতে পারে।

### এক ঃ যা কুরআন বা হাদীসের উক্তির বিরোধী।

এ ক্ষেত্রে তাঁর উক্তি বা আমল অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে।

সঙ্গে কুরবানী না থাকলে আবূ বাক্র ﷺ ও উমার ﷺ ইফরাদ হজ্জকে উত্তম মনে করতেন। পক্ষান্তরে সহীহ সুন্নাহতে তামাত্তু হজ্জ উত্তম হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা আছে। সেই ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস ﷺ তামাত্তু হজ্জ উত্তম বলে ফতোয়া দিতেন। কিন্তু কেউ কেউ আবূ বাক্র ও উমারের কথা বললে তিনি বলেছিলেন, "অতি সত্বর তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ হবে। আমি বলছি, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন।' আর তোমরা বলছ, 'আবূ বাক্র ও উমার বলেছেন।" *(আহমাদ ১/৩৩৭, এর সনদটি দুর্বল। অবশ্য উক্ত অর্থেই সহীহ সনদে মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকে একটি আসার বর্ণিত হয়েছে। দেখুন ঃ যাদুল মাআদ ২/১৯৫, ২০৬)*

একই ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন উমারকে এক ব্যক্তি বলল, 'আপনার আব্বা তো তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন।' এ কথা শুনে তিনি তাকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আদেশ অধিক মানার যোগ্য, নাকি আমার আব্বার?' *(যাদুল মাআদ ২/১৯৫)*

ক্বাতাদাহ বলেন, ইবনে সীরীন এক ব্যক্তিকে একটি হাদীস বয়ান করলেন। তা শুনে এক ব্যক্তি বলল, 'কিন্তু অমুক তো এই বলেন।'

প্রত্যুত্তরে ইবনে সীরীন বললেন, 'আমি তোমাকে নবী ﷺ-এর হাদীস বয়ান করছি, আর তুমি বলছ, অমুক ও অমুক এই বলেছে?! আমি তোমার সাথে কোনদিন কথাই বলব না।' *(দারেমী ৪৪১নং)*

আবুস সায়েব বলেন, একদা আমরা অকী'র কাছে ছিলাম। তিনি তাঁর কাছের একটি লোকের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ (মক্কার হারামের জন্য প্রেরিত কুরবানীর উটের দেহ চিরে) চিহ্ন দিয়েছেন। আর আবূ হানীফা বলেন, তা (নিষিদ্ধ) অঙ্গহানি করণের অন্তর্ভুক্ত!'

ঐ লোকটি রায়-ওয়ালা ছিল। সে বলল, কিন্তু ইবরাহীম নাখয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, '(ঐ ধরনের) চিহ্ন দেওয়া অঙ্গহানি করার পর্যায়ভুক্ত।'

এ কথা শোনার পর দেখলাম, অকী' চরমভাবে রেগে উঠলেন। বললেন, আমি তোমাকে বলছি, 'আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন। আর তুমি বলছ, ইবরাহীম বলেছেন! তুমি এর উপযুক্ত যে, তোমাকে ততদিন পর্যন্ত জেলে বন্দী রাখা হবে; যতদিন না তুমি তোমার ঐ কথা প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছ।' *(তিরমিযী ৯০৬নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তির উপর অন্য কোন সৃষ্টির উক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আমি সেই সম্প্রদায়ের জন্য অবাক হই, যারা (হাদীসের) সনদ ও তার শুদ্ধতা জানা সত্ত্বেও সুফিয়ানের রায় গ্রহণ করে! অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٦٣) سورة النــور

"সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় (ফিতনা) অথবা কঠিন শাস্তি (আযাব) তাদেরকে গ্রাস করবে।" *(সূরা নূর ৬৩ আয়াত)*

তুমি কি জানো, ফিতনা কী? ফিতনা হল শির্ক। সম্ভবতঃ কোন ব্যক্তি রসূল ﷺ-এর কোন উক্তিকে রদ্দ করবে, ফলে তার হৃদয়ে বক্রতা পতিত হবে এবং তার কারণে সে ধ্বংস হয়ে যাবে!' *(আল-ইবানাতুল কুবরা, ইবনে বাত্ত্বাহ ৯৭নং)*

আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই।

বাকী থাকল, কোন সাহাবীর উক্তি বা আমল কি কোন আম নির্দেশকে খাস করতে পারে? এ নিয়েও উলামাদের মতভেদ রয়েছে।

দুই ঃ যা অন্য কোন সাহাবীর উক্তির বিরোধী।

এ অবস্থায় কারো উক্তি দলীল রূপে গণ্য হবে না। বরং প্রাধান্য দেওয়ার সঙ্গত কারণসমূহ খুঁজে দেখতে হবে। যেমন চার খলীফার কথাকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। খলীফাদের মধ্যে হলে আবূ বাকর ও উমারের কথাকে প্রাধান্য দিতে হবে ইত্যাদি। *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/১৫৩)*

তিন ঃ কোনও একজন সাহাবীর প্রসিদ্ধ উক্তি, যার বিরুদ্ধে অন্য কোন সাহাবীর আপত্তি নেই বা বিরোধিতা নেই।

এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ উলামাগণের মতে তা দলীল। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২০/১৪)* অনেকে বলেছেন, এটা মৌন ইজমা (সর্বসম্মতি)। *(মুযাক্কিরাতু উসূলিল ফিক্বহ, শানক্বীত্বী ২৫৬পৃঃ)*

চার ঃ কোন সাহাবীর অপ্রসিদ্ধ উক্তি, যার বিরুদ্ধে অন্য কোন সাহাবীর আপত্তি নেই বা বিরোধিতাও নেই।

এ ক্ষেত্রেও অধিকাংশ উলামাগণের মতে তা দলীল। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২০/১৪)*

## বর্তমানে সালাফী কারা?

যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরাম, তাঁদের অনুগামী তাবেঈন, তাঁদের অনুগামী তাবা-তাবেঈন ও দীনের ইমামগণের অনুসরণ ক'রে সহীহ হাদীসের ফায়সালাকে মাথা পেতে গ্রহণ করে, তাঁদের বুঝে কুরআন ও হাদীস বোঝে এবং সেই অনুযায়ী আমল করে, বিশ্বাস করে, ইবাদত করে, আচরণ করে, দাওয়াত ও তরবিয়ত দেয়, সেই হল সালাফী। সেই হল সালাফী মানহাজ ও আদর্শের অনুসারী।

ভালোভাবে লক্ষণীয় যে, এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট ক'রে কেবল একজনের অন্ধানুকরণ করে না, বরং উলামার অনুসরণ করে এবং দলীলপুষ্ট ও যুক্তিযুক্ত মতটিকে গ্রহণ করে।

তাহলে সালাফী জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা কে?

সালাফিয়াত কোন মতবাদ নয়, সংগঠিত দল নয়, বিচ্ছিন্ন ফির্কা নয়। বরং তা হল ইসলামের মূল স্রোতধারা। মুসলিমদের সঠিক জীবন-পদ্ধতি। সুতরাং সঠিক ইসলামের এ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা কোন মানুষ নয়। অথবা বলা যায়, এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। অবশ্য যুগে যুগে তার সংস্কারক আছে।

## সালাফী নীতিমালা

মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীনে যুগে যুগে ভেজাল প্রবিষ্ট হয়েছে। বলা বাহুল্য, পৌত্তলিকরা মুসলিম ছিল, তারা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুশরিক হয়েছে। ইয়াহুদীরা মুসলিম ছিল, তারা ইসলাম থেকে সরে এসে ইয়াহুদী হয়েছে। খ্রিস্টানরা মুসলিম ছিল, তারা ইসলামের পথ

থেকে ভ্রষ্ট হয়ে খ্রিস্টান হয়েছে। সর্বশেষ নবী ﷺ-এর ইসলামী শরীয়ত আসার পরেও তাতে বহু ভেজাল অনুপ্রবেশ করেছে। আর এক-একটি ফির্কা এক-একটি নাম নিয়ে স্বচ্ছ ইসলাম থেকে সরে বসেছে।

অন্যান্য সকল ফির্কার নিজ নিজ নীতি ও মানহাজ আছে, নামও আছে। প্রকৃত স্বচ্ছ ইসলামেরও নীতি ও মানহাজ আছে, যার নাম সালাফিয়াত।

এ সালাফী নীতি কুরআন ও সুন্নাহকে সাহাবাগণের বুঝে বোঝে এবং আমল করে।

সালাফী সকল সাহাবাগণকে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। মহানবী ﷺ-এর আহলে বায়তকেও যথার্থ ভালোবাসে। কারো প্রতি অবজ্ঞা করে না অথবা বিদ্বেষ পোষণ করে না। আবার কাউকে নিয়ে অতিরঞ্জনও করে না।

সুতরাং সালাফী নীতিতে সাহাবাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য হল, আমরা তাঁদেরকে ভালোবাসব, শ্রদ্ধা করব, সম্মানের সাথে তাঁদের নাম নেব। তাঁদের প্রতি ভক্তিতে আমাদের মন-প্রাণ পরিপ্লুত থাকবে। যেহেতু তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন, ভক্তিভাজন ও মান্যবর।

আমরা তাঁদের উক্তি ও আমলকে দলীল মনে করব, যদি তা সহীহ প্রমাণিত হয় এবং রসূল ﷺ-এর উক্তি ও আমলের পরিপন্থী না হয়। আমরা তাঁদের 'ইজমা' (ঐক্যমত)কে মেনে নেব। আমরা তাঁদের অনুসরণ করব।

সালাফীদের নিকট প্রত্যেক সাহাবীই বিশ্বস্ত ও সম্মানার্হ মানুষ। তাঁর প্রত্যেক কথা বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর প্রত্যেক খবর নির্ভরযোগ্য। নবী ﷺ থেকে তাঁর পৌঁছানো প্রত্যেক কথা গ্রহণযোগ্য।

সাহাবাগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এ নির্ভরযোগ্যতা দান করেছেন খোদ মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরাই শ্রেষ্ঠ আওলিয়া এবং আল্লাহর নির্বাচিত বন্ধুবর্গ। তাঁরাই সৃষ্টির সেরা মানুষ এবং নবীর পরে এ উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মুসলিম।

তাঁরা বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য তাঁদের দ্বীন ও ঈমানদারিতে, দ্বীন ও শরীয়তের বর্ণনা ও বহন করাতে। তাঁদের কারো কারো মাঝে যে ইজতিহাদী ত্রুটি ছিল, আল্লাহ ও রসূলের প্রশংসায় তা বিলীন হয়ে গেছে।

দ্বীন ও শরীয়ত, কুরআন ও সুন্নাহর ধারক ও বাহক তাঁরাই। তাঁরা নবীর আদেশ পালন করেছেন বলেই আমরা আমাদের দ্বীন ও শরীয়ত সঠিকরূপে প্রাপ্ত হয়েছি।

তাঁরা বড় আমানতদারির সাথে দ্বীন আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বড় যত্নের সাথে নবীর সুন্নাহর হিফাযত করেছেন। দ্বীনের পতাকাকে সমুন্নত রেখে উড্ডীন করেছেন।

তাঁদের মধ্যে কেউ নেই, যাঁকে মিথ্যুক ভাবা যাবে। এমন কেউ নেই, যাঁকে অনির্ভরযোগ্য বলে সন্দেহ করা যাবে। তাঁদের মধ্যে নানা ফিতনা সৃষ্টির পরেও তাঁদের বিশ্বস্ততা খোয়া যায়নি।

সাহাবাদের প্রতি আমাদের আরেকটি কর্তব্য হল, আমরা তাঁদের জন্য দুআ করব। এটা তাঁদের প্রাপ্য। দ্বীনের স্বার্থে যাঁরা নিজেদের জান-মাল ব্যয় ক'রে গেছেন, তাঁরা কি দুআ পাওয়ার হকদার নন? অবশ্যই।

সুতরাং আমরা তাঁদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার দুআ করব, তাঁদের প্রতি করুণা বর্ষণের আবেদন জানাব এবং তাঁদের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করব।

আমরা আমাদের হৃদয়-মনকে তাঁদের ব্যাপারে পরিষ্কার রাখব। আমাদের মনে তাঁদের প্রতি কোন প্রকারের বিদ্বেষ থাকবে না, কূট ও ঘৃণা থাকবে না। তাঁদের কোন প্রকার দুর্ঘটনা শুনে আমাদের মন

তাঁদের প্রতি কোনরূপ বিরূপ ও ক্ষুব্ধ হবে না। এ কথা মহান আল্লাহর শিখানো উক্ত দুআতেই রয়েছে।

তাঁদের কোন ত্রুটি শুনে অথবা তাঁদের প্রতি কোন কুধারণা ক'রে তাঁদেরকে কোন প্রকার গালাগালি করব না, তাঁদের কোন সমালোচনা করব না।

আমরা তাঁদের মাঝে ঘটিত দুর্ঘটনার কথা আলোচনা করব, কিন্তু সমালোচনা করব না। কারণ সমালোচনা এক প্রকার গালি। আর যেহেতু তাঁরা দ্বীনের ধারক, বাহক ও প্রচারক। সুতরাং তাঁদের সমালোচনা করার মানেই দ্বীনের সমালোচনা করা।

তাঁদের কোন ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কারো বিরুদ্ধে কুমন্তব্য ও কটূক্তি করাই হল সমালোচনা করা। যে সমালোচনায় তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় অথবা তাঁদের সম্ভ্রমে আঘাত লাগে, তা করার মানেই তাঁদেরকে গালি দেওয়া। আর তা আমাদের জন্য বৈধ নয়।

বৈধ নয় তাঁদের বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতায় কোন প্রকার সন্দেহ করা। বলনে বা লিখনে তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করা, ব্যঙ্গোক্তি করা, তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা, একজন সাহাবীর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অপরকে তুচ্ছ করা বৈধ নয়।

তাঁরা সেই সম্প্রদায়, যাঁদের রক্ত থেকে আল্লাহ আমাদের হাতকে পবিত্র রেখেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা আমাদের জিহ্বাকে তাঁদের সম্মান লুটা থেকে পবিত্র রাখব।

সালাফীরা সাহাবাকে ভুলের ঊর্ধ্বে ধারণা করে না। যেমন তাঁদের কাউকে নিয়ে বাড়াবাড়িও করে না।

সালাফীরা কেবল মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করে না। সহীহ সুন্নাহর তরীকা ও পদ্ধতি মতে ইবাদত করে এবং প্রত্যেক বিদআতকে প্রতিহত করে। সৎকাজে আদেশ দেয় এবং মন্দকাজে বাধাদান করে।

সালাফীরা কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত সেই সমস্ত সিফাত বা গুণ, যার দ্বারা আল্লাহ নিজেকে গুণান্বিত করেছেন অথবা তাঁর রসূল ﷺ তাঁর জন্য বর্ণনা করেছেন তা বাস্তব ও প্রকৃত ভেবে, কোন প্রকারে তার অপব্যাখ্যা না ক'রে, কোন উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত কল্পনা না ক'রে এবং তার প্রকৃতার্থ 'জানি না' বলে সে বিষয়ে আল্লাহকে ভারার্পণ না ক'রে ঈমান ও প্রত্যয় রাখে।

তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ, তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে ও তা বাস্তবায়ন করে। আর একমাত্র আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা, কুরআন দ্বারা মীমাংসা ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা, শরীয়তের নিকটেই নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-প্রার্থী হওয়া, এ সব কিছু তওহীদুল ইলাহের শামীল।

সালাফীরা সদা-সর্বদা কিতাব ও সুন্নাহকে মাথার উপরে রাখে। তার ফায়সালাকেই চূড়ান্ত বলে মান্য করে। তার উপরে কারো কথা, রায়, কিয়াস, খেয়ালখুশি, বিবেক, যুক্তি বা মযহাবকে প্রাধান্য দেয় না।

সালাফীরা আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন (মুজতাহিদ সকল ইমাম)কে শ্রদ্ধা করে। তাঁদের মধ্যে কোন একজনের একতরফা পক্ষপাতিত্ব করে না। বরং ফিক্হ (দ্বীনের জ্ঞান) গ্রহণ করে কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহ হতে এবং তাঁদের উক্তিসমূহ হতেও---যদি তা সহীহ হাদীসের অনুসারী হয়। আর এই নীতিই তাঁদের নির্দেশের অনুকূল। যেহেতু তাঁরা সকলেই নিজ নিজ অনুসারিগণকে সহীহ হাদীসের মত গ্রহণ করতে এবং এর প্রতিকূল প্রত্যেক মত ও উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করতে অসিয়ত ক'রে গেছেন।

সালাফীরা আল্লাহর দ্বীন তথা তাওহীদ ও আকীদায় কোন প্রকার অন্যায় ও বাতিলের সাথে আপোস করে না।

# ইসলামী রাষ্ট্র রচনায় সালাফী নীতি

সালাফীদের মানহাজে তওহীদ হল, সকল প্রকার ইবাদত; যেমন, দুআ বা প্রার্থনা, সাহায্য ভিক্ষা, বিপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে আহ্বান, যবেহ, নযর-নিয়ায, ভরসা, আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার ও শাসন করা ইত্যাদিতে আল্লাহকে একক মানা। এটাই হল সেই বুনিয়াদ যার উপর সঠিক ইসলামী রাষ্ট্র রচিত হয়।

সালাফীরা মনগড়া সমস্ত মানব রচিত আইন-কানুনকে অস্বীকার করে। কারণ তা ইসলামী আইনের বিরোধী ও পরিপন্থী। আর আল্লাহর কিতাবকে জীবন ও রাষ্ট্র-সংবিধান রূপে মেনে নিতে সকলকে আহ্বান করে---যে কিতাবকে মহান আল্লাহ মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনিই অধিক জানেন, কী তাদের জন্য কল্যাণকর এবং কী অকল্যাণকর। সেই কুরআন অপরিবর্তনীয়। যার বিধান কোন কালেও পরিবর্তিত হবে না এবং যুগের বিবর্তনে তার ক্রম-বিকাশও ঘটবে না।

নিশ্চিতভাবে সারা বিশ্বের এবং বিশেষ করে মুসলিম-বিশ্বের দুর্গতি, বিভিন্ন কষ্ট, লাঞ্ছনা এবং অবজ্ঞার সম্মুখীন হওয়ার একমাত্র কারণ হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ দ্বারা জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনা ত্যাগ করা। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রগতভাবে ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন ছাড়া মুসলিমদের কোন মর্যাদা ও শক্তি ফিরে আসতে পারে না।

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপায় কী?

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তা টিকে থাকতে হবে। সুতরাং তার ইমারত গড়তে হলে তার বুনিয়াদ মজবুত করতে হবে, তার ইট পাকা হতে হবে, তার সিমেন্ট নির্ভেজাল হতে হবে। তা না হলে সে ইমারত সদ্যঃপাতী ও ভঙ্গুর হবে।

সালাফীদের মতে আকীদার পরিশুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ আকীদার উপর জনগোষ্ঠীর তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ সর্বাগ্রে শুরু করা জরুরী। যাতে এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তৈরী হয়, যারা ইসলামী শাসনকে উন্মুক্ত ও উদার মনে গ্রহণ ও মান্য ক'রে চলবে এবং নিপীড়িত ও বিপদগ্রস্ত হলে অকাতরে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেবে---যেমন পূর্ববর্তী সলফগণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

সালাফীরা মনে করে, পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ভোটাভুটি অথবা সামরিক অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ বা খুনাখুনির মাধ্যমে মুসলিম দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে না। আর হলেও তা স্থায়ী হবে না। পরন্তু সালাফীরা দলাদলিতেও বিশ্বাসী নয়। অতএব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ী করতে হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতি গ্রহণ ও অবলম্বন করতে হবে। আকীদার সংশুদ্ধি ও সঠিক ইসলামী তরবিয়তের মাধ্যমে মাদানী জীবন-ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

ইসলামী জাগরণ আনয়নের যে মৌলিক পন্থা আছে, তার সঠিক প্রয়োগ চাই। সংশোধন ও তরবিয়ত। সঠিক ইল্‌ম শেখা ও শিখানোর মাধ্যমে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করা এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সঠিক তরবিয়ত দানের মাধ্যমে মানুষ তৈরি করা। যারা শাসন মান্য করবে, তারাই যদি অপ্রস্তুত থাকে, তাহলে জোর-জবরদস্তি ক'রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপর শাসন চাপিয়ে দিলে তো বাঞ্ছিত শান্তির রাজ্য কায়েম হবে না।

ভালো ফসল উৎপাদন করতে হলে আগে জমি প্রস্তুত করতে হবে।

মজবুত অট্টালিকা গড়তে হলে ভিত্তি মজবুত করতে হবে, ইটগুলিকে পরিপক্ব করতে হবে।

সালাফীদের বক্তব্য হল, 'তোমাদের হৃদয়ের ভূমিতে আগে ইসলাম কায়েম কর, তবেই তোমাদের দেশের ভূমিতে ইসলাম কায়েম হবে। আগে সংশোধন, তারপর সংগঠন।'

জিহাদের মাধ্যমেও ইসলাম কায়েম করতে হলে তার নানা শর্ত আছে, তা পূরণ হতে হবে। তার আগে জিভ ও কলম দ্বারা জিহাদ অব্যাহত রাখতে হবে। আর সন্ত্রাস ক'রে ইসলামের ক্ষতি বৈ কোন লাভ হবে না।

## সালাফী দাওয়াত পদ্ধতি

ফির্কাহ নাজিয়াহ সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে। এই দল বিদ্আতী সকল নীতি এবং সর্বনাশী দলসমূহকে প্রতিহত করে---যে দলসমূহ উম্মতকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছে ও দ্বীনে বিদআত রচনা ক'রে রসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবার সুন্নাহ (ও নীতি) থেকে দূরে সরে আছে।

বিদআতকে প্রতিহত করার জন্য এবং সহীহ আকীদা ও আমলের দিকে মানুষকে আহবান করার পদ্ধতি হল নিম্নরূপ ঃ-

এই দাওয়াতের সর্বাগ্রে রয়েছে মৌলিক বিষয়, সহীহ ইল্ম।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّـهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (١٠٨) سورة يوسف

"তুমি বল, 'এটাই আমার পথ। আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করি সজ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারিগণও। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (ইউসুফ ঃ ১০৮)

অতঃপর ইল্মকে পরিবর্তন, সংস্কার ও সংশোধনের কাজে ব্যবহার।

### প্রথম ধাপ হল ঃ তাসফিয়াহ

এর অর্থ হল দ্বীনকে প্রত্যেক সেই বিকৃতি, অপব্যাখ্যা ও উৎক্ষিপ্ত কর্দম থেকে পরিষ্কার করা, যা তার সৌন্দর্যকে ম্লান ক'রে দিয়েছে এবং তার ভাবমূর্তিকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। সালাফী উলামাগণ সহীহ দ্বীন পালন ও বহন করেন এবং দ্বীনে অনুপ্রবিষ্ট ভেজালকে চিহ্নিত ও সাফাই করেন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

«يَحْمِلُ هَذَا العِلْم مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُه ، يَنْفُون عَنْه تَحْرِيف الغالين ، وانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْن ، وَتَأْوِيل الجاهِلِيْن» .

"এই ইল্মকে প্রত্যেক শতাব্দীর নির্ভরযোগ্য (বিশ্বস্ত) লোকে বহন করবে। তারা তা হতে অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা দূরীভূত করবে।" *(বাইহাক্বী ২ ১৪৩৯, মিশকাত ২৪৮নং)*

এর উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ঃ-

অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি ঃ যেমন সর্বেশ্বরবাদী সূফীদের বিকৃতি, শিয়া ও রাফেযীদের বিকৃতি; যারা আহলে বায়তের ভালোবাসায় অতিরঞ্জন ক'রে দ্বীনে বহু বিকৃতি সাধন করেছে এবং তারাই ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ও কঠিন ফিতনাবাজ। খাওয়রিজের বিকৃতি, যারা কুরআন মানতে অতিরঞ্জন ক'রে হাদীস অস্বীকার করেছে এবং সাহাবাদেরকে কাফের বলেছে। অনুরূপ মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ, কাদারিয়্যাহ, জাবারিয়্যাহ, মুরজিআহ প্রভৃতি ফির্কা ও তাদের অনুগামীদের অতিরঞ্জন ও বিকৃতি প্রসিদ্ধ।

বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার ঃ যেমন ইসলামের দার্শনিকরা, যারা

ইসলামের উপর আক্কেলের ঘোড়া ছুটিয়েছে এবং দ্বীনকে যুক্তিভিত্তিক করতে গিয়ে ধ্বংস করতে প্রয়াসী হয়েছে। বর্তমানেও বহু বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদী পাওয়া যায়, যারা দ্বীনের মর্যাদা মলিন করতে কার্পণ্য করে না।

মূর্খদের অপব্যাখ্যা ঃ যাদের জ্ঞান ও বিবেকগ্রাহ্য নয় ধারণা ক'রে তারা দ্বীনের অপব্যাখ্যা করে অথবা তাদের মযহাব ও খেয়ালখুশির প্রতিকূল বলে তারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে।

আলহামদু লিল্লাহ, সালাফী উলামাগণ সে সবের খন্ডন করেছেন এবং সঠিক দ্বীনের মাহাত্ম্য ও মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

## দাওয়াতের দ্বিতীয় ধাপ হল ঃ তাজদীদ

মু'মিনের হৃদয়ে ঈমান পুরনো হয়ে যায়, তাকে নবায়ন করতে হয়। মনে কালিমা ও জং পড়ে, তা দূরীভূত করতে হয়, ঝালিয়ে নিতে হয়। দ্বীনের মধ্যে কুসংস্কারের জঞ্জাল ও আবর্জনা পড়ে, তা পরিষ্কার করতে হয়, সুন্নাহ মৃত হয়ে যায়, তা পুনর্জীবিত করতে হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا».

"নিশ্চয় আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় এমন ব্যক্তি প্রেরণ করবেন, যে তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে নবায়ন করবে।" *(আবূ দাউদ ৪২৯৩, হাকেম ৮৫৯২নং)*

## তৃতীয় ধাপ হল ঃ ইসলাহ

ইসলাহ মানে সংশোধন করা, মেরামত করা, নষ্ট বা খারাপ হয়ে যাওয়াকে ঠিক বা ভালো করা, অচলকে সচল করা ইত্যাদি।

বর্তমানে ইসলাম বিশ্বের বহু জায়গায় স্বমহিমায় বলিষ্ঠ আছে। কিন্তু প্রত্যেক পূর্ণতার লয় আছে, ক্ষয় আছে। এক সময় সারা বিশ্বে ইসলাম আসবে। আবার এক সময় ধীরে ধীরে ইসলাম শুরুর মতো দুর্বল ও প্রবাসীর মতো অসহায় হয়ে যাবে। কিন্তু সেই সময়েও সালাফী ইসলাহ কায়েম থাকবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَا غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ)).

"নিশ্চয় ইসলাম (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়ে শুরুতে আগমন করেছে এবং অনুরূপ অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়েই ভবিষ্যতে প্রত্যাগমন করবে; যেমন শুরুতে আগমন করেছিল। সুতরাং শুভসংবাদ ঐ (প্রবাসীর মতো অসহায়) অল্প সংখ্যক লোকেদের জন্য।"

বলা হল, '(প্রবাসীর মত অসহায়) অল্প সংখ্যক লোক কারা?'

তিনি বললেন,

((الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ)).

"যারা মানুষ অসৎ হয়ে গেলে তাদের 'ইসলাহ' (সংশোধন) করে।" *(আহমাদ ১৬৬৯০,, ত্বাবারানীর কাবীর ৭৫৫৪, আওসাত ৩০৫৬ নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'তারা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ খারাপ লোকেদের মাঝে অল্প সংখ্যক ভালো লোক, যাদের অনুগত লোকের চাইতে অবাধ্য লোকই বেশি থাকবে।" *(আহমাদ ৬৬৫০, সহীহ তারগীব ৩ ১৮৮নং)*

## চতুর্থ ধাপ ঃ তারবিয়্যাহ

তরবিয়ত ও ট্রেনিং দেওয়া, অনুশীলন করানো, অভ্যাসী বানানো, রপ্ত করানো, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামের তরবিয়তের মতো মানুষকে তরবিয়ত দেওয়ার কাজ সালাফী মুরাব্বীরা ক'রে থাকেন। পিতামাতা যেমন সন্তান লালন-পালন ক'রে থাকে, ঠিক সেইভাবে সালাফী রাব্বানী উলামাগণ সহীহ তরবিয়ত দানের

মাধ্যমে মানুষ তৈরি করেন। তরবিয়ত চলে নিজ ঘরে, পরিবারে, তরবিয়ত চলে মসজিদে ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। সংখ্যায় কম হলেও 'মানিকের খানিক ভালো'র মতো মানুষ তৈরি হয়।

আর মানুষের মাঝে পরিবর্তন না এলে বা আনয়ন করতে না পারলে সার্বিক পর্যায়ে ইসলামী পরিবেশ ও শাসন কল্পনা করাও বৃথা হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (١١) سورة الرعد

"নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।" *(রা'দঃ ১১)*

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٥٣) سورة الأنفال

"এ এজন্য যে, আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে যে সম্পদ দান করেন, তিনি তা (ধ্বংস দিয়ে) পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর নিশ্চিত আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" *(আন্‌ফালঃ ৫৩)*

সালাফী তরবিয়ত ছাড়া মানুষের মাঝে সঠিক পরিবর্তন আসবে না। আর যেমনটি ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যে জিনিস প্রাথমিক পর্যায়ের উম্মাহর ইসলাহ করেছে, সে জিনিস ছাড়া এই শেষ পর্যায়ের উম্মাহর ইসলাহ করতে পারে না।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ১/২৪১ প্রমুখ)*

## সালাফী মুরাব্বী, সংস্কারক বা আলেম-মুআল্লিম

আমরা ইতিপূর্বে ইসলাহ ও তরবিয়তের ব্যাপারে রব্বানী আলেম বা দাঈর কথা বলছিলাম। তাঁকে জ্ঞানী হতে হবে। নচেৎ যাঁর আলো নেই, তিনি আলো বিতরণ করবেন কীভাবে। হয়তো-বা তিনি গড়ার জায়গায় ভেঙ্গে ফেলবেন। নিম আলেমদের দাঈ বা মুফতী হওয়া, হাদীসের পরিভাষা, (মুসত্বালাহ, জারহ ও তা'দীল, আসমাউর রিজাল) প্রভৃতি বিদ্যা অধ্যয়ন না ক'রেই হাদীস সহীহ-যয়ীফ করতে শুরু করা, যথেষ্ট শরয়ী জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তিকে আমীর বা নেতা বানানো ইত্যাদিতে অবশ্যই ক্ষতি হবে মানহাজের।

অনুরূপ আমলের ক্ষেত্রেও রাখতে হবে খেয়াল। কেবল ইল্‌ম শিক্ষা নয়, আমলেও জোর দিতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সালাফী হওয়ার অবশ্যই চেষ্টা রাখতে হবে। নচেৎ বুকে হাত বাঁধা, রফয়ে য়্যাদাইন করা, জোরে আমীন বলা, পায়ে পা লাগানো ইত্যাদির মাধ্যমে সালাতে এবং তালাক প্রভৃতি কয়েটি মাসআলায় আহলে হাদীস হলে যথেষ্ট নয়। আকীদায়, ইবাদতে, চেহারায়, লেবাসে-পোশাকে-পর্দায়, লেনদেন ও চরিত্র-ব্যবহারেও সালাফী হতে হবে।

দাওয়াতী ময়দানে কেবল অসালাফী ফির্কাগুলোর সমালোচনার উপর জোর দিয়ে নিজেদের আত্মসমালোচনা ত্যাগ করলে ফল আশানুরূপ ভালো হতে পারে না।

সালাফী মানহাজে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইল্‌মের গুরুত্ব অপরিসীম। বিনা ইলমের দাওয়াতে ফিতনা বেশি হয়। পথের দিশা হারিয়ে গিয়ে পথভ্রষ্টতাই পরিণাম হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً ، فَسُئِلُوا فَأَفْتوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا )) . متفقٌ عَلَيْهِ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইল্ম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্ম তুলে নেবেন (অর্থাৎ, আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে।) অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" *(বুখারী ৭৩০৭, মুসলিম ৬৯৭১নং)*

যিয়াদ বিন হুদাইর বলেন, একদা আমাকে উমার ﷺ বললেন, 'তুমি জান কি, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে?' আমি বললাম, 'জী না।' তিনি বললেন,

يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين.

'ইসলামকে ধ্বংস করবে আলেমের পদস্খলন, কুরআন নিয়ে মুনাফিকের বিতর্ক এবং ভ্রষ্টকারী শাসকদের রাষ্ট্রশাসন।' *(দারেমী ২১৪নং)*

সলফে সালেহীন দ্বীনের দাঈ ছিলেন, তাঁদের অনুসারীদেরও উচিত দাঈ হওয়া এবং তার জন্য ইল্ম ও আমল-ওয়ালা হওয়া। ইল্ম ও আমল-ওয়ালাই প্রকৃতপক্ষে যোগ্য দাঈ। যেহেতু ঃ-

১। প্রত্যেক নবী দ্বীনের দাঈ ছিলেন। আর উলামাগণ নবীর ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইল্মের (দ্বীনী জ্ঞানভান্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং তাঁরাই হবেন সুযোগ্য দাঈ। যাঁরা হবেন মানুষের আদর্শ, যাঁদের দাওয়াতে থাকবে হিকমত ও সুকৌশল।

২। উলামাগণ পৃথিবীর বুকে সৃষ্টির বিপক্ষে আল্লাহর হুজ্জত। আর ইল্ম ও ফিক্হ ছাড়া হুজ্জত কায়েম হয় না। সুতরাং আহলে ইল্মরাই হলেন প্রকৃত দাঈ।

৩। উলামাগণই রাজনৈতিক প্রভাবশালী লোক। যাঁদের আনুগত্য করতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (٥٩)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও।" (নিসা ঃ ৫৯)

মুজাহিদ বলেছেন, 'তোমাদের আহলে ইল্ম ও ফিক্হ ব্যক্তিবর্গের অনুগত হও।'

উলুল আমরের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আহলুল ইল্ম।'

আবুল আলিয়াহ বলেছেন, 'আহলুল ইল্ম।'

সুতরাং স্পষ্ট যে, তাঁরাই হবেন দ্বীনের দাঈ।

৪। উলামাগণই উম্মাহর বৃহত্তম স্বার্থ, সার্বিক কল্যাণ, দ্বীন ও দুনিয়া ও তার নিরাপত্তার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য মানুষ। তাই তাঁরাই হতে পারেন দাওয়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য।

৫। উলামাগণই রাষ্ট্রের পরামর্শদাতা ও মন্ত্রণাদাতা। দেশের রাজা-প্রজা সবাই দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্যায় তাঁদের দিকেই রুজু ক'রে থাকে

এবং উম্মাহর ভালো-মন্দের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ ক'রে থাকে। সুতরাং তাঁরাই হবেন দাওয়াতের ক্ষেত্রেও পরামর্শদাতা।

৬। উলামাগণ হলেন দ্বীনের ইমাম। আর এ ইমামতির আছে সুউচ্চ মর্যাদা ও বিশাল মাহাত্ম্য। দ্বীনের একটি অঙ্গ হল দাওয়াত। দাওয়াত ছাড়া দ্বীন হয় না, দ্বীন ছাড়া দাওয়াতও হয় না। বিধায় তাঁরাই হবেন দাওয়াতের ইমাম।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} (٢٤)

"ওরা যেহেতু ধৈর্যশীল ছিল, তার জন্য আমি ওদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত। ওরা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।" (সাজদাহ ঃ ২৪)

৭। উলামাগণ হলেন আহলুয যিক্‌র। আর যিক্‌র হয় ইল্‌ম ও দাওয়াতের মাধ্যমে। সুতরাং তাঁরাই আহলুদ দাওয়াহ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (٤٣) سورة النحل، والأنبياء ٧

"তোমরা যদি না জান, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।" (আম্বিয়া ঃ ৭)

৮। উলামাগণ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। জনসাধারণের মাঝে আলেম হলেন তারকারাজির মাঝে পূর্ণিমার চাঁদের মতো। মহান আল্লাহ তাঁদের মর্যাদা সুউচ্চ করেছেন।

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (١١) المجادلة

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন।" (মুজাদালাহ্‌ ঃ ১১)

আর মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষই দাঈ হওয়ার যোগ্য।

৯। উলামাগণই বেশি দ্বীনদার মানুষ এবং সবার চাইতে বেশি আল্লাহকে ভয় ক'রে থাকেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} (٢٨) سورة فاطر

"আল্লাহর দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় ক'রে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল।" (ফাত্বির ঃ ২৮)

আর তা হলে তাঁরাই দাঈ হওয়ার বেশি হকদার। তাঁরাই দাওয়াতে অগ্রগামী হবেন এটাই স্বাভাবিক।

১০। উলামাগণই ইল্‌ম ও হিকমতের সাথে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান ক'রে থাকেন। সুতরাং উলামাগণই হবেন দ্বীনের দাঈ।

১১। উলামাগণ আল্লাহর সাক্ষী, তিনি তাঁর তওহীদের উপর তাঁদেরকে সাক্ষী মেনেছেন এবং নিজের ও ফিরিশ্‌তাবর্গের সাক্ষ্যের সাথে তাঁদের সাক্ষ্যকে আয়াতে সংযুক্ত করেছেন।

তিনি বলেছেন,

{شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (١٨) سورة آل عمران

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশ্তাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি ন্যায়

প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (আলে ইমরান ঃ ১৮)

আর এতে নিশ্চয় তাঁদেরকে প্রশংসিত ও বিশ্বস্ত মানা হয়েছে। বিধায় তাঁরাই দাওয়াতের জন্যও নির্বাচিত ও মনোনীত হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

অবশ্যই সকল উলামা সমান নন। সকলের গুণাবলী এক নয়। সে ক্ষেত্রে যাঁর ইল্‌ম ও আমল বেশি, তিনিই দাওয়াতের জন্য উপযুক্ত বেশি। *(দ্রঃ আল-উলামা হুমুদ দুআত, শায়খ নাসের আব্দুল কারীম আল-আক্বল)*

আল্লাহর ইচ্ছায় এমন উলামা যুগে যুগে থাকবেন। গণনায় কম হলেও কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। তাঁরা তাঁদের ইল্‌ম ও দাওয়াতের জিহাদ নিয়ে বিজয়ী থাকবেন।

« لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَـذَلَهُمْ حَتَّـى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ».

"আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল হক (সত্যের) উপর বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত) আসা পর্যন্ত, যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(মুসলিম ৫০৫৯নং)*

অন্য এক শব্দে বর্ণিত হয়েছে,

((لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها)).

"আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল আল্লাহর নির্দেশ (শরীয়ত)এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে তাদের বিরোধিতা করবে, সে তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(ইবনে মাজাহ ৭নং)*

অন্য এক শব্দে বর্ণিত হয়েছে,

((لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ)).

"আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত) আসা পর্যন্ত, সে অবস্থায় তারা বিজয়ী থাকবে।" *(বুখারী ৭৩১১, মুসলিম ১৯২১নং, আহমাদ ৪/২৪৪)*

অন্য এক শব্দে বর্ণিত হয়েছে,

« لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

"আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থেকে হক (সত্যের) উপর লড়াই করবে।" *(মুসলিম ৫০৫৯নং)*

ইমাম বুখারী উক্ত দলটির ব্যাপারে বলেছেন, 'তাঁরা হলেন আহলে ইলম (উলামা)।' *(বুখারী ৭৩১১নং)*

তিরমিযী বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারীর কাছে শুনেছি, তিনি আলী বিন মাদীনীর কাছে শুনেছেন, 'তাঁরা হলেন আসহাবুল হাদীস।' *(উমদাতুল ক্বারী ৩৫/৪২৮)*

হাকেম 'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থে সহীহ সনদে আহমাদ হতে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, 'তাঁরা যদি আহলুল হাদীস না হন, তাহলে আমি জানি না যে, তাঁরা কারা।' *(ফাতহুল বারী ২০/৩৬৮)*

"তারা বিজয়ী থাকবে" অর্থাৎ, সকল মানুষের উপর তারা নিজেদের দলীল-প্রমাণ নিয়ে বিজয়ী থাকবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও বিজয়ী থাকবে। কলম ও তরবারি উভয় যুদ্ধে তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না। তারা উলামা ও মুজাহিদ রূপে বিরোধীদের উপর সদা বিজয়ী থাকবে।

সালাফী উলামাগণ সদা-সর্বদা সতর্ক করেন, বিনা ইল্‌মে দাওয়াত দিয়ো না। বিনা ইল্‌মে ফতোয়া দিয়ো না। আঙ্গুর হয়ে পাকার আগে কাঁচা থাকা অবস্থায় কিশমিশ হয়ো না। অল্প কিছু পড়াশোনা ক'রে

জায়েয-না জায়েয ও হারাম-হালাল বলায়, হাদীসকে সহীহ-যয়ীফ নির্ধারণ করায় দুঃসাহসিকতার সাথে নিজেকে লোকমাঝে প্রকাশ করায় গ্রহণযোগ্যতা নেই, উম্মাহর কোন কল্যাণ নেই, বরং ফিতনা আছে, বিভ্রান্তি আছে।

সলফদের অন্যতম বড় আলেম তাবেঈ আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি এই মসজিদে (নববীতে) ৭০ জন সাহাবাকে পেয়েছি, তাঁদের কাউকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে অথবা কোন ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা কামনা করতেন যে, তা উপস্থিত অন্য কোন আলেম সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করা হোক!'

এর কারণ হল, তাঁরা ভয় করতেন যে, তাঁরা ভুলে পতিত হবেন, আর তার ফলে অন্যকে ভুলে পতিত করবেন। তাই তাঁদের প্রত্যেকেই এই দায়িত্ব অন্যের দিকে ফিরিয়ে দিতেন। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা তার বিপরীত। *(আল্লামা আলবানীর দর্স হতে, মাকতাবা শামেলা)*

এখন তো যোগ্যতা না থাকলেও নতুন কোন ফতোয়া দিতে পারলেই এবং কোন বড় আলেমের ভুল ধরতে পারলেই কিস্তিমাত! যা সালাফী মানহাজের বিপরীত। অবশ্য সঠিকভাবে উলামাদের ফতোয়া নকল করাতে কোন দোষ নেই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যাঁরা সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়ে মাসআলা গ্রহণ করেন, তাঁরা ভুল করতে পারেন। যেহেতু অনেক সময় কেবল একটি আয়াত বা একটি হাদীস পড়েই বিধান গ্রহণ করলে বিপদ হতে পারে। যেমন কেবল কুরআনের অনুবাদ পড়ে এবং তার তফসীর না পড়ে বিধান নিলে সমস্যা হতে পারে।

প্রত্যেক মুসলিমই চায় মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহর উপর আমল করতে। কিন্তু আমলের সময় চোখ বন্ধ ক'রে আমল বাঞ্ছনীয় নয়। হাদীসে আছে বা আল্লাহর নবী বলেছেন পড়ে বা শুনেই আমল করতে লেগে যাওয়া মুসলিমের উচিত নয়। যেমন উচিত নয়, কোন হাদীস শুনে তা অবিশ্বাস করা, তা দলীল স্বরূপ পেশ করা, প্রচার বা শেয়ার করা, নিজ গ্রন্থ বা বক্তৃতায় স্থান দেওয়া।

বলা বাহুল্য কোন হাদীসের উপর আমল করার সময় উচিত হল ঃ-

১। এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, হাদীস হল দুটি অহীর অন্যতম।

২। হাদীসের বক্তব্যকে নির্ভুল ও নিষ্কলুষ বলে নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া। যেহেতু হাদীস যাঁর তিনি হলেন নির্ভুল ও নিষ্পাপ মানুষ।

৩। সেটা সত্যপক্ষে তাঁর হাদীস কি না, তা অনুসন্ধান করা ওয়াজেব। তা সহীহ কি না, তা জানা জরুরী।

৪। সহীহ প্রমাণিত হলে তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া ওয়াজেব; যদিও তা নিজ জ্ঞান ও বিবেক বহির্ভূত মনে হয় এবং তার পিছনে যুক্তি ও হিকমত না বুঝা যায়।

৫। যয়ীফ (দুর্বল), বা মওযূ' (জাল) প্রমাণিত হলে তা বর্জন করা।

৬। হাদীসের সঠিক অর্থ বুঝা। আপাতদৃষ্টিতে দুটি হাদীস পরস্পর-বিরোধী মনে হলে তা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা।

৭। হাদীসের নাসেখ-মনসূখ (রহিত-অরহিত) নির্দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

৮। হাদীসের বক্তব্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাস কি না, তা জানা।

উক্ত সকল নির্দেশ পালন না করলে হাদীসের উপর আমল ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। পক্ষান্তরে প্রামাণ্য হাদীসের সঠিক বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস ও আমল না করলেও পরিণাম অবশ্যই মন্দ হবে।

হাদীসের গ্রন্থগুলিতে এ সব কথার উল্লেখ থাকে। উল্লেখ না থাকলে সত্যানুসন্ধানী মুহাদ্দিস আলেমের নিকট সে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ক'রে আমল করতে হবে। আর এ কাজ সচেতন মুসলিমের জন্য মোটেই কঠিন নয়।

# সালাফী বা আহলে হাদীস পরিচয় দেওয়া কি শরীয়ত-বিরোধী?

না, যখন ময়দানে রয়েছে শিয়া, খারেজী, মু'তাযেলী, জাহমী, আশআরী, মাতুরীদী, দেওবান্দী, বেরেলী, সূফী, ইখওয়ানী, জামাতে ইসলামী, তবলীগী প্রভৃতি নানা ফিরকা, আর তারা সকলেই দাবিতে মুসলিম, তখন সঠিক মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিমের একটা পৃথক পরিচয় হওয়া দরকার, যাতে তাকে সকলের মাঝে চেনা সহজ হয়।

অনেকে বলেন, পরিচয়ে বলা উচিত, 'আমি সাহাবাদের বুঝে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী।'

জী! কিন্তু পরিচয়টা কি লম্বা হয়ে যায় না? উক্ত কথাটিকে যদি একটি শব্দে বলতে চাই, তাহলে কী বলা বলা যাবে? এক কথায় 'সালাফী' বললে কি দীর্ঘ কথাটি সংক্ষিপ্ত হয় না?

বলবেন, 'তাতে মুসলিম উম্মাহর মাঝে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।'

বলব, 'না, মুসলিম উম্মাহর মাঝে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা তো সৃষ্টি হয়েই আছে।'

বলবেন, 'আপনাদের সে নামকরণের দলীল কী?'

বলব, দলীল অনেক দেখেছেন। অনেক পড়েছেন। আর এ নাম নিলে কেউ 'মুসলিম' নাম থেকে বের হয়ে যায় না। যেমন এ ছাড়া অন্য নাম নিলেও মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না।

কেউ যদি নিজেকে 'মিসরী' বলে, সে কি আল্লাহর দেওয়া নাম 'মুসলিম' থেকে বের হয়ে যায়?

কেউ যদি নিজেকে 'মুহাজির' বলে, সে কি আল্লাহর দেওয়া নাম 'মুসলিম' থেকে বের হয়ে যায়?

কেউ যদি নিজেকে 'আনসারী' বলে, সে কি আল্লাহর দেওয়া নাম 'মুসলিম' থেকে বের হয়ে যায়?

কেউ যদি নিজেকে 'আহলে কুরআন' বলে, সে কি আল্লাহর দেওয়া নাম 'মুসলিম' থেকে বের হয়ে যায়?

তাহলে কেউ যদি নিজেকে 'সালাফী' বা 'আহলে হাদীস' বলে, সে আল্লাহর দেওয়া নাম 'মুসলিম' থেকে বের হয়ে যাবে কেন?

আমি একজন ভারতীয়। এ পরিচয় ভারতের বাইরে দিতে হয়।

ভারতের ভিতরে অন্য রাজ্যে 'বাঙ্গালী' বলে পরিচয় দিই। তাতে কি আমি ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বের হয়ে যাব?

রাজ্যের ভিতরে অন্য জেলায় 'বর্ধমানী' বলে পরিচয় দিই। তাতে কি আমি ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বের হয়ে যাব?

জেলার ভিতরে অন্য শহর বা গ্রামে থানার বা গ্রামের নামের সাথে সম্পর্ক জুড়ে পরিচয় দিই। তাতে কি আমি ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বের হয়ে যাব?

অনুরূপই আমি মুসলিম। কিন্তু মুসলিমরা যখন শীআহ (শিয়া) হয়ে গেল, তখন আমি আহলে সুন্নাহ। তখনও আমি মুসলিম থাকলাম। বরং আসল মুসলিম থাকলাম।

মুসলিমরা যখন খারেজী (খাওয়ারিজ) হয়ে গেল এবং আরো অনেক খেয়ালখুশির পূজারী ও বিদআতী দলে বিভক্ত হল, তখন আমি আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ। তার মানে আমি খেয়াল-খুশির পূজারী বা বিদআতী নই, আহলে সুন্নাহ। এবং খারেজী নই, আহলে জামাআহ, তখনও আমি মুসলিম থাকলাম। বরং আসল মুসলিম থাকলাম।

আবার আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ যখন সহীহ হাদীস ও আষারের ফায়সালা ব্যতিরেকে রায় ও ফিকহের ফায়সালা গ্রহণ শুরু করল, তখন আমি আহলে হাদীস বা আহলে আষার হলাম। তখনও আমি মুসলিম থাকলাম। বরং আসল মুসলিম থাকলাম।

অনেকে বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে আহলে হাদীস কেন বল?'

আমরা 'মুসলিম' হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে 'মুহাম্মাদী' বা 'মহামেডান' বলি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার জন্য।

কিন্তু মহামেডানদের মধ্যে অনেক বিদআতীও আছে। তাই বিদআতী সম্প্রদায় থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার জন্য বলে থাকি, 'আহলে সুন্নাহ।'

আর মহানবী ﷺ-এর 'সুন্নাহ' জানা যায় তাঁর হাদীস থেকে, তাঁর সুন্নাহ গ্রহণ করে সহীহ হাদীস থেকে। তাই আহলে হাদীস নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে।

আহলে হাদীস রায় ও কিয়াসের উপর 'সহীহ হাদীস'কে প্রাধান্য দেয়, তাই আহলে হাদীস নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে।

কোন ব্যক্তি বিশেষের অন্ধানুকরণ না ক'রে তার কথার উপর সহীহ হাদীসকে প্রাধান্য দেয়, তাই আহলে হাদীস নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে।

হাদীসের কোন কথা আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞানের বাইরে মনে হলেও জ্ঞানের উপর সহীহ হাদীসকে প্রাধান্য দেয়, তাই আহলে হাদীস নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে।

মতবিরোধপূর্ণ ফিক্বহী মাসায়েলে ফুক্বাহাদের মতামতের উপরে মুহাদ্দিসীনদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়, তাই আহলে হাদীস নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে।

অনেকে বলে থাকেন, হাদীসে নবী ﷺ-এর সুন্নত অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, হাদীস নয়। অতএব 'আহলে সুন্নত' না বলে 'আহলে হাদীস' বলা সঠিক নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার সুন্নতকে মজবূত ক'রে ধর।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

"যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নত।" *(হাকেম, সহীহ তারগীব ৩৬নং)*

মহানবী ﷺ-এর বাণীকে হাদীস বলা হয়। এ বাণী আবার দুই প্রকার ঃ যে বাণী আল্লাহর অহী-ভিত্তিক, তার উপর আমল করা ওয়াজেব। আর যা অহী-ভিত্তিক নয় (সাংসারিক), তা মান্য করা জরুরী নয়।

তাঁর কর্ম ও মৌন-সম্মতিকেও হাদীস বলা হয়।

কিছু কিছু হাদীস আছে, যা উম্মতের জন্য পালন করা বৈধ নয়। সে আমলের হাদীস কেবল মহানবী ﷺ-ই ক'রে গেছেন। যেমন একই সাথে নয়টি স্ত্রী রাখার হাদীস। তা কোন উম্মতী করতে পারে না, তা হাদীসে থাকলেও উম্মতীর জন্য পালনীয় সুন্নত নয়। এই জন্য 'হাদীস' কথাটি আম। আর 'সুন্নাহ' কথাটি খাস। আর সুন্নাহর বিশেষ অর্থ হল তরীকা বা আদর্শ। তাই হাদীসে বলা হয়েছে, 'তোমরা আমার সুন্নাহ, সুন্নত, তরীকা বা আদর্শকে শক্তভাবে ধারণ কর।' 'হাদীসকে ধারণ কর' বলা হয়নি। যেহেতু তা বলা হলে সকল হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজেব হয়ে যেত। আর তা সম্ভব ছিল না।

পক্ষান্তরে তাঁর সুন্নত ও আদর্শ জানার মাধ্যম হল হাদীস। আর হাদীসই বলতে পারে, তাঁর কোন্ বাণী ও কর্ম আমাদের জন্য সুন্নত বা আদর্শ। হাদীসই হল কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই 'আহলে হাদীস' বলা ভুল নয়।

কোন সমস্যার সমাধানের সময় মযহাবী উলামাগণ নিজ নিজ ফিকাহ-গ্রন্থ থেকে সমাধান খোঁজেন, কিন্তু আহলে হাদীস উলামাগণ সহীহ হাদীস থেকে তার সমাধান খোঁজেন। তাই আহলে ফিক্বহের মোকাবেলায় 'আহলে হাদীস' নাম ভুল নয়।

মযহাবীগণ নিজেদের ফিক্বহের মযহাব ও সমাধানকে বহাল রাখতে তার দলীল পেশ করেন হাদীস থেকে। সেটা যয়ীফ বা জাল হলেও মযহাব ও সমাধান পরিবর্তন করতে পারেন না। কিন্তু আহলে হাদীস কোন হাদীস যয়ীফ বা জাল হলে সমাধান পরিবর্তন করে এবং কেবল সহীহ হাদীসের উপর আমল করে। সকল আয়েম্মার নীতি ছিল অনুরূপ। তাই আহলে মযহাবের মোকাবেলায় 'আহলে হাদীস' নাম ভুল নয়।

আহলে হাদীস মানে তারা কুরআন মানে না, তা নয়। কারণ হাদীসেই কুরআন মানতে বলা হয়েছে। আর কুরআনের বাণীও এক অর্থে হাদীস। সুতরাং যে হাদীস মানবে, সে কুরআন অবশ্যই মানবে। কুরআন ও সহীহ হাদীস মানতে গিয়ে 'আহলে হাদীস' বলে পরিচয় দেওয়া ভুল নয়।

আহলে হাদীস এ কথা জানে যে, ফিক্বহের অধিকাংশ মাসায়েলে দলীল আছে। কিন্তু সে দলীল যয়ীফ হলে এবং তার মোকাবেলায় সহীহ হাদীস থাকলে, আহলে হাদীস সহীহ হাদীস গ্রহণ করে। দলীলে কোন সাহাবার উক্তি বা আমল থাকলে এবং তার মোকাবেলায় রসূল ﷺ-এর সরাসরি কোন উক্তি বা কর্ম থাকলে, আহলে হাদীস সাহাবার আষারের মোকাবেলায় রসূল ﷺ-এর হাদীসকে প্রাধান্য দেয়। এই হিসাবেও 'আহলে হাদীস' নাম ভুল নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্ ব্যক্তি? (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৩)

{إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٩١) سورة النمل

অর্থাৎ, আমি তো এ নগরীর প্রতিপালকের উপাসনা করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। সমস্ত কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের একজন হই। (নাম্‌ল ঃ ৯১)

{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (٧٨) سورة الحج

অর্থাৎ, সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন

'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! (হাজ্জ ঃ ৭৮)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ)).

"আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ করছি; যা আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন। রাষ্ট্রনেতার কথা শুনবে, তার আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং (একই রাষ্ট্রনেতার নেতৃত্বে) জামাআতবদ্ধভাবে বসবাস করবে। যেহেতু যে ব্যক্তি বিঘত পরিমাণ জামাআত থেকে দূরে সরে যায়, সে আসলে ফিরে না আসা পর্যন্ত ইসলামের রশিকে নিজ গলা থেকে খুলে ফেলে দেয়। আর যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের ডাক ডাকে, সে আসলে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।"

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদিও সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে?' তিনি বললেন,

((وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ)).

"যদিও সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর (নামে) ডাকে ডাকো, যিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন 'মুসলিম, মু'মিন'।" *(আহমাদ ১৭১৭০, তিরমিযী ২৮৬৩, ত্বাবারানী ৩৩৫০, আবূ য়্যা'লা ১৫৭১, ইবনে হিব্বান ৬২৩৩নং)*

কিন্তু তিনি এ কথাও বলেছেন,

« ... مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ».

"---তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাহ (পথ ও আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, দাঁতে কামড়ে ধরো। আর দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেকো। কারণ প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হল 'বিদআত'। আর প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।" *(আহমাদ ১৭১৪৪, আবূ দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৮১৫ নং, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং)*

((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)). قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ((الجماعة)). وفي رواية : ((ما أنا عليه وأصحابي)).

"ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে

একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

(تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلاَلَ).

"আমার উম্মত সত্তরাধিক (তিয়াত্তর) ফির্কায় বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা (ও ক্ষতি)র কারণ হবে একটি এমন সম্প্রদায়, যারা নিজ রায় দ্বারা সকল ব্যাপারকে 'কিয়াস' (অনুমান) করবে; আর এর ফলে তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে।" *(আল-ইবানাহ, ইবনে বাত্ত্বাহ ১/৩৭৪, হাকেম ৪/৪৩০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৭৯)*

আর সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্যরূপে প্রকাশও পেয়েছে। পরবর্তী যুগে 'মুসলিম' নাম নিয়ে জাতির মধ্যে অনেক 'অমুসলিম' বা 'নামধারী মুসলিম'-দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কেবল 'মুসলিম' বললে নকল ও ভেজালমার্কা মুসলিমদের মধ্য থেকে প্রকৃত মুসলিমকে পার্থক্য করা যেত না। পরবর্তীতে ফির্কাবন্দির জালে ইসলাম বন্দী হয়ে পড়লে মূল ইসলামের অনুসারীদেরকে (শিয়া প্রভৃতি) আহলে বিদআর মোকাবেলায় 'আহলে সুন্নাহ' নাম নিতে হয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী খাওয়ারিজদের মোকাবেলায় 'আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহ' বলে পরিচয় দিতে হয়েছে। তেমনি পরবর্তীতে হাদীসের উপর ব্যক্তির আক্কেল, রায়, কিয়াস, যুক্তি, জাল ও যয়ীফ হাদীস প্রাধান্য পাওয়ার যুগে সহীহ হাদীসের উপর আমলকারীদেরকে 'আহলে হাদীস' নাম নিতে হয়েছে।

অবশ্যই সালাফী বা আহলে হাদীস মানে প্রকৃত সালাফী ও আহলে হাদীস। যার আকীদা, আমল, কথা, দাওয়াত, চরিত্র, ব্যবহার ইত্যাদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সালাফী বা আহলে হাদীস। সকল ক্ষেত্রে সে কুরআন ও হাদীসকে সলফে সালেহীনের বুঝ অনুসারে বুঝে তাঁদের মতো সাধ্যমতো আমল করে।

## সালাফী বা আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ ও ভুল ধারণা এবং তার নিরসন

### ১। সালাফীরা শাফেয়ী বা শাফেয়ীদের মতো।

আসলে অনেক মাসআলায় শাফেয়ীদের সাথে সালাফীদের মিল দেখে কোন কোন অর্বাচীন এমন কথা বলে থাকে।

### ২। সালাফীরা মযহাব মানে না। ইমাম মানে না।

হ্যাঁ, সালাফীরা বানাওয়াট মযহাব মানে না। কারণ প্রসিদ্ধ মযহাবের চার ইমাম কখনোই বলে যাননি যে, তোমরা আমাদের অন্ধানুকরণ কর। বরং তাঁরা বলে গেছেন, কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতে। আর কুরআন-হাদীসে মযহাব মানার কথা বলা হয়নি।

সালাফীরাই সকল ইমামকে মান্য ক'রে থাকেন। যেহেতু সকল ইমাম সালাফীই ছিলেন। তাঁদের কোন নির্দিষ্ট মযহাব ছিল না। পরন্তু সবাই বলে গেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।' সুতরাং তাঁদের এই নির্দেশ মান্য ক'রে সালাফীরাই ১০০% হানাফী, ১০০% মালেকী, ১০০% শাফেয়ী এবং ১০০% হাম্বলী।

৩। সালাফীরা দরূদ পড়ে না।

হ্যাঁ, তারা কোন নকল দরূদ পড়ে না এবং কোন বানাওয়াটি পদ্ধতিতে দরূদ পড়ে না। যেহেতু তা বিদআত।

৪। সালাফীরা আওলিয়াদের সম্মান করে না।

এটা ভুল ধারণা। অবশ্য তারা তাঁদেরকে সিজদা করে না, প্রণাম করে না এবং মরণের পর তাঁদের কবরের উপর মাযার তৈরি করে না। যেহেতু এ সকল কর্ম সম্মানে বাড়াবাড়ি ও শরীয়ত-বিরোধী।

৫। সালাফীরা আহলে বায়তের সম্মান করে না, তাঁদেরকে ভালোবাসে না।

এটাও পূর্বানুরূপ ভুল ধারণা। তবে তারা তাঁদের জন্ম-মৃত্যুদিন পালন করে না। মাতম করে না, তাজিয়া করে না---এ কথা ঠিক। কারণ তা শরীয়ত-পরিপন্থী।

৬। আহলে হাদীস আয়েম্মা ও ফুক্বাহা (রাহিমাহুমুল্লাহ)দেরকে গালাগালি দেয়।

সত্যপক্ষে আহলে হাদীস যারা, তারা কোন দিনই তাঁদেরকে গালি দিতে পারে না। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেক দলেই এক শ্রেণীর গোঁড়া মানুষ থাকে, তারাই পরস্পরকে গালাগালি করে। তাছাড়া আহলে হাদীসের আক্বীদা হল, সকল ইমামই আহলে সুন্নাহ বা হাদীস ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণকে তাঁরা ওয়াজেব জানতেন এবং সবাই এতে একমত ছিলেন। তাঁরা এ কথাও জানতেন যে, রসূলের কথা ছাড়া বাকী অন্য কোন সাহাবী, তাবেয়ী ইমাম বা আলেমের কথা মান্যও হতে পারে এবং অমান্যও। কিন্তু তাঁরা মা'সুম ছিলেন না, মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁদের কোন ফায়সালা ভুল হলে একটি এবং ঠিক হলে দু'টি নেকীর তাঁরা হকদার হন। সুতরাং যাঁরা নেকীর হকদার, তাঁদেরকে গালি দেওয়ার কোন প্রসঙ্গই আসে না। তাছাড়া মহানবী ﷺ বলেছেন, "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই ঝগড়া করা কুফরী।" *(বুখারী ৪৮, মুসলিম ২৩০নং)*

৭। আহলে হাদীসদের অনেক মাসায়েল কুরআন-হাদীস বিরোধী।

আসলে আহলে হাদীসদের মাসায়েল কুরআন-হাদীস বিরোধী নয়, বরং মযহাবীদের মযহাব বিরোধী অথবা যয়ীফ বা জাল হাদীস-বিরোধী। অথবা পরস্পরবিরোধী দুই হাদীসের অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত হাদীস বিরোধী। যারা সহীহ হাদীস মেনে চলার শতভাগ চেষ্টা করে, তারা কি কুরআন-হাদীসের বিরোধী সমাধান দিতে পারে?

৮। আহলে হাদীস বুখারীর মুক্বাল্লিদ, আলবানীর মুক্বাল্লিদ.....।

আসলে তাকলীদের মৌলিক অর্থ এবং অন্ধ অনুকরণ ও ইত্তিবা বা অনুসরণের অর্থ না বুঝে অনেকে এই শ্রেণীর মন্তব্য ক'রে থাকে। বলা বাহুল্য, গায়র মুক্বাল্লিদ নির্দিষ্ট কারো মুক্বাল্লিদ নয়। গায়র মুক্বাল্লিদ কুরআন-হাদীস বুঝতে ও মানতে নির্দিষ্ট কারো তাকলীদ করে না। বরং আহলে হাদীস সে ব্যাপারে সাহাবা, তাবেঈন, আয়িম্মা ও ফুক্বাহার অনুসরণ করে। অতঃপর যেটি সহীহ দলীলের অধিক নিকটবর্তী পায়, তার অনুসরণ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে---যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত

করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(যুমারঃ ১৭-১৮)*

আহলে হাদীস যে ইমাম বুখারীর মুক্বাল্লিদ নয়, সে কথা স্বীকার ক'রে খোদ মযহাবীরাই উদাহরণ দিয়ে থাকেন।

অনেকে এ কথাও উল্লেখ ক'রে থাকেন যে, আহলে হাদীস আল্লামা আলবানীর অন্ধানুকরণ করে না। যেহেতু বহু মাসায়েলে তারা তাঁর ফতোয়ার বিপরীত মত অনুসরণ ক'রে থাকে।

৯। 'আসহাবুল হাদীস' মানে কেবল মুহাদ্দিসীনকে বুঝানো হয়। তথাকথিত আহলে হাদীসকে নয়।

অর্থাৎ, যাঁদের কাছে হাদীসের ইল্ম আছে কেবল তাঁরাই সাহায্যপ্রাপ্ত দল, কেবল তাঁরাই ফির্কাহ নাজিয়াহ। আশা করি, জ্ঞানিগণ মানবেন যে, যারা তাঁদের অনুসরণ ক'রে সহীহ হাদীস ভিত্তিক আমল করে, তারাও তাঁদেরই দলভুক্ত। আম জনসাধারণ মুহাদ্দিসীন না হলেও তারা তাঁদের আদর্শ অনুসারে চলে। তাই তারাও 'আহলে হাদীস'। যেমন আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান) বলতে তাদের উলামা ও আম জনসাধারণ উভয় শ্রেণীর মানুষকে বুঝানো হয়।

১০। সালাফীরা ইজমা মানে না।

ভুল ধারণা। ইজমা সঠিক হলে অবশ্যই মানে। আর সঠিক ইজমা কুরআন ও সহীহ হাদীস-বিরোধী হয় না। কোন ভুলের উপর উম্মাহর ইজমা হতে পারে না। আর কোন বিষয়ে সঠিক ইজমা ও সর্ববাদিসম্মতি হওয়া বিশাল কঠিন ব্যাপার।

১১। আহলে হাদীস কিয়াস মানে না।

যে সমস্যার সমাধানে কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট উক্তি নেই, অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত কথা বলে, সে সমস্যার কথা উল্লেখ ক'রে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে হাদীস পেশ করতে বলে। অথচ অভিজ্ঞ মযহাবীরাও জানেন যে, আহলে হাদীসরাও কিয়াস মানে। তবে সহীহ হাদীসের ওপর কিয়াসকে প্রাধান্য দেয় না। পানি না পাওয়া গেলে ওযূর জায়গায় তায়াম্মুম ব্যবহার করে, কিন্তু পানি সামনে এলে তায়াম্মুম বাতিল মনে করে।

১২। আহলে হাদীস নফসের ইত্তিবা করে!

এটিও একটি গায়ের ঝাল-ঝাড়া অপবাদ। আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোন মযহাবের তাক্বলীদ করে না বলে, তারা সুবিধাবাদী নফসের পূজারী নয়। একই বিষয়ে উলামাগণের বহুমত থাকলে সেই মতকেই তারা গ্রহণ করে, যা সহীহ দলীল ভিত্তিক এবং বলিষ্ঠ। কক্ষনোই সে মত গ্রহণ করে না, যা নিজেদের মনঃপূত ও যাতে নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধা রক্ষা হয়। কার মত গ্রহণ করা হবে, তা নিয়েও তারা নিজেদের বিবেক-বিবেচনাকে কাজে লাগায়। কোন্ আলেম ইল্ম ও আমলে বড়, তা নির্বাচন করে সুস্থ মন-মস্তিষ্কের মাপকাঠিতে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,

((اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وإنْ أفْتاكَ المُفْتُونَ)).

"তুমি তোমার হৃদয়ের কাছে ফতোয়া নাও, যদিও মুফতীরা তোমাকে ফতোয়া দিয়েছে।" *(আহমাদ ১৮০০৬, দারেমী ২৫৩৩, বুখারীর তারীখ, সহীহুল জামে' ৯৪৮, ২৮৮১নং)*

১৩। আহলে হাদীস উলামাদের মাঝে নানা মতভেদ কেন?

এমন মতভেদ অস্বাভাবিক নয়। একটি মযহাবের ভিতরেও অনেক মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। জেনে রাখা ভালো যে,

১। আহলে হাদীস কোন ব্যক্তি বিশেষের অন্ধানুকরণের জামাআত নয়। কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীস-ভিত্তিক একটি মতাদর্শের নাম, যা ইসলামের মূল স্রোতধারা ও রাজপথ।

২। তার মানে হাদীস সহীহ হলে সেটাই আহলে হাদীসের মযহাব হয়। যেমন সকল মুহাদ্দিসীন ও আয়েম্মায়ে কিরাম

(রাহিমাহুমুল্লাহ)গণের মযহাব তাই ছিল। তাঁরা সকলেই আহলে হাদীস ছিলেন।

৩। এতদ্‌সত্ত্বেও মতভেদের কারণ কী? কারণ পরস্পর-বিরোধী বর্ণিত হাদীস।

আহলে হাদীস তাহকীক ক'রে যে হাদীসটি সহীহ পর্যায়ের, কেবল সেই হাদীসটির উপর আমল করে এবং দুর্বল হাদীস বর্জন করে।

পরস্পর-বিরোধী উভয় হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে নাসেখ-মনসূখ নির্ণয় করে। তা সম্ভব না হলে উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন ক'রে আমল করার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত মাসআলাই তাদের মযহাব হয়। তারা কোন নির্ধারিত ব্যক্তির অন্ধানুকরণ ক'রে তারই মযহাবকে (সবার চেয়ে সঠিক) প্রমাণ করার মানসে যয়ীফ হাদীসকে সহীহ করার পাঁয়তারা করে না অথবা কোন সহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা বা তা'বীল করে না।

তাছাড়া কোন হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নিয়ে অথবা কুরআনের হাদীসের বক্তব্য বোঝা নিয়ে মতভেদ স্বাভাবিক।

### ১৪। সালাফীরা রাজনীতি করে না, ইসলামে কি রাজনীতি নেই?

হ্যাঁ, সালাফীরা রাজনীতি করে, আর তাদের রাজনীতি হল রাজনীতি না করা। আর ইসলামে আছে ইসলামী রাজনীতি, পাশ্চাত্যের রাজনীতি নয়।

### ১৫। আহলে হাদীসরা বুখারী ছাড়া অন্য হাদীস মানে না।

এ মন্তব্যও কোন অর্বাচীন ব্যক্তি বিশেষের।

সবচেয়ে বেশি শুদ্ধ ও সহীহ হাদীসগ্রন্থ বুখারী। তা বলে তা আহলে হাদীসের একমাত্র হাদীসগ্রন্থ নয়। বরং অন্য গ্রন্থের হাদীস সহীহ সনদে পেলে তা গ্রহণ করে এবং বুখারীতে তার বিপরীত থাকলে পরস্পর-বিরোধী হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন ক'রে আমল করে।

হাদীসটির সনদ সহীহ, নাকি যয়ীফ---তা নিয়ে মতভেদ থাকার ফলে যেমন ইসলামে বিভিন্ন মযহাব সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি আহলে হাদীস উলামাগণের মাঝেও একই মাসআলায় ভিন্ন ভিন্ন মত বর্তমান থাকা অস্বাভাবিক নয়। যেমন একই মযহাবের ভিতরে একাধিক মত বা বিভিন্ন উপ-মযহাব সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সুতরাং মতভেদ থাকতে পারে, থাকবে। কিন্তু তা নিয়ে কলহ-দ্বন্দ্ব বা কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি করা মোটেই উচিত নয়।

উদার মানুষ যেটাকে সবচেয়ে সঠিক বলে বিশ্বাস করবে, সেটার অনুসরণ করবে এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের অন্ধানুকরণ করবে না। এটাই তো হিদায়াতের পথ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ}

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাগণকে---যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(সূরা যুমার ১৭- ১৮ আয়াত)*

وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

সমাপ্ত